রাঙারাখী

(পারিবারিক নাটক)

মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে—

উদ্বোধন রজনী

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ সাল।

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

মূল্য ১৲ এক টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায়
মল্লিকপুর—হিন্দু লাইব্রেরী
মল্লিকপুর—যশোহর।

প্রিণ্টার—
শ্রীসতীশ চন্দ্র রায়
সুধা প্রেস
১৯৮।১নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কল্যানীয়—

শ্রীমান্ সুদর্শন চট্টোপাধ্যায় বি, এ।

নিরাপদ দীর্ঘজীবেষু—

পাণ্ডুলিপির 'পুষ্টি' পর্য্যন্ত প'ড়ে তোর চোখে জল এসেছিল—'পরিণতি' পড়ে খুব হেসেছিলি। তোর সেই হাসি-কান্নার অভিনয়টুকু আমার চিরদিন মনে থাক্‌বে—

আশীর্ব্বাদক—

সেজদা।

কৈফিয়ৎ

কোনো একান্নবর্ত্তী পরিবারের সুখ-দুঃখের ইতিহাস নিয়ে এই 'রাঙারাখী' নাটকখানি রচিত হয়েছে। এ-কারণ চরিত্র-সৃষ্টির দিক দিয়ে আমি কতকগুলি জীবন্ত 'মডেলে'র সাহায্য গ্রহণ করিছি।

নাট্যকারের হাতে পড়্‌লে অনেক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চরিত্রকেও বিপর্য্যস্ত হ'তে হয়। অতএব আমার 'মডেল'গণের মধ্যে কেহ যদি অল্পাধিক বিকৃত বা বিপর্য্যস্ত হ'য়ে থাকেন—তা'হলে আমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন।

নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের অনুরোধে—এই নাটকের তিনটি চরিত্র—আমি সম্পূর্ণভাবেই কল্পনা ক'রে নিয়েছি—বাস্তবের সঙ্গে তাদের কোনই সম্পর্ক নেই।

আখ্যানভাগের 'প্রারম্ভ' এবং 'পুষ্টি' বারো-আনাই সত্য-ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। তবে 'পরিণতি'—একেবারেই পরিকল্পনা!

'রাঙারাখী'র প্রযোজনার ভার নিয়েছিলেন—বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। অহীন্দ্রবাবুর চেষ্টায় ও যত্নে এই নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে যে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করেছে—তা' দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। নাট্যকলা-সম্বন্ধে অহীন্দ্রবাবুর অসাধারণ জ্ঞান ও রস-সৃষ্টির অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখে আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হয়েছি।

মিনার্ভার সত্ত্বাধিকারী উপেন্দ্রবাবু আমাকে নাট্যকার হিসাবে পরিচিত হবার যে সুযোগ ও সুবিধা দিয়েছেন—এবং কালিপ্রসাদবাবু সে বিষয়ে আমাকে যেরূপ সাহায্য করছেন—তা আমি কখনই বিস্মৃত হ'তে পারব না।

মল্লিকপুর।
১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭। } **শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়।**

চরিত্র।

পুরুষগণ।

ডাঃ সদাশিব মুখোপাধ্যায়	...	সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক।
অমর নাথ	...	ঐ ২য় ভ্রাতা।
অচিন্ত্য কুমার	...	ঐ ৩য় ভ্রাতা।
অপূর্ব্ব কুমার	...	ঐ ৪র্থ ভ্রাতা।
অজয় কুমার	...	ঐ ৫ম ভ্রাতা।
চন্দর	...	ঐ জ্ঞাতি খুড়ো।
খোকা	...	অমরের পুত্র।
মধুদত্ত	...	মুখোপাধ্যায় পরিবারের গোমস্তা পুত্র পরে ধনাঢ্য মহাজন।
নিধিরাম	...	রজক।
ভজুয়া	...	খোট্টা ভৃত্য।

স্ত্রীগণ।

বড়বৌ	...	সদাশিবের স্ত্রী।
মেজবৌ	...	অমরের ২য় পক্ষের স্ত্রী।
সেজবৌ	...	অচিন্ত্যের স্ত্রী।
নবৌ	...	অপূর্ব্বর স্ত্রী।
উমা	...	সদাশিবের কন্যা।
শ্যামাঠাক্‌রুণ	...	চন্দরের বিধবা ভগ্নি।
ক্ষীরি	...	নিধিরামের স্ত্রী।

রাঙা রাখী

প্রারম্ভ

এক দৃশ্য

স্থান—ডাঃ সদাশিবের বাড়ী।

সময়—বেলা দ্বিপ্রহর।

(দ্বিতলের একটি সাধারণ কক্ষ। কক্ষে একটা ফরাস ও টেবিল-চেয়ার প্রভৃতি আসবাব আছে। ফরাসে দুই ভ্রাতা অমর ও অচিন্ত্য সাগ্রহে নিবিষ্টমনে নিজ নিজ কোষ্ঠীর ফলাফল শুনিতেছিলেন—গণনা করিতেছিলেন, চন্দর খুড়ো।)

চন্দর। না অমর, তোমার সময় এখন খুব খারাপ। কোন কাজেই তোমার সুবিধে হবে না।

অমর। তা'হলে তো আর বাড়ীতে বসে থাকা চলে না খুড়োমশাই ? বিদেশে বেরুতেই হবে যে। ও কোষ্ঠী এখন থাক্। এই পাঁজিখানা দেখুন তো—অন্ততঃ একটা ভাল দিন দেখেই বেরিয়ে পড়ি।

চন্দর। (একটা অনিচ্ছাসূচক অস্ফুট শব্দ করিয়া) তাইতো বাবাজি ! যেতেই যদি হয়, তাহলে একটা কাজ কর। গ্রহশান্তি কর। ছাড়ন্ত শনির দশা তো সোজা কথা নয় ? প্রাণহানিও ঘট্‌তে পারে।

অচিন্ত্য। আমার সময়টা এখন কেমন দেখ্‌লেন খুড়োমশাই ?

চন্দর। খুব ভালো। তুমি এখন যে কাজে হাত দেবে তা'তেই সুবিধে।

অচিন্ত্য। যদি চুরি ডাকাতি করি, তাতেও ?

চন্দর। কি আশ্চর্য্য কথা। শিক্ষিত ভদ্র লোকের ছেলে কি চুরি ডাকাতি ক'রে থাকে, যে তাতে তোমার স্থবিধে হবে ?

অচিন্ত্য। সময় ভাল হ'লে, কেন করবে না খুড়ো মশাই ? ধরা-পড়ার ভয় না থাকলে ওরূপ স্থবিধে আর কিসে আছে ?

চন্দর। যাও, যাও, বকামো ক'র না।

অচিন্ত্য। কথাটা বুঝুন—আগেই চটবেন না। আমি এখন যাতে হাত দেব, তাতেই যদি আমার স্থবিধে হয়—আপনার জ্যোতিষ-শাস্ত্র যদি সে বিষয়ে একটা গ্যারান্টি দিতে পারে, তা'হলে এই স্থসময়ে সিঁদকাটিতে হাত দেওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ ? কি বলেন ? মান-মর্য্যাদার কথা তো ধরাপড়া-না-পড়ার উপর নির্ভর করে। সময় যদি ভাল হয়—নিশ্চয়ই ধরা পড়বো না। মেজদা এ বিষয়ে কি বল ?

অমর। জ্যোতিষ-শাস্ত্রটা হাসি-ঠাট্টার জিনিষ নয় অচিন্ত্য !

চন্দর। নিশ্চয়ই নয়। "বিফলান্যন্যশাস্ত্রানি"—কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রের বেলায়, "চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিনো !" বুঝলে ?

অচিন্ত্য। বাঃ ! এযে ভারি মজার কথা হ'ল দেখতে পাচ্ছি ! আমি কি বলিছি—"জ্যোতিষ-শাস্ত্রটা মিথ্যে ?" আপনার গণনা সত্যি হ'লে—এই শিক্ষিত ভদ্রসন্তান যখন চুরি ডাকাতি করতেও প্রস্তুত, তখন বুঝে দেখুন খুড়োমশাই—কা গভীর বিশ্বাস আমার—আপনার ওই জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি।

অমর। তোমার সময় এখন খুব ভাল, এ কথার অর্থ এ নয় যে—তুমি এখন আগুনে লাফিয়ে পড়লেও পুড়বে না।—বা জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেও ডুববে না।

চন্দর। হ্যাঃ বলতো বাবাজি ! তুমিই বলো—

অচিন্ত্য। বেশ—তাই যদি সত্যি হয়—তা'হলে এই গোনাপড়ার আবশ্যকতা কি? আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার মেজদা?

[অপূর্ব্বর প্রবেশ।]

অপূর্ব্ব। আমিই বুঝিয়ে দিচ্ছি। আপাততঃ বাড়ির ভেতর গিয়ে দেখে এস—মেজ বৌদি কান্না সুরু করেছেন। এইটাই বোধহয়—প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। আর একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে—এখন থেকে মেজদা সর্ব্বদাই জপ করবেন—আমার ছাড়ন্ত শনির দশা, হঠাৎ মৃত্যুও হতে পারে—অতএব এখন আমার বাড়ী থেকে কোথাও যাওয়া উচিত নয়—ইত্যাদি।

অমর। তোর ভয় নেই অপূর্ব্ব! সে ওজুহাতে আমি আর একটা দিনও বাড়ীতে বসে থাক্‌বো না। আজই বেরিয়ে পড়্‌বো।

অপূর্ব্ব। তার মানে—কলকাতায় যাবে আর কোষ্ঠির ফল চিন্তা করতে করতে গাড়ী চাপা পড়্‌বে। খুড়োমশাই তখন টিকি নেড়ে বাহাদুরী নেবেন—"চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিনৌ!" এই তো লাভ?

অমর। আচ্ছা অপূর্ব্ব! সোজা কথায় তোর মতটা-কি বল্‌তো? আমাকে এখন কি কর্‌তে বলিস্ তুই?

অপূর্ব্ব। কিচ্ছু না। আমার বলা-কওয়ার আবশ্যকটা কি? আমার মতে কি আসে যায়? তোমরা যা ভাল বোঝ—তাই কর। চাকরী ছেড়ে দেশে এসেছিলে ব্যবসা করতে—শুন্‌তে পাই, বিস্তর টাকা লোকসান দিয়েছ—ব্যবসারম্ভের সে শুভদিনটাও বোধ হয় এই খুড়োমশাই দেখে দিয়েছিলেন—না?

চন্দর। কখখনো না। চন্দর পণ্ডিতকে দিয়ে দিনটা দেখিয়ে নিলে—সে ব্যবসায়ে কখনই লোকসান হত না। বুঝ্‌লে বাবাজী! জ্যোতিষ শাস্ত্রটা নিয়মমত অধ্যয়ন করা হয়েছে।

অচিন্ত্য। কোনো শাস্ত্র-বিশেষে তোর বিশ্বাস না থাকে, না-থাকুক। কিন্তু অপূর্ব্ব! অদৃষ্টকে তো অবিশ্বাস করতে পারবিনে? ব্যবসা করতে নেমে যে কেউ লাভ করে না একথাটা তো সত্যি নয়? সুতরাং লোকসানটা অদৃষ্টের পরিহাস বৈ আর কি?

অপূর্ব্ব। তা'তো বটেই—লোকসানের বেলায় অদৃষ্টের পরিহাস! কিন্তু সেজদা—"দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি।"—তোমাদেরি শাস্ত্রের কথা। আমার কথা নয়।

অচিন্ত্য। "কাপুরুষাঃ বদন্তি" তা বলে যে সেই কাপুরুষদের ভাগ্যে অর্থপ্রাপ্তি ঘটে না, এর প্রমাণ কি? কাপুরুষ সুপুরুষ সবার পেছনেই যে অদৃষ্ট লেগে আছেন।

চন্দর। ঠিক্ ঠিক্—ন্যায়ের ফাঁকি করলে তো চলবে না অপূর্ব্ব! তুমি হেরে গেছ।

[অজয়ের প্রবেশ।]

অজয়। মধুবাবু এসেছেন। তাঁকে ওপরেই ডেকে আনবো—না, তোমরা সবাই নীচেয় যাবে—? বড়দা জিজ্ঞাসা করলেন।

অপূর্ব্ব। মধুবাবুটা কে? আমাদের সেই যদু গোমস্তার ছেলে?

চন্দর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই যদু দত্ত—যে তোমাদের ঠাকুরদার গোমস্তা ছিল। কিন্তু তার ছেলে মধু দত্ত এখন মধু বাবু! শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে এখন তিনি এদেশে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধনী! মস্ত মহাজন—বুঝলে বাবাজি?

অপূর্ব্ব। শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে?

চন্দর। হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

অমর। কি অপূর্ব্ব! "দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষাঃ বদন্তি" না?

চন্দর। (হাসিয়া) হা হা হা—বাবাজি! বিবাহেন ধনপ্রাপ্তি দৈব যোগে ভবেৎ কচিৎ—হা হা হা।

অপূর্ব্ব! হুঁ। যে মধুবাবুর নিকট থেকে তোমরা টাকা কর্জ্জ নিয়েছিলে—তিনি আমাদের গোমস্তা সেই দত্তবুড়োর ছেলে? বেশ—বেশ—আচ্ছা মেজদা! এখন তোমাদের মোট দেনার পরিমাণ, ঠিক কত বল তো?

অমর। যা' অজয়! দাদাকে বলগে—মধুবাবুকে সঙ্গে করে ওপরেই নি' আসুন। আমার শরীরটা খারাপ বোধ হচ্ছে, নীচের আর যাব না।

(অজয়ের প্রস্থান।)

হ্যাঁ, কি বলছিলি অপূর্ব্ব? মোট দেনার পরিমাণ? এই মধুবাবুর কাছে দশ হাজার আর এই খুড়োমশাইয়ের কাছে পাঁচ হাজার। এ বাদে খুচ্‌রো বাজার দেনাও হাজার পাঁচেক হবে।

অপূর্ব্ব। (বিস্মিতভাবে) এই খুড়োমশায়ের কাছে পাঁচ হা-জা-র!

চন্দর। আমার দেনার জন্যে কোন ভাবনা নেই বাবাজি! কারণ, আমি তো তোমাদের আপনার লোক। কিন্তু বাবাজিরা! যত শীগ্‌গীর পারো ঐ দত্ত কায়েতের টাকাটা দিয়ে দাও—নইলে বিপদে পড়বে—! আর টাকার পরিমাণটাও তো কম নয়? পুরোপুরি দশটি হাজার!

অপূর্ব্ব। হুঁ। তা'হলে আপনিও একজন মহাজন? বাড়িঘরে থাকিনে—দেশের হালচালও সব জান্‌তে পারিনে। কেবল শুনতে পাই যে দাদারা বেশ-কিছু দেনা হয়ে পড়েছেন। কিন্তু কে যে মহাজন তা' কি ক'রে জান্‌বো বলুন?

চন্দর। সে কি কথা অপূর্ব্ব! একান্নবর্ত্তী পরিবার, তুমি হচ্ছ সর্ব্বাপেক্ষা উপার্জ্জনক্ষম ভাই! তোমার জানাটা যে অতি আবশ্যক।

অপূর্ব্ব। নিশ্চয়ই। আবশ্যক বৈকি। যাঁ'রা কর্জ্জ করেন—তাঁদের চেয়েও, সে বিষয় জানার আবশ্যকতা আমার অনেক বেশী! তা' কি আর বুঝিনে? তা'হলে আপনি আপনার খাতকদের ঠিকুজী-কোষ্টি গুলো খুব ভাল করেই দেখুন। আমার যখন জানা রইল, তখন অন্ততঃ আপনার নিজের পাওনা সম্বন্ধে তো কোন ভাবনাই নেই—

[ডাঃ সদাশিব, মধুবাবু ও অজয়ের প্রবেশ

অপূর্ব্ব ব্যতীত সকলেই- "আসুন! আসুন!"

চন্দর। ওকি ওখানে বস্‌লেন কেন? এখানেই বসুন না? (ফরাসের ওপর নিজের পার্শ্বেই স্থান নির্দ্দেশ করিলেন।)

মধু। (হাসিয়া) তা' কি হয় মুখুয্যে মশাই? ওখানে আমার বাবা কোন দিন বসেননি।

চন্দর। বলেন কি? আপনি এখন একজন মস্ত লোক! ওরে কে আছিস্—একটু তামাক দে।

মধু। আমি বেশীক্ষণ বস্‌তে পারবো না সদাশিব বাবু! তাড়াতাড়ি কাজটা সেরে দিন—

চন্দর। কাজটা—কি আগে তা' বলুন? অপূর্ব্ব বাবাজীবন আজ দু'বছর পরে বাড়িতে এসেছেন—উনি তো সব কথা জানেন না?

মধু। (সদাশিবের প্রতি) ইনিই বুঝি আপনার ন'ভাই? যিনি—কলকাতায় চাকরী করেন?

সদাশিব। আজ্ঞে হ্যাঁ। (চাকর তামাক দিয়া গেল)

মধু। বেশ, তা'হলে আপনাকেই তো আমি সব কথা বলিছি—এখন আপনিই এঁদের বুঝিয়ে বলুন—

(যুগপৎ সকলে সদাশিবের দিকে চাহিল।)

সদাশিব। মধুবাবু বল্‌ছেন—টাকাটা এতদিন তার দেনাপাওনার খাতায় পড়ে আছে। মাস খানেকের মধ্যেই যদি তোমরা দিয়ে দিতে পার—কোন সুদ লাগ্‌বে না। আর যদি বেশী দিন অনাদায় রাখ্‌তে চাও, তাহলেই সকলে মিলে একখানা হ্যাণ্ডনোট্ দিতে হবে। আজকেই। কারণ, আমাদের ক'ভাইকে একসঙ্গে পাওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই তো ধর—অপূর্ব্ব অনেক দিন পরে বাড়িতে এল। তোমরাও আবার চাকরী করতে যাবে বল্‌ছ। কি বলেন মধুবাবু এই তো আপনার কথা ?

মধু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অমর। একমাসের মধ্যে টাকা দেওয়ার তো কোন সম্ভাবনাই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে দাদা! একখানা হ্যাণ্ড্‌নোট লিখে দেওয়াই হোক্।

সদাশিব। বেশ। তা'হলে তুমি নিজেই হ্যাণ্ড্‌নোট খানা লেখ। দে তো অজয়! ওই হাত-বাক্সের ভেতর থেকে একখানা ডেমি আর টিকিট।

(অজয় দিল—অমর লিখিতে বসিল।)

চন্দর। মধুবাবুর চেহারাটি কিন্তু বেশ! (হাসিলেন)

(মধুবাবু এ মন্তব্যের প্রতি লক্ষ্যই করিলেন না।)

মধুবাবুর কি মাঝে-মাঝে দার্জ্জিলিং পাহাড়ে থাকা হয় ?

মধু। কেন বলুন তো ?

চন্দর। আমাদের এই পাড়াগাঁ অঞ্চলে—আপনার মত ওরূপ সুন্দর স্বাস্থ্য আর পাকা মর্ত্তমান কলার মত রং দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না। হা হা হা— (মধুবাবু বিরক্ত হইয়া অন্তদিকে চাহিলেন।)

অমর। সুদ কত লিখ্‌বো ?

চন্দর। সুদ? কত আর লিখ্‌বে বাবাজি! দশহাজার টাকা

যখন, তখন শতকরা বারো আনা হিসেবেই লেখ। কি বলেন মধুবাবু? (বেকুপের মত হাসিলেন।)

মধু। না। শতকরা চার আনা।

চন্দর। অ্যাঁ, বলেন কি—চার আ—না?

মধু। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপন'র পাঁচহাজার টাকার রেহেনী-খতে—শতকরা যে বারো আনা হিসেবে সুদ লিখিয়ে নিয়েছেন—তা আমি জানি। কিন্তু আমি তো তা পারিনে? এঁদের অন্নেই যে আমি মানুষ! বিশেষতঃ সুদ-খাওয়া আমার পেশা নয়। আমার টাকা ব্যবসায় খাটে। সুদের প্রত্যাশা ক'রে তো টাকা ধার দিইনি মুখুয্যে মশাই?

চন্দর। তা'তো বটেই। আপনি একজন মহাশয় ব্যক্তি। আপনার সঙ্গে কার কথা? আপনার উদারতার অনেক গল্পই আমরা শুনতে পাই। স্বর্গীয় যদুনাথ দত্ত মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্রই তো আপনি। আপনার পিতৃদেব এই মুখুয্যেদেরই গোমস্তা ছিলেন—মাসিক মাইনে পেতেন পাঁচ টাকা—কিন্তু উপার্জ্জন করতেন পাঁচশো টাকা—সোজা কথা? হা হা হা—

মধু। (বিরক্তভাবে) লেখা হয়ে গেছে? তা'হলে তাড়াতাড়ি দস্তখৎ গুলো সেরে দিন্—আমি এখুনি উঠ্‌বো।

(যথাক্রমে সদাশিব, অমর ও অচিন্ত্য দস্তখৎ করিয়া অপূর্ব্বর কাছে কাগজখানা ধরিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।)

অপূর্ব্ব। না মেজদা! ও দেনা আমি স্বীকার করবো না।

সদাশিব। সে কি? কেন অপূর্ব্ব? তোমার পরামর্শেই তো এরা ব্যবসা করতে এসেছিল, টাকা কর্জ্জ করেছিল—

অপূর্ব্ব। আমি বিদেশে চাকরী করি। দেশে ব্যবসা করতে নেবেছিলে তোমরা, দেনাও তোমাদের। শুনিছি বাবার শ্রাদ্ধের কিছু

দেনা এখনো শোধ হয় নি। বল তার পরিমাণ কত, অংশমত নগত এখুনি দিয়ে দিচ্ছি, ওসব দস্তখতের ভেতর আমি নেই।

মধু। আপনি তো খুব হুঁসিয়ার লোক দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা অপূর্ব্ববাবু! দেনাটার জন্যে তো আপনি দায়ী নন্—কিন্তু, ব্যবসায়ে যদি লাভ হ'ত? বাড়িতে এসে যদি শুন্তেন, আপনার ভায়ারা এই মধুদত্তের চেয়েও বেশী টাকা জমিয়ে ফেলেছে—তা' হলেও কি ঠিক ওই কথাটা বল্তেন?

অপূর্ব্ব। Perhaps that's not your business, Sir. আপনার সঙ্গে সে আলোচনার কোনো আবশ্যকতাই দেখতে পাচ্ছিনে। বলো দাদা! আমাদের পিতৃশ্রাদ্ধের দেনা কত?

মধু। আপনার এ ভাইটির মেজাজ তো দেখছি বেজায় সাহেবি ধরণের সদাশিববাবু! আপনি কত টাকা বেতন পান মশাই?

অপূর্ব্ব। Nonsense! Don't bother me like that—আপনি তো লাইফ ইন্সিওরের দালাল নন? আমি কত টাকা বেতন পাই-বা-না-পাই সে অনুসন্ধানে আপনার প্রয়োজন কি মশাই? You are a Creditor, and these are your Victims. Perhaps I am not. Am I?

মধু। হুঁ। বটে? কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন একান্নভুক্ত পরিবারের যে কোন এক ব্যক্তির নিকট থেকেই ষোল-আনা-পাওনা আদায় করা যায়?

অপূর্ব্ব। What a big Fool you are! আপনি কি আমাকে আইন শেখাতে এসেছেন? কোর্টের দরজাটা শুধু পাওনাদারের জন্যেই খোলা থাকে না, দেনাদারের জন্যেও থাকে।

চন্দর। চেষ্টা করলে কি হয় দত্ত মশাই! দাঁত বস্‌বে না। অপূর্ব্ব বড়

হুঁসিয়ার ছেলে। মাসিক নগত পাঁচশো টাকা মাইনে পায়, উপরিও পায় অনেক। পাটের আপীষে চাকরী, বুঝেছেন? নইলে কি পাওনাদারের আগেই চোকাঠ ডিঙিয়ে একেবারে কাঠগড়ায় গিয়ে হাজির হতে পারে?

মধু। রেখেদিন আপনার পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরী! আমি মধু দত্ত দশলাখ টাকার ওপরে আমার ব্যবসায় খাট্‌ছে। দরকার হলে পাঁচশো টাকা মাইনে দিয়ে একজন চাকর রাখবার ক্ষমতা আজ আমার আছে। শুনুন অপূর্ব্ববাবু। এই Big Fool আপনাকে একটা কথা জানিয়ে যাচ্ছে—

সদাশিব। (বাধা দিয়া) মধুবাবু! দয়া করে আমার কয়েকটি কথা আগে শুনুন। তারপর আপনার বক্তব্য যা, তা' বল্‌বেন। কারণ, আমি জানি—একবার মুখ দিয়ে কিছু বলে ফেল্‌লে, তা' আর আপনি গিল্‌তে পারবেন না। (অজয়কে হ্যাণ্ড্‌নোট দস্তখৎ করিতে ইঙ্গিত করিলেন।)

মধু। বলুন—আপনি কি বল্‌তে চান্—

সদাশিব। আমার এ দুটি ভাই, অপূর্ব্বর চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষিত। চাকরী ছেড়ে ব্যবসা করতে এসেই এরা ঠ'কে গেছে। আমারো একটা ভুল হয়েছিল—যাদেব মূলধন নেই—কর্জ্জ-করা টাকা নিয়ে ব্যবসা করতে তাদের উৎসাহ দেওয়া। যাক্ সে কথা। এখন এরা আবার চাকরীর চেষ্টা করতে যাবে। এদের সাহায্য পেলেই—এক বছরে না হোক্—দু' বছরে আমি আপনার টাকা শোধ করবো।

মধু। আপনি কি করবেন—সেটা আপনি ভাবুন। আমার কর্ত্তব্য আমি ঠিক ক'রে ফেলেছি—

সদাশিব। না, না, আমার বিনীত অনুরোধ—অপূর্ব্বকে বাদ দিয়ে,

আমাদের বাকি চার ভায়ের দস্তখতী হ্যাণ্ডনোটখানা আপনি নিয়ে যান্। সদাশিব-ডাক্তার বেঁচে থাক্‌তে আপনার টাকাটা মারা যাবে না।

মধু। সদাশিব-ডাক্তার বেঁচে থাক্‌তে—তার দস্তখতী একখানা হ্যাণ্ডনোট ঘরে রাখাও আমি আবশ্যক বোধ করি না। (হ্যাণ্ড্‌নোট ছিঁড়িয়া ফেলিয়া) তাঁর মুখের কথার দাম যে এই হ্যাণ্ডনোটের চেয়েও অনেক বেশী তা' আমি জানি। জানি বলেই—অন্ধকার রাত্রে দশ হাজার টাকা ঘর থেকে বের করে দিইছি। মোটের উপর—আমি আপনাকে বলে যাচ্ছি শুনুন—আপনার এই পাঁচশো-টাকা-মাইনেওয়ালা ভাইটির নিকট থেকেই—আমি আমার পাওনাটা আদায় করবার চেষ্টা করবো। যদি না-পারি, আপনারা দিতে পারেন দেবেন—না-দিতে পারেন না-দেবেন। আমার কোন দাবী দাওয়া থাক্‌বে না। দশ হাজার টাকার জন্যে মধু দত্তের গদীতে লালবাতি জ্বল্‌বে না সদাশিববাবু! তা' হলে এখন আসি। কিছু মনে করবেন না, অপূর্ব্ববাবু! (ব্যঙ্গভাবে প্রণাম করিলেন।) (অজয়ের প্রতি) চলো ভায়া আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে এসো।

চন্দর। মধুবাবু কি মুখুয্যে বাড়ীর পথঘাট চেনেন না? হা-হা-হা—

মধু। কেন চিন্‌বো না মুখুয্যে মশাই? সিঁড়ির ঘরটা তো? খুব চিনি। হেঁসেল থেকে শোবার ঘর পর্য্যন্ত আমি যখন ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছি—তখন এক সদাশিববাবু ছাড়া এ সব সাহেব ভায়াদের জন্মই হয়নি। এখন যে এঁরাই বাড়ীর মালিক! তাই একটু অচেনা হয়ে পড়িছি। (অজয়ের প্রস্থান।)

[চিন্তিতভাবে সদাশিব কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন]

চন্দর। তারা ব্রহ্মময়ী মা! (তুড়ি দিয়া হাই তুলিলেন।) তা'হলে আর কেন বাবাজিরা, তোমরাও গাত্রোৎপাটন কর। এই তো বেশ

মীমাংসা হয়ে গেছে—যার শেষ ভালো, তার সব ভালো। কিন্তু—বাবাজি অপূর্ব্ব! তোমার ব্যবহারে আজ বড়ই আনন্দ অনুভব করিছি। বড়ই তৃপ্তি লাভ করিছি। আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও—। শালা দত্ত-কায়েৎকে জব্দ করবার মত একটা লোকও যে মুখুয্যে বাড়ীতে আছে—একথা ভাবলেও বুকটা উঁচু হ'য়ে ওঠে। বেঁচে থাকো বাবা। কোটি কোটি বৎসর তোমার পরমায়ু হোক্—

(অপূর্ব্বর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।)

অপূর্ব্ব। থাক্ থাক্ খুড়োমশাই! ও মাথায়-হাত-বুলোনো-ব্যাপারটা আমি মোটেই সহ্য করতে পারিনে। ওতে যারা বেশ আরাম অনুভব করেন—আপনি তাদের কাছেই যান।

(অমর ও অচিন্ত্যকে দেখাইয়া দিল।)

চন্দর। (হাসিয়া) বাবাজি! জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে তুমি অস্বীকার করলে কি হয়? তোমার জন্মপত্রিকাও তো আমি দেখিছি খনার বচনেই আছে "জন্মে যার মাথা-কাটা, আগু-পেছু শতেক বেটা!" মাথা-কাটা কে তা'তো জানো? স্বয়ং রাহু! বুঝলে? হা হা হা—

অপূর্ব্ব। কিন্তু গ্রাস করবার আগ্রহটা আপাতত রাহুর চেয়েও চন্দ্রের যে খুব বেশী দেখ্‌তে পাচ্ছি! তবে, তা'তে কোনো সুবিধে হবে না। বুঝলেন খুড়োমশাই! পাষাণে কাদা নেই!

চন্দর। এ কথার অর্থ কি বাবাজি! ও বুঝিছি তুমি বুঝি মনে ভেবেছ—যাক্—সত্যিই যদি তোমাদের এরূপ অন্যায় ধারণা হয়ে থাকে, যে আমিও ওই দত্ত-কায়েতের মত দুর্ব্যবহার করতে পারি তোমাদের সঙ্গে—আর পাঁচ হাজার টাকার রেহেণী খতের বলে তোমাদের বাড়ীখানা নিলামে চড়াতে পারি—তা'হলে কাজ নেই। আমার টাকা আমাকে ফিরিয়ে দাও। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দেনা পাওনার সম্বন্ধ থাকাই অন্যায়।

অপূর্ব্ব। কা'কে বল্‌ছেন খুড়োমশাই! আমাকে?

চন্দর। বাঃ তোমাকে বল্‌বো না? তুমিও তো এই বাড়ীর একজন মালিক! তুমি যে হাজার টাকা কামাই কর, তোমাকে বল্‌বো না?

অপূর্ব্ব। কিন্তু আমি তো আপনার টাকা নিইনি?

চন্দর। নাওনি কি রকম? একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্ত্তা যে কার্য্য করবেন, সে কার্য্যের জন্যে সকলের দায়িত্বই সমান।

অপূর্ব্ব। কথাটা হিতোপদেশে থাক্‌তে পারে, কিন্তু দায়ভাগে নেই। আমি সাবালক হয়েছি আজ দশ বছর, আমার পক্ষ থেকে টাকা কর্জ্জ করতে হলে, তা'তে অন্তত আমার একটা সম্মতির প্রয়োজন আছে, তা' জানেন—?

চন্দর। সে কি? অঁ্যা? তুমি কি ঐ নধু দত্তের টাকার মত—আমার টাকাটাও অস্বীকার করতে চাও নাকি? অঁ্যা—

অপূর্ব্ব। নিশ্চয়ই (হাসিল)

চন্দর। এ কি-রকম কথা হল? অঁ্যা! দিদি তো ঠিকই বলেছিল—টাকা দিয়ে কাজ নেই। অঁ্যা, এখন উপায়? সদাশিব! সদাশিব!

(সদাশিব প্রবেশ করিয়া অধোবদনে অত্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।)

অপূর্ব্ব। (সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া) আগে আমার কথার জবাব দিন খুড়োমশাই! টাকা কর্জ্জ নেবার সময় আমি তো দেশে ছিলাম না? আমার সম্মতির কোন নিদর্শন পেয়েছিলেন আপনি?

চন্দর। নিদর্শন আবার কি? সদাশিবের মত একজন পদস্থ ও সম্মানিত লোকের মুখের কথা কি কেউ অবিশ্বাস করে? দুখানা রূপোর চাকৃতি হাতে পেয়ে তুমি যে ধরাকে শরার মতই অগ্রাহ্য করতে পারছে

বাপু ! কি ভয়ানক লোক তুমি ! অ্যাঁ ! তাইতো—দিদি যে বক্‌বে ! নাঃ দিদির অমতে টাকাটা দেওয়া বড়ই গর্হিত কার্য্য হয়েছে—এখন উপায় ?

অপূর্ব্ব। (হাসিতেছিল)

চন্দর। ও সদাশিব ! কথা কওনা যে ! অপূর্ব্ব এখন বলে কি ? তুমি না বলেছিলে—

সদাশিব। হ্যাঁ বলেছিলাম।

চন্দর। ঐ শোন, বাবাজি ! ঐ শোন সদাশিব কি বলে—

সদাশিব। অপূর্ব্ব যদি এখন আমাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করে, আমি কি করতে পারি বলুন ? আপনি অত উতলা হবেন না। যে উপায়ে পারি আপনার টাকা আমি এক মাসের মধ্যেই পরিশোধ করবো। শুধুই বা আপনার কেন ? দেনা আমি কারোই রাখ্‌বো না, যে কোন উপায়ে এক মাসের মধ্যেই নির্দ্দায়িক হব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

চন্দর। (কান্নার অভিনয়ে) সদাশিব ! বড় দরিদ্র আমি। দিদি আমার বড়ই দুঃখে, বড়ই কষ্টে, শেষের সম্বল তার ওই কটি টাকা আমার জন্যে সঞ্চয় ক'রে রেখেছে। দেখো যেন এই পাষণ্ডের সঙ্গে আমাকে মাম্‌লা কর্‌তে না হয়।

সদাশিব। না তা' হবে না খুড়োমশাই ! আমি বল্‌ছি হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ীতে যান। আমার মাথাটা এখন বড্ডই ধরেছে—বিকেলে আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হবে। (প্রস্থান)

চন্দর। (অপূর্ব্বর প্রতি) অধার্ম্মিক, পাষণ্ড কোথাকার। এই এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের টাকা কটি ফাঁকি দিয়ে নিলে তোর খুব শ্রীবৃদ্ধি হবে, না ? তোকে আমি অভিসম্পাত দেব, এই পৈতে ছিঁড়ে অভিসম্পাত দেব। (প্রস্থানোদ্যত)

অপূর্ব্ব। যেয়োনা ঠাকুর ! শোনো—

চন্দর। কি শুন্‌বো? তোর কথা আবার কি শুন্‌বো রে পাজি, ছোটলোক, নচ্ছার!

অপূর্ব্ব। অত চেঁচিও না ঠাকুর! শুন্‌লেই তো দাদার মাথাটা বড্ডই ধরেছে। স্বরটা একটু নাবিয়েই না হয় সভ্যতার পরিচয় দাও—

চন্দর। সভ্যতা কি? তোর সঙ্গে আবার কিসের সভ্যতারে— অসভ্য, চাষা কোথাকার!

অপূর্ব্ব। (করজোড়ে) যে আজ্ঞে। আচ্ছা, তা' হলে একটা কথা নিবেদন করি। বলুন তো এ পাঁচ হাজার টাকা আপনি পেয়েছেন কোথায়? আমরাই তো ছোটবেলায় দেখেছি আপনার অন্ন জুটতো না। প্রায়ই আমার বাবার কাছে এসে হাত কচ্‌লাতেন। কিন্তু আজ আপনি একজন মহাজন—আর আমরাই আপনার খাতক। ব্যাপারখানা কি বলুন তো?

অপূর্ব্ব। আঃ আমার চোখের দিকে চেয়েই কথাটার উত্তর দাও না ঠাকুর! ওদিকে কেন? ওঁরা সব মুনি-ঋষির মত সেকেলে মানুষ যে! ব্রাহ্মণের পৈতে-ছেঁড়ার কথা শুনলে, বা তাঁর চোখে দু' ফোঁটা জল দেখ্‌লে, ওঁদের মহাপ্রাণী আঁৎকে ওঠে।

চন্দর। ওরে বেল্লিক! তুই কি বল্‌তে চাস্ টাকাটা আমার নয়?

অপূর্ব্ব। নিশ্চয়ই! আমার বাবার মৃত্যুর দিনে আমরা তো কেউ বাড়ীতে ছিলাম না? পরমাত্মীয় আপনি ছিলেন, আর ছিলেন শুশ্রূষাকারিণী আপনারি ভগ্নি সহৃদয়া শ্যামাঠাকুরাণী। মনে পড়ে? তারপর বড়দা এসে দেখ্‌লেন সিঁদুকে একটি পয়সাও নেই। খবরটা শুনেই মনে যেন কেমন খট্‌কা বেধেছিল, কিন্তু সত্যিই বল্‌ছি সেদিন কিছু বুঝ্‌তে পারিনি। তবে পাঁচ বছর পরে—আজ যেন মনে হচ্ছে—

অমর। ছিঃ অপূর্ব্ব। সন্দেহক্রমে একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, সম্পর্কে আমাদের গুরুজন, তাঁকে ওরূপ অপমান করা তোমার উচিত হচ্ছে না।

(চন্দর পৈতা ধরিয়া অস্থিরভাবে পদচারণা করিতেছিলেন)

অপূর্ব্ব। রক্ষে কর মেজদা! হিতোপদেশ ইস্কুলে পড়িছি, কলেজে পড়িছি মনস্তত্ত্ব। তারপর কর্ম্মজীবনে আবিষ্কার করিছি শুধু ষণ্ডামিতত্ত্ব, ভণ্ডামিতত্ত্ব আর গুণ্ডামিতত্ত্ব! তুমি এম, এ, পাশ করেই ঢুকেছিলে মাষ্টারিতে। তাই তোমার জীবনে Recapitulation হয়েছে নীতিকথামালার। তারপর ব্যবসা করতে এসেই পাঁজিপুঁথি আর কোষ্ঠী-ঠিকুজীর খপ্পরে পড়ে গেছ, বুঝলে?

অচিন্ত্য। অত আত্মপ্রত্যয়ও ভাল না অপূর্ব্ব! বেশী শয়তানী-তত্ত্ব আবিষ্কার করার ফলে মানুষ তার নিজের জীবনেও খুব বড় শয়তান হয়ে ওঠে। তখন নিজের মাপকাঠিতেই সকলকে বিচার করতে চায়।

অপূর্ব্ব। তাই যদি সত্যি হয় মেজদা। তাতেই বা ক্ষতিটা কি? বিচার-ফল দেখেই না হয় রায়টা দাও। বলতে পার, এই খুড়োমশাই আর আমার মধ্যে কে বড় শয়তান? আমি গুণ্ডা হতে পারি, কিন্তু ষণ্ডামি আর ভণ্ডামির জন্যে বোধ হয় আমাকে কেউ দায়ী করতে পারে না। খুড়োমশাই যে এগাঁয়ের শ্রেষ্ঠ ষণ্ড, সে বিষয়ে ওঁরই প্রজা নিধিরাম কাল আমার কাছে স্বেকায়েৎ করেছে। আর ওঁর ভণ্ডামি যে কত দূর—তা কেবল বুঝতে পেরেছি, আজ।

অমর। সিঁদুকে যে কোনো টাকা ছিল না, তা'তো শেষ কালে প্রমাণ হয়েছিল অপূর্ব্ব। মিছিমিছি কেন—

অপূর্ব্ব। জানি। নিজেদের মনস্তুষ্টির জন্যে, তোমরা শেষে যে হিসেব দাখিল করেছিলে, তাকে ঠিক প্রমাণ বলা চলে না। বেশ কথা। টাকা তো একা আমার নয়? সেই প্রমাণের ওপর তোমরা সকলেই যদি

সন্তুষ্ট থাকতে পার, আমারই বা আপত্তি কি? মাপ করুন খুড়োমশাই! আমার খুব অন্যায় হয়েছে। বড়দা তো একমাসের মধ্যেই আপনার টাকা পরিশোধ করবেন, বললেন। তবে আর ভাবনাটা কি? আসুন আপনি। পদধূলি দিন—আমিও আসি— (প্রস্থান)

চন্দর। উঃ ঘোর কলিকাল উপস্থিত! ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব লোপ পাবে। এই সব দুরাচার অধর্ম্মিকের দল যদি একবার অর্থশালী হয়ে ওঠে অমর! তা'হলে কি বিপদ বল দেখি? ওদের সংস্রব ত্যাগ করা উচিত। বুঝলে? ওরা সহরেই বাস করুক। ওদের মত নাস্তিক! এই পাড়াগাঁ থেকে যত দূরে বাস করবে ততই মঙ্গল। আমি চন্দর পণ্ডিত ত্রিসন্ধ্যা না করে জলস্পর্শ করিনা, আমাকে বলে কি না, উঃ! কি সর্ব্বনাশ! আমার মাথা ঘুরছে, যাই এখন। বিকেলে সদাশিবের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে হবে। একমাসের মধ্যেই টাকাটা আদায় করতে হবে। দিদি তখন নিষেধ করেছিল, টাকা দিস্‌নে। হায়, হায়, কেন শুনলাম না। (প্রস্থান)

অচিন্ত্য। সন্দেহটা কিন্তু আমার মনেও অনেক সময় জাগে মেজদা, অপূর্ব্বর ধারণা যে একবারেই ভুল একথা তো তুমি জোর ক'রে বলতে পারনা?

অমর। কেন পারবেনা অচিন্ত্য! অপূর্ব্ব যদি শুধু তার ধারণার উপর নির্ভর করেই একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে চোর বলতে পারে, আমিই বা কেন আমার ধারণাকে অস্বীকার করবো? খুড়োমশায়কে আমি যতটা চিনি, অপূর্ব্ব কি তা চেনে? বিশেষ কথা হচ্ছে—বড়দাও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত।

(অজয়ের প্রবেশ)

অজয়। বড়দা তোমাকে ডাকছেন।

অচিন্ত্য। আমাকে ?

অজয়। হ্যাঁ। (উভয়ের প্রস্থান)

[মেজবৌয়ের প্রবেশ]

মেজবৌ। ওগো, ছোটবাড়ির শ্বশুর-ঠাকুর অমন চেঁচাচ্ছিলেন কেন ?

অমর। অপূর্ব্ব বলে তিনি নাকি চোর !

মেজবৌ। ওমা ! সে কি কথা গো ? ন-ঠাকুরপোর মাথা-খারাপ হ'ল নাকি ?

অমর। সে পাঁচশো টাকা মাইনে পায়, তার মাথা কি খারাপ হতে পারে ? মেজবৌ ! মাথা-খারাপ হবে আমাদের, দেনা-দেওয়ার দুশ্চিন্তায়, বুঝেছ ? যাক্ এখন আমার বাক্স-বিছানা গুছিয়ে দাও তো. আমি আজই কল্‌কাতায় যাব।

মেজবৌ। হ্যাঁ তা' যাবে বৈ কি ? আমি বুঝি কিছু শুনিনি ? গ্রহশান্তি না করে তুমি কিছুতেই কোথাও যেতে পাবে না।

অমর। পাগ্‌লামো কর না, যা বল্‌ছি করো।

মেজবৌ। তা'হলে আমিও সঙ্গে যাব। আমাকে নিয়ে যাবে চল ?

অমর। আমি যাচ্ছি চাকরীর চেষ্টায়। তোমাকে এখন কোথায় নিয়ে যাব ?

মেজবৌ। সে আমি কিছুতেই শুন্‌বো না। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি সব কথাই শুনেছি। তোমার এখন ছাড়ন্ত শনির দশা—প্রাণহানিও ঘট্‌তে পারে। গ্রহশান্তি না করে, বা আমাকে সঙ্গে না নিয়ে তুমি যদি এখন বাড়ী থেকে এক পাও নড়্‌বে, তা'হলে আমি বিষ খেয়ে মর্‌বো।

অমর। ছিঃ মেজবৌ! তুমি এমন অবুঝ?

মেজবৌ। কেন? কিসে আমি অবুঝ? তোমাকে চাকরীর চেষ্টায় যেতে কি আমি নিষেধ করিছি? আমার অনুরোধ, শুধু আমায় সঙ্গে নিয়ে চল। তুমি টাকা-পয়সার কথা ভাবছ? আমার গয়না বেঁচলেও ছ'মাস চল্‌বে। বলো আমায় নিয়ে যাবে?

(কাঁদিতে কাঁদিতে খোকার প্রবেশ।)

অমর। কিরে কাঁদছিস কেন?

খোকা। জ্যাঠামশাই আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

অমর। (কোলে টানিয়া) সে কি? কেন?

খোকা। আমি তার কোলে উঠে বসেছিল্যাম—আমাকে একটা ঠেলা মেরে মেজের ওপর ফেলে দিয়ে বল্‌লে—"যা' যা' তোরা আর আমাকে জড়াস্‌নে। জ্যাঠামশাই কি নাটাই যে আমি তাকে জড়াবো? আমি তো তার কোলে ব'সে এই নাটাইটাই—জড়াচ্ছিলাম। দেখবে বাবা! কেমন ঘোরে—?

(কোল হইতে নামিয়া বারংবার নাটাই ঘুরাইবার
বর্থ্য চেষ্টা করিতে লাগিল।)

মেজবৌ। (সাবদারে) বলো, বলো আমায় সঙ্গে নিয়ে যাবে—একা যাবে না?

অমর। (হাসিয়া) দেখ মেজবৌ! তুমি আমার দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রী। পাঁচজনে ধরে-বেঁধে আনার ঘাড়ে একটা বৌ চাপিয়ে দিয়েছে। আবার একটা বিয়ে করবার সাধ আমার ছিল না। আমার মত হতভাগার অবিবাহিত থাকাই উচিত।

মেজবৌ। (চোখভরা জল লইয়া একবার মাত্র অমরের দিকে স্থির

দৃষ্টিতে চাহিল। তারপর ধীরে ধীরে খোকাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া অভিমান ভরে একান্তে সরিয়া দাঁড়াইল।)

অমর। ওকি কাঁদছ মেজবৌ? ছিঃ কেঁদনা শোন। তুমি যে আমার দ্বিতীয়-পক্ষ—এ বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নাই? তোমার উচিত আমার সঙ্গে কথাই না-কওয়া, চব্বিশ ঘণ্টা অভিমান করে বসে-থাকা, আমাকে দেখলেই চটে-যাওয়া। তোমার পক্ষে এত অনুরাগ দেখান কি ভাল হচ্ছে মেজ বৌ?

মেজবৌ। আমি তোমার দ্বিতীয়-পক্ষ হ'তে পারি—কিন্তু (কাঁদিয়া) কিন্তু তুমি তো আমার দ্বিতীয়-পক্ষ নও। আমার তো আর একবার বে হয়নি?

অমর। (হাসিয়া) তাই নাকি—বাঃ! বাঃ! কে বলে তুমি কথা কইতে জান না? নাঃ, আর তোমাকে ছেলে-মানুষ ব'লে ধমক্ দেওয়া —চল্‌বে না দেখ্‌তে পাচ্ছি।

মেজবৌ। (ক্রুদ্ধভাবে) দেখো, যা খুসী বল্‌তে চাও বলো—যত ধমক দিতে চাও দাও—কিন্তু আজ আর আমি কোনো কথাই শুন্‌বো না। কেন জানি না, আমার প্রাণটা আজ বড্ডই অস্থির হয়ে উঠেছে—তোমার কোনো অমঙ্গল ঘট্‌তে পারে। না না কিছুতেই তুমি আমাকে ফেলে আজ কোথাও যেতে পাবে না। বল—যাবে না?

অমর। ছিঃ সরে দাঁড়াও—অচিন্ত্য এদিকে আস্‌ছে।

(অচিন্ত্যর প্রবেশ)

অচিন্ত্য। ওদিকে যে বেজায় কাণ্ড হচ্ছে মেজদা!

অমর। কি?

অচিন্ত্য। বড়দার সঙ্গে অপূর্ব্বর ভয়ানক তর্ক বেধে গেছে।

অমর। কি নিয়ে ?

অচিন্ত্য। পার্টিসানের কথা নিয়ে। বড়দা বল্‌ছেন—সমস্ত বাড়ি ও বিষয় সম্পত্তির একটা ভ্যালুয়েসন্ করা হোক্। তারপর, হয় অপূর্ব্ব আমাদের বাকি ক'ভায়ের অংশ একাই কিনে নিক্ ; আর না হয় সে তার নিজের অংশ আমাদের কাছে বেঁচে দিয়ে যেখানে ইচ্ছে সেখানে চলে যাক্—

অমর। অপূর্ব্ব কি বল্‌ছে ?

অচিন্ত্য। অপূর্ব্ব বলছে—"কিনে নেবার মত অত টাকাও আমার নেই—পৈতৃক ভিটেটা বিক্রি করবার মত ইচ্ছেও আমার নেই।"

অমর। হুঁ, তারপর ?

অচিন্ত্য। তারপর আবার কি ? তর্ক চল্‌ছে।

অমর। তুই চলে এলি কেন ? জানিস্ তো দু'জনারি মেজাজ বড্ড একরোকা—একটা যাচ্ছে-তাই কাণ্ড করে বস্‌তে পারে যে ! চলে এসে ভাল করিস্ নি। আচ্ছা আমিই যাচ্ছি।

অচিন্ত্য। বড়বৌদির কাছে শুন্‌লাম—বড়দা নাকি প্রতিজ্ঞা করেছেন—

অমর। (ফিরিয়া) কি ?

অচিন্ত্য। হয় অপূর্ব্ব অংশমত দেনা দেবে—আর না হয়, তিনি নিজে বা সে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে বাধ্য হবে। এ জীবনে তিনি আর তার মুখ দেখবেন না।

অমর। এতদূর ? তাহ'লে তুই চলে এসে ভাল করিস্ নি অচিন্ত্য ! আমি যাই—

(ব্যস্তভাবে প্রস্থান।

মেজবৌ। কি হবে ঠাকুরপো ?

অচিন্ত্য। কি আর হবে বৌদি? কর্জ্জ-করা টাকা নিযে ব্যবসা করতে নেবেছিলাম—এখন তোমরা গাছতলায় গিয়া দাঁড়াবে।

খোকা। কোন্ গাছতলায় কাকাবাবু? তালগাছে কিন্তু ভূত থাকে!

অচিন্ত্য। তাই নাকি? কিন্তু, আব তো ভূতেব ভয় করলে চল্‌বে না খোকাবাবু! তাল যে পেকে উঠেছে—

খোকা। বেশতো, আমি আর উমাদিদি—তাল কুড়িয়ে আন্‌বো—মা আর কাকীমা বড়া ভাজ্‌বে—বেশ মজা হবে—

অচিন্ত্য। নিশ্চয়ই। খুব মজা হবে, আজ তো কেবল সুরু—

(অপূর্ব্বর প্রবেশ)

অপূর্ব্ব। আমাকে কি জন্যে ডেকেছ সেজদা?

অচিন্ত্য। আমি?

অপূর্ব্ব। হ্যাঁ—এই যে মেজদা বল্‌লে—বিশেষ কি জরুরী কথা আছে—এখুনি দরকার।

অচিন্ত্য। ও, হ্যাঁ। ডেকেছি বটে। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ব'স্ একটু—বল্‌ছি।

অপূর্ব্ব। (খোকাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া একটু আদর করিয়া) ওরে খোকা! আমার দাদারা মনে করেন—আমিও যেন ঠিক তোরি মত এতটুকু!

অচিন্ত্য। একদিন তা' ছিলি অপূর্ব্ব!

অপূর্ব্ব। ছিলাম কি সেজদা! আজও তো রইছি। আজ, আমি যেমন বড় হয়েছি—তোমরাও তো সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠেছ! সুতরাং আমি যে খোকা, সেই খোকাই আছি। আমার খোকাত্ব তোমাদের কাছে ঘুচ্‌বে কি করে?

অচিন্ত্য। অইনত ঘোচে না, সে কথা খুব সত্যি। কিন্তু এটা যে আইন-অমান্যের যুগ! এ যুগে ওই খোকাও যে মনে করে না—আমি ছোট, আমি বোকা। সবাই বড়, সবাই বুদ্ধিমান! কারো Civic right কে অস্বীকার করবার উপায় নেই। যাক্ সে কথা। এখন তুই কল্‌কাতায় যাচ্ছিস্ কবে?

অপূর্ব্ব। কি করে বল্‌বো? তোমাদের এই দেনা-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা না করে তো যেতে পারছিনে। মধুদত্ত যেভাবে শাসিয়ে গেল—অদৃষ্টে কি আছে তা' কে জানে?

অচিন্ত্য। তুই অদৃষ্ট মানিস্ অপূর্ব্ব?

অপূর্ব্ব। কেন মান্‌বো না মেজদা? যা' দৃষ্ট নয় তাই অদৃষ্ট! পেছনে দুটো চোখ নেই বলেই, পেছনটা অদৃষ্ট। কিন্তু সুমুখটাকে তো অদৃষ্ট ব'লে মান্‌তে পারিনে।

(সেজবৌ এই সময়ে প্রবেশ করিয়া উভয়ের তর্ক শুনিতে লাগিল।)

অচিন্ত্য। তুই যে পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরী করিস্—মাসে হাজার বারোশো টাকা উপার্জ্জন করিস্—এটা কি তোর অদৃষ্ট নয়?

অপূর্ব্ব। নিশ্চয়ই নয়। উপরিটা অনেক সময় অদৃষ্ট বটে, কারণ পেছন দিক থেকেই আসে। কিন্তু মাইনেটা আমার সম্পূর্ণই দৃষ্ট—নগত বাজিয়ে-নেওয়া অ'পীষের টেবিলে ফেলে।

অচিন্ত্য। আচ্ছা বেশ কথা। কিন্তু তোর বিদ্যে-বুদ্ধি তো আমার চেয়ে বেশী নয়? তুই তো অর্ডিনারী কোর্সের বিয়েটাও পাশ করতে পারিস্‌নি—তবু তোর মাইনে পাঁচশো টাকা! আর আমি অনার্স নিয়ে ষ্ট্যাণ্ড করিছি—বৃত্তি পেয়েছি। কিন্তু কই? ত্রিশ চল্লিশটাকার মাষ্টারী ছাড়া, আমার অদৃষ্টে তো ওরূপ উপরিওয়ালা মাসিক একশো টাকা মাইনের একটা পোষ্টও জোটে না? এর কারণটা কি বল্‌তে পারিস্?

অপূর্ব্ব। কেন পারবো না? যেহেতু তুমি কুঁড়ে! তুমি বাড়ী থেকে বেরুতেই চাও না। দেশে মানুষের সভায় ব'সে পাণ্ডিত্য ফলাতে ভালবাস—চাষা-ভুষোদের সঙ্গে এয়ারকি মেরে সুখ পাও। আর আমি যে কি হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির ফলে অর্থোপার্জ্জন করি—অনেক সময় রাস্তায়-রাস্তায়, ঝড়ে-জঙ্গলে জীবনটাকে বিপন্ন ক'রে ফেলি—তা'কি চোখে দেখতে পাওনা?

অচিন্ত্য। চোখে দেখ্‌তে পাইনে সে কথা খুব সত্যি, তবে সেটা না-দেখবার জন্যে নয় অপূর্ব্ব! দেখি বলেই চোখদুটো জলে ভরে ওঠে। তুই আমার ছোট ভাই। আমার তো ইচ্ছে করে—তোর ওই অশান্তির বিনিময়ে আমার এই বাড়ীতে বসে-থাকার শান্তিটুকু যদি তোকে দিতে পারতাম।

সেজবৌ। আচ্ছা ঠাকুরপো! তোমার সাহেবকে ব'লে ওঁকেই কিছু দিন সেই দেশ-ঘোরার কাজে পাঠিয়ে দাওনা। তুমি কিছুদিন বাড়ীতে থাকো। তোমার শরীরটা বড্ডই খারাপ হয়ে গেছে।

মেজবৌ। হ্যাঁ ঠাকুরপো! সে খুব ভালই হবে। নবৌকেও বাড়ীতে নিয়ে এস, আমরা সবাই মিলে তোমার খুব যত্ন করবো—তোমার কষ্ট হবে না। বাইরে বাইরে থেকে তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ। সে মায়া নেই—দয়া নেই, তুমি তো আগে এমনটি ছিলে না? কেন এমন হয়েছে ঠাকুরপো?

অপূর্ব্ব। দেখো বৌদি! তোমাদের সঙ্গে, তোমাদের এই কর্ত্তাদের তফাৎ হচ্ছে—তোমরা ভালবাসো আমাকে—আর এঁরা ভালবাসেন আমার টাকাকে—

সেজবৌ। ভুল বুঝেছ ঠাকুরপো! এঁরাও তোমাকে খুব ভাল-বাসেন। ব্যবসায় লোকসান না হলে বোধ হয়, তুমি এমন অন্যায় সন্দেহ

করতে না। সেই জন্মেই তো বল্‌ছি—নিজে কিছুদিন বাড়ীতে এসে ব'সো—এঁদের ভালবাসা যাচাই করে নাও।

অপূর্ব্ব। (হাসিয়া) সেজদার মতো একটা কুঁড়ে লোককে আমার সাহেব, চাকরী দেবে কেন বৌদি! তারা তো কাজের লোক চায়।

অচিন্ত্য। আমি যে নেহাৎ কুঁড়ে, কাজের লোক নয়—এ গোপন খবরটা তো কেবল তুই জানিস্, তোর সাহেব তো জানে না? আমার কুঁড়েমির Certificate খানা যদি আগে থেকেই দাখিল না করিস্—তা'হলে হয়তো দিতেও পারে।

[বড়বৌয়ের প্রবেশ]

মেজবৌ। এই যে বড়দি! তুমিও একটু বল না ন-ঠাকুরপোকে? কিছুদিন বাড়ীতে থাকুক্, ওর শরীরটা ভারি খারাপ হ'য়ে গেছে—না?

অপূর্ব্ব। (হাসিয়া) না, না, তোমারা যা' বল্‌তে চাও বলো। বড় বৌদি আমাকে এরূপ অন্যায় অনুরোধ কখখ্‌নো করবে না।

মেজবৌ। ওমা, কেন? সেকি কথা? হাঁ৷ বড দি! তুমি কি ন'ঠাকুরপোকে বাড়িতে থাক্‌তে নিষেধ করো?

অপূর্ব্ব। বাঃ! তা করবেন না? উনি যে শ্যামাঠাকরুণের চেলা!

মেজবৌ। কি যে বল তুমি—তোমার চেয়ে শ্যামাঠাকরুণ বুঝি ওর বেশী আপনজন?

অপূর্ব্ব। হ্যাঁ কি না, জিজ্ঞেস্ কর।

বড়বৌ। জিজ্ঞাসা আবার করবে কি? সে কথা তো একশোবার। তুমি যে হাজার টাকা কামাই কর—তা'তেই বা আমার কি—তোমার দাদা যে একজন মস্ত ডাক্তার—তাতেই বা আমার কি? দাসীবৃত্তি করতে এসেছি—গতর খাটাচ্ছি—ভাত-কাপড় পাচ্ছি। কোনো সাধ-আহ্লাদের জিনিষ তো এ পর্য্যন্ত চোখে দেখিনি?

[শ্যামা ঠাক্‌রুণের প্রবেশ]

অপূর্ব্ব। এইবার তোমার সভা জমে উঠ্‌লো সেজদা! Now begin your lecture on Female Emancipation. আমি এখন আসি। (প্রস্থান)

সেজবৌ। (শ্যামাঠাক্‌রুণকে দেখিয়া বিরক্তভাবে প্রস্থান)

মেজবৌ। (পিছনে শ্যামাঠাক্‌রুণকে না-দেখিয়া) আচ্ছা বড়দি! শ্যামাঠাক্‌রুণ তোমার কে? তার কথা তুমি শোন কেন? ও কুচক্রী মাগীকে দেখ্‌লে—আমার পা-থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে যায়। (হঠাৎ দেখিয়া চমকিত ভাবে।) ওমা! আপনি! আপনি কখন এলেন? (থতমত খাইয়া) না, না, আমি তা বলিনি! ও ঠাকুরপো! তুমিই বলো না—আমি কি দোষের কথা কিছু বলিছি— ? (কাঁদিয়া ফেলিল)

অচিন্ত্য। ছিঃ বৌদি, কাঁদছ কেন? যা' বলেছ বেশ বলেছ—তা'তে আর হয়েছে কি?

শ্যামা। তাই তো। বেশ বলিছিস্—কান্না কিসের? বলাকওয়ার এখুনি হয়েছে কি? কেবল তো বুলি শিখ্‌ছিস্—আরো কত কি বল্‌বি! বলে—"পুত্‌ বিয়োলুম বৌকে দিলুম আপনি হলুম বাঁদি—এখন দোরে ব'সে কাঁদি!" আমাদের আর কি?

বড়বৌ। দেখ্‌লে তো পিশিমা! আমার কর্ত্তাটির মুখে এই বোয়ের প্রশংসা ধরে না। ইনিই নাকি—সরলা, সুশীলা, অবলা, বালিকা!

অচিন্ত্য। বড়বৌদি! এখান থেকে এখন একটু যেতে পার তোমরা? আমার কাজ আছে।

বড়বৌ। চলো পিশিমা! আমার ঘরে চলো। তুমি কুচক্রী, আর আমি তোমার চেলা!

শ্যামা। (মাথা ঝাঁকিয়া) হুঁ : চলো—　　(উভয়ের প্রস্থান)

মেজবৌ। কি হবে ঠাকুরপো ? (কাঁদিল)

অচিন্ত্য। কিসের কি হবে ? তোমার ঐ ছেলে-মানুষী বুদ্ধিটা'কে একটু পাকিয়ে তোল বৌদি, নইলে তো পেরে উঠবে না এদের সঙ্গে। এরা যেমন পাকা—তুমি ঠিক্ তেমনি কাঁচা—ছিঃ! হয়, ও সব কথা একেবারেই মুখে এনো না। আর না হয়—মুখে আন্‌লেই রুকে দাঁড়াবে ঠিক অপূর্ব্বর মতো—

[উত্তেজিত অজয়ের হাত ধরিয়া সেজবৌয়ের প্রবেশ]

অজয়। না, না, বৌদি! আমার হাত ছেড়ে দাও—আমি এখুনি যাব।

অচিন্ত্য। (বিস্মিতভাবে) কিরে অজয় ! কোথায় যাবি ?

অজয়। (নিরুত্তরে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল)

অচিন্ত্য। কি হয়েছে সেজবৌ ?

সেজবৌ। কি আর হবে ? খেতে বসেছিলেন, এমন সময় বড় ঠাকুর বল্‌লেন—"আজ দুটো পেট ভরে খেয়ে নেরে অজয়! কাল তো গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে?" এই কথা শুনেই উনি লাফিয়ে উঠেছেন। এখুনি এ বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছেন।

অচিন্ত্য। দেনার দায়ে বাড়ি-ঘর যদি বিক্রি হয়েই যায় অজয়! তা হলে তো সকলে এক সঙ্গে গিয়েই গাছতলায় দাঁড়াব। তুই একা এখন কোথায় যাচ্ছিস্?

অজয়। দত্তদের দেনা তো মোটে দশ হাজার টাকা। শোন সেজদা! তোমাকেও বলে যাচ্ছি—আমি এক মাসের মধ্যেই দশ হাজার টাকা নিয়ে ফিরে আস্‌বো—বড়দা যেন তার আগে কিছু না করেন। [যাইতে উদ্যত]

অচিন্ত্য। পাগলামো করিস্ নে শোন্—চুরি-ডাকাতি ছাড়া—ক'জন বাঙ্গালীর ছেলে দশ হাজার টাকা এক মাসে আয় কর্তে পারে? ভাত খাবি চল্—

অজয়। না সেজদা! দরকার হয়তো চুরি ডাকাতিই করবো। তবু আমি দশ হাজার টাকা আন্বো—ঠিক এক মাসের মধ্যেই। আমাদের বাড়ি ঘর বিক্রি হয়ে যাবে—আর এখানে বাস কর্বে অন্য লোকে? আমাদের পুকুরে আমরা নাইতে পারবো না? আমাদের ঠাকুর-ঘরে আর আরতি দেখবো না? না, তা' আমি কিছুতেই সইতে পারবো না। চুরি-ডাকাতি করে জেল খাটি সেও ভাল—তবু আমি আমাদের কিছু বিক্রী হ'তে দেব না।

অচিন্ত্য। তুই নিজে যদি জেলে থেকেই কষ্ট পেলি—তবে এই দালান-কোঠা বিষয়-সম্পত্তি থাক্লো, আর না-থাক্লো—তা'তে তোর লাভ?

অজয়। তবু তো আমি জেলে ব'সে ভাব্তে পারবো—আমার এই বাড়ী আছে—বাড়ীতে দাদারা আছে—বৌদিরা আছে।—কিন্তু আজ বিক্রি হ'য়ে গেলে—উঃ সেজদা আমি যে ভাবতেও পারিনে—

(অচিন্ত্য স্তম্ভিত ভাবে অবনত দৃষ্টিতে কি যেন ভাবিতেছিল—সেই ফাঁকে অজয় চলিয়া গেল—।)

সেজবৌ। চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাব্ছ? ঠাকুরপো চলে গেল যে—

অচিন্ত্য। (হঠাৎ চমকিয়া) অ্যাঁ! চলে গেল? কই? কোন্ দিকে গেল? অজয়! অজয়!

(প্রস্থান।)

মেজবৌ। আমি যে একটা ভয়ানক অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছি সেজদি!

সেজবৌ। কি ?

মেজবৌ। শ্যামাঠাকরুণের মুখের ওপর বলে ফেলেছি—সে একটা কুচক্রী মাগী—তাকে দেখ্‌লে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে ওঠে—

সেজবৌ। বেশ করিছিস্। অসাক্ষাতে বলার চেয়ে, মুখের ওপর বলাই তো ভাল।

মেজবৌ। কিন্তু এখন উপায় ?

সেজবৌ। আহাহা—যেন কচি খুকিটি! তুই কি চিরদিনই এমন ছেলে-মানুষ থাক্‌বি মেজদি ? কেন ? কি আর হয়েছে তাতে ? আমরা তার খাই—না পরি ? সে কি করতে পারে আমাদের ?

মেজবৌ। তিনি শুন্‌লে রাগ করবেন যে—(কাঁদিল)

সেজবৌ। ছিঃ কাঁদিস্‌নে মেজদি—(চোখ মুছাইয়া) না না, তিনি রাগ করবেন না। (হাসিয়া) তুই হচ্ছিস্ মেজ-ঠাকুরের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ—! কথায় বলে—"এক বিয়ের বৌ হেলা-ফেলা—দুই বিয়ের বৌ জপের মালা!" তুই হচ্ছিস্ সেই জপের মালা! তোর যে সাত খুন মাপ—

মেজবৌ। (বিদ্রূপে বিরক্ত হইয়া) যাঃ আমি আর তোর সঙ্গে কথা বল্‌বো না।　　　　　　　　　　　(অভিমান ভরে প্রস্থান)

সেজবৌ। যাসনে—মেজদি—শোন্ শোন্—

(হঠাৎ সদাশিবকে আসিতে দেখিয়া সংযত ভাবে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন।)

(সদাশিবের প্রবেশ)

সদাশিব। অজয়কে ফেরাতে পারলে না বৌমা! তবে সে কোন্ দিকে গেল ? ছেলে-মানুষ এই দুপুর বেলায় মুখের ভাত ফেলে—উঃ!

আমার মৃত্যু হয় না কেন ? আমি যে আর সহ্য কর্‌তে পারছিনে। এরা সবাই মিলে, আমাকে পাগল করে দেবে নাকি ?

[চন্দর ও অমরের প্রবেশ ।

[সেজবৌয়ের প্রস্থান।

চন্দর। তুমি অতো ব্যস্ত হ'য়োনা সদাশিব ! অচিন্ত্য তার পেছনে পেছনে গেছে। এখুনি তারা ফিরে আস্‌বে। যাও স্নানাহার করগে।

সদাশিব। অজয় যে এখনো না খেয়ে রইলো, আমি ভাত গিল্‌বো কি ক'রে খুড়ো মশাই ? খিদে লেগেছে বলে সারাটা দুপুর সে ছট্‌ফট্‌ করে বেড়িয়েছে—বৌদের ওপর রাগ করেছে—একবার অপূর্ব্বকে গিয়ে ডেকেছে—একবার আমাকে এসে সেধেছে—উঃ খুড়ো মশাই ! এখন যে আমি ভাত গিলতে বস্‌বো, আমার বুকে বেধে যাবে না ?

অমর। তাহলে একটু দেরি করাই যাক্—অচিন্ত্য এখুনি তাকে নিয়ে আস্‌বে—তারপর সবাই মিলে এক সঙ্গে খেতে বস্‌বো। কিন্তু দাদা ! ওকথাটা বলা তোমার সঙ্গত হয়নি। সত্যিই কি এই সামান্য দেনার জন্যে আমাদের বাড়ী-ঘর বিক্রী হয়ে যাবে ?

সদাশিব। নিশ্চয়ই হবে, আমি যে প্রতিজ্ঞা করেছি এক মাসের মধ্যেই নির্দ্দায়িক হব—বিশেষতঃ খুড়োমহাশয়ের দেনাটা—না দিয়ে—

চন্দর। অবিশ্যি, আমি তো সেজন্যে তোমাকে কোন তাগিদ করতে পারবো না ? লজ্জা করবে। তবে তুমি নিজেই যখন প্রতিজ্ঞা করেছ এক মাসের মধ্যে দিয়ে দেবে—তখন দিয়েই দেও লেঠা চুকে যাক্। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে দেনা-পাওনার সম্বন্ধটা রাখ্‌তে নেই—বুঝ্‌লে বাবাজি !

(বিমর্ষভাবে অচিন্ত্যের প্রবেশ)

সদাশিব। অজয় কই অচিন্ত্য ? সে কি ফিরে এলো না ?

অচিন্ত্য।—না দাদা, ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমি তার পেছনে খেয়াঘাট পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই সে খেয়া-নৌকো ভাসিয়ে দিয়েছে। কত ডাক্‌লাম—কিছুতেই ফির্‌লো না। মাঝিকে জলে ফেলে দেবার ভয় দেখিয়ে নিজেই নৌকো বেয়ে চলে গেল। ওপারে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে বলে গেল—দাদাকে ব'লো—আমি একমাসের মধ্যে টাকা নিয়ে ফিরবো—আমাদের বাড়ীঘর যেন বিক্রী না হয়!

(পান চিবাইতে চিবাইতে একখানা তোয়ালে হাতে অপূর্ব্বর প্রবেশ)

অপূর্ব্ব। একটা বুকপুরু মেরুদণ্ডওয়ালা পুরুষ ছেলে এ বাড়ীতে আছে তা' হ'লে? কি বলেন খুড়োমশাই, অজয় একটা মানুষ?

অচিন্ত্য। একটা কেন থাক্‌বে? আর একটা তুমিও ত আছ অপূর্ব্ব! দিব্যি ভাত খেয়ে পান চিবুতে চিবুতে এলে—এদিকে বাড়ীশুদ্ধ সবাই উপবাসী—অজয় রাগ ক'রে কোথায় চলে গেল—তাতেও তোমার মুখখানা বেশ হাসিখুসি—এমন মিলিটারী পুরুষমানুষ বাংলাদেশে কটা মেলে অপূর্ব্ব?

অপূর্ব্ব। কমই মেলে মেজদা! তাই তো বাংলার এই দুরবস্থা। অজয়ের জন্যে আজ আমি খুব গর্ব্ব অনুভব করছি। ভেবে দেখ দেখি—তার কি তেজ, কি উৎসাহ! সে একাই দশহাজার টাকা আন্‌বে—তুমি তো পারলে না তার মত ছুটে বেরুতে? সে তো কারো হাজার-টাকা মাইনের দিকে চেয়ে বসে রইলো না দীন-ভিখারীর মতো? অজয়ের জন্য প্যান্ প্যান্ করে আর মেয়েলি-স্বভাবের পরিচয় দিও না। পুরুষ-ছেলে যদি হও—বেরিয়ে পড়। স্বাস্থ্য আছে—একটা রিক্‌স টান্‌লেও মাসে পঞ্চাশ বাট্ টাকা আয় করতে পারবে?

সদাশিব। (পায়ের চটি জুতা হাতে লইয়া—অপূর্ব্বকে আক্রমণ করিলেন) তোর টাকার অহঙ্কার নিয়ে—তুই নিজেই বেরিয়ে যা এবাড়ী থেকে—(আঘাত করিলেন) বেরিয়ে যা—(অচিন্ত্য তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া দূরে সরাইয়া আনিল।)

চন্দর। কি করছ সদাশিব! শান্ত হও—

সদাশিব। না খুড়োমশাই! অনেক সহ্য করিছি—আর পারবো না। দুটো টাকার মুখ দেখে—ও যেন মনে ভেবেছে—এই দুনিয়ায় টাকা ছাড়া আর কিছুই নেই। স্নেহ, দয়া, মায়া, এসব কিছুই থাকবে না? থাক্‌বে শুধু একরাশ টাকা? না? আমাকে ও অপমান ক'রে—আমি সহ্য করবো—কিন্তু নিজের ছোট ভাইটির শুক্‌নো মুখ দেখ্‌লেও যার প্রাণটা কেঁদে ওঠে না—সে কি মানুষ? তুই সরে যা আমার সুমুখ থেকে—না, না, আমি তোর মুখ দেখ্‌বো না।

অমর। (অপূর্ব্বকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল।)

চন্দর। দেখো বাবাজি! এই ইংরেজি-লেখাপড়াই হয়েছে আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ!

সদাশিব। না, খুড়োমশাই! কোনো লেখাপড়াই মানুষকে অমানুষ হ'তে বলে না। অপূর্ব্ব আর কতটুকু লেখাপড়া শিখেছে? বি, এ, টাও পাশ করতে পারেনি। অমর এম, এ, পাশ করেছে। অচিন্ত্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে বৃত্তি পেয়েছে—তারা তো ওর মত উদ্ধত নয়—অবিনয়ী নয়?

চন্দর। সেতো নিশ্চয়ই—

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্"

[অমরের প্রবেশ]

সদাশিব। হ্যাঁরে অমর! অপূর্ব্ব কি খুব বেশী ব্যথা পেয়েছে? বড্ডই লেগেছে বুঝি—না? কি করছে এখন সে?

অমর। অপূর্ব্ব চলে গেছে।

সদাশিব। কোথায়?

অমর। ষ্টেশনে। এই ট্রেণেই কলিকাতায় যাবে।

সদাশিব। একটু সেধেছিলি? ষ্টেশনে যা'না একবার—গাড়ীর তো দেরি আছে? অচিন্ত্য তুই যাবি? আচ্ছা, তোরা থাক্—আমি নিজেই যাচ্ছি।

অমর। মিছিমিছি কেন যাবে? সে ফির্‌বে না। তার চেয়ে আমিই যাচ্ছি এই ট্রেণে—কল্‌কাতায় গিয়ে চিঠি লিখবো সে কেমন থাকে না থাকে।

সদাশিব। সে কথা মন্দ নয়। তা' হলে তাই কর—চিঠি লিখিস্ কিন্তু—   (প্রণাম করিয়া অমরের প্রস্থান।)

চন্দর। দেখ বাবাজি! চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন—

একেনাপি কুবৃক্ষেন কোটরস্থেন বহ্নিনা
দহ্যতে তদ্বনং সর্ব্বং কুপুত্রেন কুলং যথা।

সদাশিব। কিন্তু খুড়োমশাই—এ যে অর্থ-সাধনার যুগ! এযুগের চাণক্য-পণ্ডিত তো অপূর্ব্বর মতো মোটা-মাইনেওয়ালা ভাইটিকে কুপুত্র বলবে না?—কুপুত্র বল্‌বে তাকে—যার অর্থ নেই, সামর্থ নেই।—যে বড় ভাই তার বুকভরা ভ্রাতৃস্নেহ নিয়ে, ছোট ছোট ভাইগুলির অকৃত্রিম আনু-গত্যের দিকে চেয়ে, জীবনের অমূল্য সময়টা নষ্ট করে ফেলেছে—কুপুত্র সে! (কাঁদিয়া) সামান্য কুড়ি হাজার টাকা ঋণের জন্যে অপূর্ব্ব আমাকে

আজ এত অপমান করতে পেরেছে। আজ আমি বার্দ্ধক্যের সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছি—নতুবা কুড়ি হাজার—উঃ! খুড়োমশাই—আজো বোধ হয় আমি পারি—(ক্রন্দনের আবেগে বাক্‌রুদ্ধ হইলেন।)

চন্দর। নিশ্চয়ই পারো সদাশিব। একদিন তোমার আয় যে অপূর্ব্বর চেয়েও অনেক বেশী ছিল। "একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি নচ তারাগনৈরপি"—তুমি ইচ্ছা করলে—আজও তেমনি—

সদাশিব। না খুড়োমশাই! আজ আর আমি তা' পারি না। অপূর্ব্ব আমার বুকটা ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। মনে পড়ে খুড়োমশাই—অপূর্ব্বর একবার টাইফয়েড্ হয়েছিল? বাবা তখন বেঁচেছিলেন—আমি সবে ডাক্তারি পাশ করে দেশে এসেছি। একটা মাস বসেছিলাম অপূর্ব্বর শিওরে—ওষুধের লেবেল পড়্‌তে পারিনি—চোখে ঝাপ্‌সা দেখিছি। অপূর্ব্বকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছি—। ডিলিরিয়ামের মুখে সন্দেশ খেতে চেয়েছে—দিইছি—আপত্তি করিনি—

চন্দর। কী সর্ব্বনাশ! তাই নাকি?

সদাশিব। হ্যাঁ খুড়োমশাই! তবু তো অপূর্ব্ব মরেনি। তাকে বাঁচিয়ে তুলেছিল—আমার ডাক্তারি বিদ্যে নয়—ওষুধ-পত্তর নয়—আমার এই ভ্রাতৃস্নেহ! আমার এই বুকটাকে অপূর্ব্ব আজ ওজন করতে চায়—টাকা-পয়সার দাঁড়িপাল্লায়—উঃ—

চন্দর। ভুলে যাও সদাশিব! অপূর্ব্ব তোমার ভাই নয়—অঙ্গুলী-বোরগক্ষতঃ। ছেড়ে দাও তার কথা—যাক্ সে যেখানে ইচ্ছে চলে যাক্।

সদাশিব। দেখুন খুড়োমশাই! আমার মনে হয়, এই অর্থ-সাধনার যুগে মানুষ যেরূপ স্বার্থসর্ব্বস্ব হয়ে উঠ্‌ছে—তার ফলে—হৃদয় ব'লে কোন জিনিষ থাকবে না—থাকবে শুধু মাথা! মানুষ খুব বুদ্ধিমান হবে—ছেলের কাছ থেকে একখানা হ্যাণ্ডনোট না রেখে—কোনো বাবাই আর অর্থব্যয়

করবে না, তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার জন্যে। মার বুকের দুধ বিক্রি হবে কো-অপারেটিব্-মিল্ক্-সোসাইটির দোকানে—নগদ পয়সায়।

চন্দর। (উচ্চহাস্যে) এ কথা যা বলেছ বাবাজি—হা হা হা হা।

সদাশিব। হাস্বেন না খুড়োমশাই, হবে—আর বছর কতক বাঁচ্লেই দেখ্তে পাবেন।

চন্দর। না বাবাজি! আশীর্ব্বাদ করি তোমরাই বেঁচে থাকো—আমি আর বাঁচ্তেও চাইনে—দেখ্তেও চাইনে। তারা ব্রহ্মময়ী মা! যাও বাবাজীরা স্নানাহার করগে—বেলা অধিক হ'য়ে গেছে—মহাপ্রাণীকে আর কষ্ট দিও না—যাও। তবে আমার টাকাটা যাতে মাসখানেকের মধ্যেই দিয়ে দিতে পার—সে চেষ্টাটা ক'রো। আমি বড় দরিদ্র—ঐ আমার পুঁজি—আর তো নেই—আমি আসি।

(প্রস্থান)

[কাঁদিতে কাঁদিতে খোকার প্রবেশ]

খোকা। কাকাবাবু! তুমি একবারটি এস না। মা আমার ঘরে দোর দিয়ে মেঝেয় পড়ে আছে—কিছুতেই দোর খুল্ছে না।

[অচিন্ত্যকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।)

(ব্যস্তভাবে সেজ বৌয়ের প্রবেশ)

সদাশিব। অত ব্যস্ত হয়ে কাকে খুঁজ্ছ বৌমা!

সেজবৌ। মেজঠাকুর কি চলে গেছেন?

সদাশিব। হ্যাঁ গেছেন, কেন বল দেখি?

সেজবৌ। শীগ্গীর কাউকে পাঠিয়ে দিন তাকে ফিরিয়ে আন্তে।

সদাশিব। আঃ কেন? কি হয়েছে সেই কথাটাই বল না আগে।

সেজবৌ। মেজদি বিষ খেয়েছে।

সদাশিব। অ্যাঁ, বিষ খেয়েছে? সে কি? কেন? কি বল্‌ছ বৌমা? অচিন্ত্য! মেজবৌমা নাকি বিষ খেয়েছেন! বিপদ যখন আসে তখন একা আসে নারে—যা' যা' শীগ্‌গীর যা। অমরকে ফিরিয়ে আন্‌। বোধ হয় বৌমার সঙ্গে ঝগড়া করেই চলে যাচ্ছে সে। দেরি করিস্‌নে। আমি ডিস্‌পেনসারী থেকে ষ্টমাক্‌পাম্পটা নিয়ে আসি।

অচিন্ত্য। আমি তো আর ছুট্‌তে পারছিনে দাদা! আমার মাথা ঘুরছে, গা-হাত-পা কাঁপছে—চাকরদের কাউকে পাঠিয়ে দাও।

সদাশিব। আচ্ছা— (প্রস্থান)

অচিন্ত্য। (দেওয়ালে ঘড়ির দিকে চাহিয়া) দেড়টা বেজেছে—ওঃ তা' হলে তো ট্রেণটা চলেই গেছে। যাক্‌গে—আচ্ছা সেজবৌ! মেজ বৌদি বিষ পেলেন কোথায়?

সেজবৌ। তার শোবার ঘরের আল্‌মারীতে ভাসুর-ঠাকুর নিজেই নাকি একটা শিশি এনে রেখেছিলেন—কি জন্যে তা' কেউ জানে না। শিশিটার গায়ে লেখা ছিল 'বিষ।'

অচিন্ত্য। কিন্তু মেজবৌদি কেন খেলেন জান?

সেজবৌ। মেজ ঠাকুরের সঙ্গে সে আজই কলকাতায় যাবে বলে জিদ্‌ ধরেছিল—বাক্স-বিছানা গুছিয়েছিল। কিন্তু—মেজ ঠাকুর তাকে না বলেই চলে গেছেন শুনে, বিষ খেয়েছে—সে যে বড্ড অভিমানিনী!

অচিন্ত্য। ও বুঝিছি! মেজদার ছাড়ন্ত শনির দশা। তাই বুঝি বৈধব্যের হাত এড়ালেন? বেশ। আচ্ছা সেজবৌ! সে শিশিতে আর বিষ আছে?

সেজবৌ। কেন?

অচিন্ত্য। বড্ডই খিদে পেয়েছে—আমিও একটু খাই। যে জিনিষ একদিন খেলে রোজ-রোজ তোমাকেও ভাত বাড়তে হবে না, আমিও

খিদের জ্বালায় ছুট্‌ফট্‌ করবো না। সে তো 'বিষ' নয় সেজবৌ—সে যে 'অমৃত !'

সেজবৌ। ছিঃ ওকি কথা? তুমি পুরুষ ছেলে নও? ভাসুর ঠাকুরের মত তুমিও কলকাতায় যাও—দেনাটা শোধ করবার চেষ্টা করো।

অচিন্ত্য। তা হ'লে মেজবৌদির মত তুমিও বিষ খাবে না তো?

সেজবৌ। হ্যাঁ খাবো। ন-ঠাকুরপোর অত কটুকথা শোনবার পর—যদি আর একটা দিনও তুমি বাড়িতে বসে থাক—তা'হলেই খাবো। এখন চলো, মেজদিকে একবার দেখে আসি, তার জন্যে মনটা কেমন করছে।

অচিন্ত্য। যাচ্ছি—শোন—তা'হলে তোমার আর বিষ খেয়ে কাজ নেই—মেজবৌদি একটু সুস্থ হলে, আমি আজই বাড়ী থেকে যাচ্ছি। কিন্তু যাবো যে—হাতে তো একটিও পয়সা নেই সেজবৌ! চাকরীর চেষ্টায় বেরুতে হলে তো কিছু টাকা দরকার।

সেজবৌ। (হাতের চুড়ি খুলিয়া) এই চুড়ি ক'গাছা নিয়ে যাও—

অচিন্ত্য। (হাসিয়া) মেজবৌদি বিধবা হবার ভয়ে বিষ খেলেন—আর তুমি হাতখানা শুধ্ করে আগেই বিধবা সেজে বস্‌লে?

সেজবৌ। আমার হাত শুধ্ থাক্‌বে কেন? (কাপড়ের পাড় ছিঁড়িয়া) আমার হাতে এই 'রাঙা-রাখী'টা বেঁধে দিয়ে যাও—এর মান তোমাকে রাখ্‌তেই হবে।

অচিন্ত্য। রাঙারাখীর মান! কথাটার মানে তো বুঝতে পারলাম না সেজবৌ! আমাকে বুঝিয়ে দাও—

সেজবৌ। যতদিন বাঁচি—আমি এই রাঙারাখী হাতে বেঁধে শ্বশুরের ভিটেয় প্রদীপ জ্বাল্‌তে চাই—পূজাপার্ব্বণ আর ব্রত-নিয়ম পালন করতে

চাই। আর দেখ্‌তে চাই—তুমি একাই সব দেনা শোধ করে ফেলেছ নিজের চেষ্টায়। বেঁচে থেকে পৈত্রিক ভিটেটা বিক্রি হ'তে দাওনি।

অচিন্ত্য। আমি কি তা' পারবো সেজবৌ?

সেজবৌ। নিশ্চয়ই পারবে। তোমাকে পারতেই হবে যে। এই বাড়িঘরের জন্যে অজয়ের প্রাণ কাঁদে—তোমার প্রাণ কাঁদে না? ছেলে মানুষ, মুখের ভাত ফেলে চলে গেল, কারো নিষেধ শুন্‌লো না, আর তুমি তার বড ভাই, নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ব'সে আছ? এই রাঙা-রাখী হাতে বেঁধে—শ্বশুরের ভিটের ওপর অনাহারে পড়ে থাক্‌তে পারবো, তবু সোনাদানা পরে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াতে পারবো না—তার আগেই বিষ খেয়ে মরবো।

অচিন্ত্য। সেজবৌ! পারবো। আমি পারবো—

(রাখী বাঁধিলেন)

সেজবৌ। ভগবান্! আমার রাঙারাখীর মান রেখো।

-ঃ*ঃ-

পুষ্টি

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—নিধিরামের কুড়েঘর।

সময়—ভোরের বেলা।

নিধিরাম গাঁজায় দম্ দিতেছিল—আর কাশিতে কাশিতে গাহিতেছিল-

ওরে ও কালো বৌ !
একদিন সাঁঝের বাতি জ্বেলে
তুমি কোথায় চলে গেলে ?
আর ফিরে তো এলে না, ওবৌ !
তোমার, কাঁদে কোলের ছেলে।
আমি নদীর কুলে বসত করি
এই ভরা ভাদরে—
মাতাল জলে কুল চুমে যায়
মন কেমন করে !
ওই ভাঙন্ আমার লাগেরে বুকে—
থাকি পথপানে চোখ মেলে।
আজ ঝুপ্ ঝুপিয়ে নাও চলে মোর—
ঘরের কানাচে,
রাগ জলে তার বাগ্ মানে না

মরে কি বাঁচে !
হায় এমন দিনে কোথায় গেলে গো !
তোমার কোলের ছেলে ফেলে
ওরে ও কালো বৌ !

['কালো বৌ' বা ক্ষীরির প্রবেশ]

ক্ষীরি—গাহিল—

কালো পাখী দেছে ফাঁকি
উড়ে গেছে আগ্‌ডালে।
হাতছানিদে ডাক্‌লে কিসে—
আস্‌বে ফিরে তোর জালে।
চোখ-ইসারায় ডাকিস্‌ মিছে
জানি যে তুই দুষ্টু বিছে !
গা জ্বলে যায় তোর যাতনায়
কাজ কিরে সেই জন্‌জালে।
আজ কি সুখে আছি আমি
মরুক আমার পুত-সোয়ামী
এই কালবৌ দশ দরজায়
ভাত পাবে সোনার থালে।

নিধি। এসেছিস্‌ ? কালোবৌ ! ও হো হো হো—তোর জন্তে—আজ তিন দিন তিন রাত্তির আমার পেটে দানা নেই—চোখে ঘুম নেই।—ওরে আমার কালোমাণিক ! কোথায় ছিলি তুই ?

ক্ষীরি। তুই তো দু' কল্‌কে গাঁজা টেনে বুঁদ হয়ে ব'সে থাক্‌বি।

আমি খেটেখুটে পয়সা না আন্‌লে—তোকেই বা খাওয়াব কি—ছেলেটাই বা কি খাবে?

নিধি। তা'বলে তুই রেতের বেলায় বাড়ি ছেড়ে পরের বাড়িতে গিয়ে পড়ে থাক্‌বি কেন রে হারামজাদী মাগী? সারাদিন খেটেখুটে—পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে বাড়িতে চলে এলেই তো পারিস্?

ক্ষীরি। তা'তো বটেই—। আমি বাড়িতে এসে দেখ্‌বো যে, তুই খুব দু'চার কল্‌কে গাঁজায় দম দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছিস্। এই তো? কেন রে পোড়ারমুখো মিন্সে! তার চেয়ে—তুই গাঁজা খাওয়াটাই ছেড়েদে না। জন-মজুর খেটে পয়সা আন্—আমি ঘরে বসে খাই!

নিধি। আহা-হা চটিস্ কেন? শোন্ বলি—তুই পয়সা আন্‌লি তাতেই বা ক্ষতিটা কি? তোর পয়সা, আমার পয়সা; আমার পয়সা তোর পয়সা। তুই আর আমি যে এক-আত্মা এক-প্রাণ! শাস্তরে কি আছে জানিস্—

(সুরে) প্রাণ দিয়ে পতি সেবা করে যেই নারী
সিঁথির সিঁদুর নিয়ে যায় যমের বাড়ি।

ক্ষীরি। আহা-হা—একেবারে জুড়িয়ে দিলিরে মুখপোড়া! আমি সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে পয়সা নিয়ে আস্‌বো আর তুই ঘরে বসে গাঁজা টেনে তা উড়িয়ে দিবি?

নিধি। আচ্ছা কালো বৌ! বাবুদের মেজগিন্নি বিষ খেয়েছেন কেন জানিস্? মেজবাবু পয়সা কামাই করতে কল্‌কাতায় চলে গেছে বলে। আর তুই কোন্ প্রাণে বলছিস্—আমাকে জন-মজুর খাট্‌তে? তোর প্রাণে কি একটুও দয়া-মায়া নেই রে কালোবৌ? কোথায় আমি জন-মজুর খাটতে গেলেই—তুই ভয় দেখাবি—"আমি বিষ খাবো। ওগো

আমি বিষ খাবো।" তা' না—তুই আনাকে বল্‌ছিস্ বাড়ি থেকে চলে যেতে—ধিক্ তোকে—

ক্ষীরি। তা'তো বটেই। আমি বল্‌বো—তুই বাড়িতে ব'সে খুব গাঁজা খা। আমি খেটেখুটে পয়সা আনি—এই তো তোর কথা?

নিধি। হ্যাঁ। তাই তো বল্‌বি তুই! তাকেই তো ব'লে ভদ্দর লোকের ঝি-বৌদের মত পতিভক্তি! কিন্তু তা' বলে তুই রেতের বেলায় বাড়ি আস্‌বিনে কেন? আমি গাঁজা খাই—ভক্তি করে আমার পাতে পেরসাদ্ পেতে চাস্—দু'এক টান খেয়ে নে। কিন্তু তা' বলে রেতের বেলায় বাড়ি আস্‌বি নে কেন?

ক্ষীরি। আচ্ছা চন্দর-ঠাকুর খাজনা চাইতে এলে তুই তাঁকে কি বলিছিস্?

নিধি। বলিছি যে—কালোবৌ তিন দিন তোমার বাড়ীতে কাজ করে খাজনার টাকা শোধ করবে—তা' বলে—রেতের বেলায় চন্দর ঠাকুরের বাড়ীতে তোর কি কাজ? চন্দর ঠাকুর তোর কে?

ক্ষীরি। দেখ্, ফের যদি তুই চন্দর ঠাকুরের কথা নিয়ে আমাকে কিছু বলিস্—তাহলে তোর ভাল হবে না কিন্তু—

নিধি। রাগ করিস্‌নে কালো বৌ! তবে তুই রেতের বেলায় কোথায় থাকিস্ বল্‌তো।

ক্ষীরি। বল্‌বো? তোর বাড়ীর পেছনে ঐ সেওড়া গাছে চুপটি করে বসে থাকি।

নিধি। সে কিরে? তুই পেত্নী নাকি?

ক্ষীরি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি পেত্নী—মানুষ মলে যা হয়—আমি তাই, শোন একটা কথা বলে যাই—ছেলেটাকে মাঝে মাঝে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্ কিন্তু—আমি এখন যাই।

নিধি। কোথায় যাবি ?

ক্ষীরি। চন্দর ঠাকুরের বাড়ি—

নিধি। রেতের বেলায় বাড়ি আসবি তো ?

ক্ষীরি। না।

নিধি। বুঝিছি—তোর কপাল পুড়েছেরে মাগী ! তোর কপাল পুড়েছে—

ক্ষীরি। ফের আবার ওই কথা—আচ্ছা, বেশ—আজ আর আমি কোথায়ও যাব না—কোনো কাজ করবো না—দেখি তোর পিণ্ডির ব্যবস্থা কে করে—

নিধি। রাগ করিসনে কালোবৌ ! শোন্ ! চন্দর ঠাকুরের বাড়িতে ছাড়া অন্য বাড়িতে কি তোর কাজ জোটে না ?

ক্ষীরি। সে খবরে তোর কাজ কি ? তুই ঘরে বসে খুব গাঁজা খা— আর ছেলেটা না খেয়ে শুকিয়ে মরুক্—আমার চোখের ওপর !

নিধি। রাগ করিসনে কালো-বৌ ! আচ্ছা তাহলে তোর যেখানে ইচ্ছে—সেখানেই যা ! কিন্তু ঠিক সন্ধ্যেটিও লাগ্‌বে আর বাড়িতেও ফিরবি—বুঝ্‌লি—ফিরবি তো—?

ক্ষীরি। না, আমি ফিরবো না—

নিধি। কেন ?

ক্ষীরি। সে আমার ইচ্ছে—

নিধি। কোথায় থাক্‌বি তবে—

ক্ষীরি। বলিছিই তো ওই সেওড়া গাছে—

নিধি। পাগলামো করিস্‌নে শোন্—চন্দর ঠাকুরদার বৌ ঘরে নাই— তার বাড়িতে তোর রাত্রিবাস করাটা ভাল দেখায় না, বুঝ্‌লি ?

ক্ষীরি। হ্যাঁ বুঝলাম। কিন্তু তুই আমাকে সেদিন মিথ্যে কথা বল্‌লি কেন?

নিধি। কি?

ক্ষীরি। চন্দর ঠাকুরের বৌ নাকি ঘর থেকে বেরিয়ে গিছিল—তার নাকি চরিত্তির খারাপ হয়েছিল—

নিধি। হ্যাঁ আমি তো তাই শুনিছি—

ক্ষীরি। তোর মাথা শুনিছিস্—আজকে যে আমি ওপাড়া থেকে শুনে এলাম—চন্দর ঠাকুর বিয়ে করেছিল একটা আট বছরের কচি মেয়েকে—ফুল-শয্যার রাত্রেই শ্যামাঠাক্‌রুণ তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল বাড়ি থেকে—

নিধি। ওরে তার মানেই তাই—চরিত্তির খারাপ না হলে কি কেউ ঘরের বৌকে তাড়িয়ে দেয়—?

ক্ষীরি। বলিস্ কি মুখপোড়া! আট বছরের মেয়ের চরিত্তির খারাপ হয়েছিল কিরে?

নিধি। ওরে মাগী, ভদ্দর লোকের ঘরে তা' হয়ে থাকে। আট বছরের মেয়েই হোক্, আর তোর মত আঠাশ বছরের মাগীই হোক—ঘরের বার হলেই ভদ্দর লোকের ঝি-বৌ আর ঘরে ঢুক্‌তে পারে না। আমি যদি ভদ্দর লোক হতাম্—তা' হ'লে তোকে আজ কি করতাম জানিস্।

ক্ষীরি। ঝাঁটা মেরে দূর করে তাড়িয়ে দিতিস্—এই তো? দেনা, তাড়িয়ে দে—আমি চলে যাই—

নিধি। রাগ করিস্ নে কালো-বৌ—শোন্, যা হয়ে গেছে—হয়ে গেছে—আর যেন হয় না।

ক্ষীরি। ইস্! আমার পতি-পরমগরু! আর যেন হয় না—বলি

কি হবেরে মুখপোড়া—কি হয়েছে আমার, বল্। কথা কইছিস্ না যে? ফের যদি যা'তা বলবি—ঝেঁটিয়ে তোর বিষ ঝাড়্‌বো।

নিধি। রাগ করিস্‌নে কালো বৌ! তুই যে কেমন সতীলক্ষ্মী মেয়ে তা' কি আর আমি জানিনে? আজ—এতদিন তোকে বিয়ে করেছি—তোকে নিয়ে সংসার-ধর্ম্ম কচ্ছি—তোকে কি আর আমি চিনিনে? তবে একটু পরিহাস করছিলাম—রাগ করিস্ নে—

ক্ষীরি। মুখে আগুন তোর পরিহাসের—এই ন গণ্ডা পয়সা রাখ—ছেলেটাকে দু' মুঠো খেতে দিস্ কিন্তু—আমি আসি—

নিধি। কালো বৌ! শোন্—তা'হলে রেতের বেলায় বাড়ি আস্‌বি তো?

ক্ষীরি। না না না—

[প্রস্থান।

নিধি। হুঁ—সত্যিই মাগীর চরিত্তির খারাপ হয়েছে—সেই চন্দর ঠাকুরই আমার কপাল পুড়িয়েছে। হায় হায় হায়—আমার কি বৌ কি কি হয়ে গেল রে—

গান।

ওরে কোন্ বনেতে উড়ে—গেলি রে
ওরে আমার কালোপাখী!
আমার বুকের খাঁচা করলি খালি—
ওরে ও পোড়াকপালী রে!
আমার নয়ন-ধারায় বুক ভেসে যায়
কালো-পাখী! আয় ফিরে আয়
বাঁধ্‌বো শিকল তোর রাঙা পায়
শুনবো গালাগালি রে?

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—মেজবৌয়ের কক্ষের বারান্দা।

সময়—বেলা দ্বিপ্রহর।

গৃহমধ্যে রুগ্না-মেজবৌ, সেজবৌ বড়বৌ প্রভৃতি। বাহিরের বারান্দায় সদাশিব চিন্তিত ভাবে পাদচারণা করিতেছিলেন।

(সদাশিবের অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা উমার প্রবেশ)

উমা। বাবা!

সদা। কি মা?

উমা। কাকিমা আর কথা বল্‌ছে না।

সদা। (চিন্তা করিয়া) তোর মাকে একবার ডাক্‌তো।

(উমার গৃহ মধ্যে প্রবেশ)

(একটা চাকর গড়গড়া আনিয়া দিল। সেই খানেই একটা চেয়ারে বসিয়া তিনি ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন।)

(বড় বৌয়ের প্রবেশ)

বড়বৌ। ডাক্‌ছ কেন?

সদা। বৌমা নাকি আর কথা বল্‌ছেন্ না?

বড়বৌ। হ্যাঁ কথা বল্‌ছে না অনেকক্ষণ। কবরেজ বল্‌ছে আর আশা নেই এখন নাভিশ্বাস এলেই হয়।

সদা। এখনো কি আমি একবার দেখ্‌তে পারি না? শুধু হাতখানা ধরে আর বুকটা পরীক্ষা করে—দেখবো—

বড়বৌ। তুমি ক্ষেপেছ? মরণ কালে ভাদ্দর বৌকে ছুয়ে দেবে? একেই তো শ্যামাঠাকরুণ বলছেন, বিষ খেয়ে মরলে মানুষের সদগতি হয় না।

সদা। দেখ বড়বৌ! শ্যামাঠাকরুণ চন্দর খুড়োর ভগ্নী, যিনি আমার পাঁচ হাজার টাকার মহাজন। শুধু সেই কারণেই এতদিন তাঁর আদেশ মেনেছি—ডাক্তারের বাড়ীতে কবরেজ ঢোকাতেও আপত্তি করিনি। (ধমক দিয়া) নইলে এমন অবস্থায় ভাসুর হয়ে ভাদ্দর বৌকে ছুঁতে নেই —এ আইনটা কি মানুষের জন্যে? পশুর জন্যে। আমি তো পশু নই বড়বৌ!

বড়বৌ। আমার ওপর চোখ রাঙাচ্ছ কেন? শ্যামাঠাকরুণ তো সেখানে বসে আছেন, যাও না। তাঁর সঙ্গে বোঝা-পড়া করে এস। তবে আমার বিশ্বাস—তোমাদের ডাক্তারী ওষুধের চেয়ে—কবরেজী ওষুধ অনেক ভাল।

সদা। আমারো বিশ্বাস তাই। কিন্তু যে বিষটা বৌমা খেয়েছিলেন —তা' যে আমার ডাক্তারী। তার বিষয়ে আমি যা জানি কবরেজ তো জানে না! সেই বিষেই যদি তার মৃত্যু হত, তাহলে তিনি বারো ঘণ্টার বেশী বাঁচতেন না। কিন্তু বৌমা—বেঁচে আছেন আজ একটা মাস— তাঁর শ্বাস কষ্ট দেখে মনে হচ্ছে—তার নিউমোনিয়া হয়েছে—

বড়বৌ। সে তো কবরেজের ওষুধের গুণে। নইলে যে যন্তরটা তুমি এনেছিলে তার মুখের ভেতর ঢুকিয়ে পেটের বিষ টেনে বের করবার জন্যে —তা যদি শ্যামাঠাকরুণ আর তার ভাই এসে বাধা না দিতেন, তাহলে এক-মাস কেন? একটি দিনও দেরী হত না।

(শ্যামাঠাকরুণের প্রবেশ)

শ্যামা। ওরে সদা! কবরেজ বল্‌ছে শীগ্‌গীর একটু স্বর্ণ-সিন্দুর বা মকরধ্বজ আনাতে। বৌমার—অবস্থা—ভাল নয়।

সদা। আর কোন আবশ্যক নেই পিষিমা!

শ্যামা। বলিস্ কিরে সদা! যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। পরের মেয়ে বলে কি অচিকিৎসায়—মেরে ফেল্‌বি?—

সদা। হ্যাঁ অচিকিৎসায়—কথাটা খুব সত্যি পিষিমা! একেবারে অচিকিৎসায় মেরে ফেলেছি। তবে আর কেন? আমি একবার শেষ দেখাটা দেখে আসি? অনুমতি দাও— (দাঁড়াইলেন)

শ্যামা। তুই ক্ষেপেছিস্? বলিস্ কি? এই মরণ কালে, তুই আবার কি দেখ্‌বি—

সদা। ভুলটা শোধরাবার সময় আছে কি না। দাঁড়াও আমি এখুনি আস্‌ছি—

(গৃহমধ্যে প্রবেশ)

শ্যামা। (জান্‌লা পথে উকি দিয়া) ও বড়বৌমা! সদা কি করে? বুকের ওপর সেই যন্তরটা—বসিয়েছে যে—ওমা, মা, জাত গেল, জাত গেল—হিঁদুয়ানী আর থাকলো না, এরা সব খিষ্টেন হয়ে উঠলো! এখন যাই কোথায়? না বাছা, আমি কাশীতে গিয়ে মা-অন্নপূর্ণার দোরে পড়ে থাকি—এ সব অনাচার চোখে দেখলেও পাপ হয়।

বড়বৌ। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল পিষিমা—

সদা। (গৃহমধ্য হইতে) বৌমা! বৌমা! কথা কও—উঃ!

শ্যামা। দেখেছ বৌমা! ছি ছি ছি ছি—মরেই যদি গিয়ে থাকে, ছোট ভাইয়ের বৌ তো, ভাসুর হয়ে তার বুকের ওপর অমন আছড়ে পড়া

কি উচিত ? ছড়া-ঝাট দিয়ে এক বৌ বিদেয় করবি—শাঁখ বাজিয়ে আর এক বৌ ঘরে তুলবি। কুলীনের ছেলে তো ?—অত বাড়াবাড়ি কিসের জন্যে ?

(উদ্ভ্রান্ত ভাবে সদাশিবের প্রবেশ)

সদা। বড়বৌ! উঃ কি করিছি—যাও এখন সাজিয়ে দাও গে। এক ফোঁটা ওষুধ দিতে পারিনি—কিন্তু আজ আমি বৌমার মুখে একটু আগুন দেবো—তাঁর ছেলের কাজ করবো! কারো নিষেধ শুনবো না, উঃ! বৌমা আমার, বিনা চিকিৎসায় মরে গেল—

শ্যামা। দেখ সদা! এখনো মুখুজ্যে-বাড়ীর মান—ইজ্জৎ সব আমার জন্যেই বজায় আছে—এখনো হিঁদুয়ানী লোপ পায়নি! সম্পর্কে আমি তোদের পিষি আমাকে তুই চিনিস্ নে ?

সদা। কেন চিন্‌বো না পিষিমা ? তুমি যে চন্দর খুড়োর ভগ্নী! তোমার এই পরিচয়টাই আজ আমার কাছে সব চেয়ে বড় আতঙ্ক! আমার পাঁচ হাজার টাকার মহাজন চন্দর খুড়ো, ঠিক যেন শীকারী বেড়ালের ইন্দুর ধরার মত আমার এই বসত-বাড়ীর বন্ধকী খৎখানা কাম্‌ড়ে ধরে বসে আছেন। তার ভগ্নি তুমি তোমাকে আমি চিনি নে ? আর তুমি নিজেও তো কম খেলোয়াড় নও পিষিমা! আমার ঐ—নির্ব্বোধ বৌটাকে মুঠোর ভেতর পেয়ে, আমার পারিবারিক জীবনটা একেবারেই অতিষ্ঠ করে তুলেছ যে—তোমাকে আমি খুব চিনি। অমন করে তাকাচ্ছ কেন ? আজ আমি ধনে-প্রাণে বিপন্ন কি না, তাই আমার মন, সব ভয় ভাবনার—বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। এখান থেকে এখন যাও—

শ্যামা। শুন্‌লে বড়বৌমা! শুন্‌লে সদার কথা ? আমি শ্যামা-ঠাকরুণ, আমাকে অপমান ? আচ্ছা, বেশ, আমি যাচ্ছি—দেখি কে তোর বাড়ীতে আজ পা দেয়—কে তোদের বৌকে নিয়ে শ্মশানে যায় ?

(প্রস্থান)

সদা। কাউকে চাই না পিসিমা! আমি একাই পারবো। যাও বড়বৌ! মাকে আমার, চুল বেঁধে দাও—পায়ে আল্‌তা পরিয়ে দাও, ভাল জামা—কাপড়, গয়না-পত্তর সব বের করে এনে খুব সুন্দর ভাবে সাজিয়ে দাও—

বড়বৌ। আমি পারবো না।

সদা। কেন বড়বৌ! আজও কি তুমি তাকে হিংসে করবে? শিশুর মত সরল বৌমা আমার তোমাদের এই সব কুটিলতার ভেতর বেশী দিন টিক্‌তে পারলেন না—অকালেই সরে পড়লেন—তবু তুমি তাকে —ছি ছি ছি!

বড়বৌ। তা' তো বটেই। মেজবৌ না ম'রে আমি মরলেই তুমি সুখী হতে—তাকি আর আমি জানিনে? কোন্ দুঃখটা তুমি আমার বোঝ? কি সুখে আমি বেঁচে আছি? এক মুঠো ভাত ছাড়া, তুমি আমায় কি দিচ্ছ? আজ একটা বছর আমি তোমাকে সাধছি (কাঁদিয়া) মেজবৌয়ের মত এক ছড়া মটরমালা আমায় গড়িয়ে দাও! তা তুমি দিতে পারলে না। আর আজ ঐ মরা বৌটাকে মটরমালা পরিয়ে শ্মশান ঘাটে নিয়ে যেতে পারবে তো? লজ্জা করবে না?—

সদা। তুমি কি বড়বৌ? উঃ! বৌমা মারা গেলেন—সে জন্যে তোমার চোখে এক ফোটা জল গড়ালো না, তুমি কাঁদছ মটরমালার শোকে? যাও, যাও, তুমি আমার স্বমুখ থেকে সরে যাও—তোমার কথা শুনে আমার বুকটা কাঁপ্‌ছে। উমা! এদিকে আয় তো—

(কাঁদিতে কাঁদিতে উমার প্রবেশ)

কাঁদিসনে উমা! তোর মেজকাকিমা আবার ফিরে আস্‌বে— আবার তোকে কোলে নেবে।

(কাঁদিতে কাঁদিতে খোকার প্রবেশ)

খোকা। জ্যাঠামশাই! আমার মা নাকি মরে গেছে?

সদা। না না, তাকি হ'তে পারে জ্যাঠামশাই? আমি যে একজন মস্ত ডাক্তার!

(সস্নেহে খোকাকে কোলে লইয়া মুখ-চুম্বন করিলেন)

খোকা। দিদি বল্‌ছে—তোর মা মরে গেছে। কেমন দিদি—আমার মা মরেনি—জ্যাঠামশাইয়ের ওপর রাগ করে—কথা কইছে না। না—জ্যাঠামশাই? একটু আগে আমার মা আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌ছিল—"খোকা। তুই তোর জ্যাঠামশায়ের কোলে আর যাস্‌নে"—

সদা। তাই নাকি? কেন?

খোকা। হ্যাঁ জ্যাঠামশাই—তুমি তা'কে ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ এনে দিলে না কেন? মা তো কেঁদে কেঁদে সেই কথাই বল্‌ছিল—

সদা। আমাকে কেন কথাটা বল্‌লি নে?

উমা। আমি তো বলেছি বাবা! তুমি যে আমাদের কথা শোন না—মা, শ্যামাদিদি আর চন্দর দাদা যা বল্‌বে তাই শুন্‌বে যে—

সদা। না উমা! আজ থেকে আমি তোদের কথাই শুন্‌বো—ওই শয়তানদের কথা শুনে এত বড় ভুল এ জীবনে আর করবো না। ক্ষমা কর, —ক্ষমা কর—খোকা! উঃ

[উত্তেজিত ভাবে চন্দরের প্রবেশ]

(বড় বৌয়ের প্রস্থান।

চন্দর। সদাশিব! তুমি নাকি আমার দিদিকে অপমানসূচক কথা-বার্ত্তা বলেছ? তার জন্যেই নাকি—তোমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে—কি? কথা কইছ না যে?

সদা। আমার কোন সর্ব্বনাশ হয়নি খুড়োমশাই! সর্ব্বনাশটা যার হয়েছে—যাকে আজ অতি নিষ্ঠুরভাবে মাতৃহারা করে বসিছি আমি—তার তিরস্কার যে সহ্য করে উঠ্‌তে পারছি নে।

চন্দর। তার মানে তুমি বৌমাকে চিকিৎসা করতে পারনি। ভাসুর হ'য়ে ভাদ্র-বৌকে স্পর্শ করতে পারনি—এই তো?

সদা। কিন্তু খুড়োমশাই! জীবন-মৃত্যু সমস্যাতেও ভাসুর যে ভাদ্রবধূকে স্পর্শ করতে পারবে না, এ বিধান তো মানুষের জন্যে নয়—পশুর জন্যে! এই শিশু দেবতারা যে মনে করে—তাদের বাপ-জ্যাঠা মানুষ! কুকুর-শেয়ালের মত পশু নয়। এদের এ অভিযোগের কি জবাব আছে—বল্‌তে পারেন?

চন্দর। আচ্ছা বাবাজী! ক'বরেজী চিকিৎসাও তো একটা চিকিৎসা? তাতেও তো অনেক মানুস বাঁচে? তুমি একজন মস্ত বড় ডাক্তার বলে তোমার হাতে কি আজ পর্য্যন্ত কেউ মরেনি?

সদা। পরমায়ুর কথা বল্‌ছেন তো? সে যে আপনার আর আমার সান্ত্বনা! সে সান্ত্বনা দিয়ে আমার মনকে আমি বোঝাতে পারি—কিন্তু এদের বোঝাব কেমন করে?

চন্দর। বুঝেছি, তুমি বল্‌তে চাও—আমি আর আমার দিদি, তোমার বৌমাকে মেরে ফেলেছি। দিদি আমার একটি মাস—আহার নিদ্রা ত্যাগ করে বৌমার শিওরে বসেছিলেন—আর আমি ওষুধ এনে দিয়েছি—অনুপান জুগিয়েছি—তার যথেষ্ট পুরস্কার দিলে কিন্তু সদাশিব! বাঃ! মোটের উপর কথাটা হচ্ছে—তোমরা কটি ভাই-ই অত্যন্ত অবিনয়ী আর অহঙ্কারী হয়ে উঠেছ—বুঝলে? অহঙ্কার পতনের মূল!

সদা। বলেন কি? আমার অহঙ্কার? এই চোখভরা জল কি অহঙ্কারের পরিচয়? যার মাথার চুল পর্য্যন্ত আপনাদের পাঁচ জনের কাছে

বাঁধা। তার মনে অহঙ্কার আস্‌বে কি করে? আমি যে ঋণী! আপনি যে আমার পাঁচ হাজার টাকার মহাজন!

[ব্যস্তভাবে অজয়ের প্রবেশ]

অজয়। দাদা!

সদা। কেরে—অজয়? কোথায় ছিলি এতদিন? তোর সঙ্গে ও কি? একি চেহারা তোর?

খোকা। ওরে কাকাবাবু এসেছে—চল্‌ দিদি সবাইকে বলিগে—

(উমা ও খোকার প্রস্থান)

সদা। কথা কচ্ছিস্‌ না যে? ওকি?

অজয়। টাকা! দশ হাজার টাকা—দেরী ক'রনা—ধরো। আমি এখুনি পালাবো—পুলিশ এতক্ষণ আমার পেছনে লেগেছে।

সদা। চুরি করিছিস্‌? অজয়! কোত্থেকে চুরি কর্‌লি?

(হাত ধরিলেন)

অজয়। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক থেকে। দেনা শোধ করতে হবে যে। আঃ টাকাটা ধরো—আমি যাই। পুলিশ এলে বলে দিও, অজয় বলে তোমাদের কোন ভাই নেই—

সদা। হুঁ! খুড়োমশাই একটা কাজ করবেন দয়া করে? ফাঁড়ির ছোট দারোগাকে একবারটী ডেকে আন্থন না।

চন্দর। কেন বলতো বাবাজি?

সদা। অজয়কে ধরিয়ে দেব। (অজয় হঠাৎ বিস্মিতভাবে সরিয়া দাঁড়াল, সদাশিব তাহার চুলের মুঠি ধরিলেন) কোথায় যাবি? হতভাগা! দেনার দায়ে বাড়ী বিক্রী হ'য়ে গেলেও তো সদাশিব ডাক্তার কারো কাছে মাথা হেঁট করে দাঁড়াতো না? দেনা শোধ করতে টাকা রোজগার করে এনেছিস্‌? চল্‌ আমি নিজেই তোকে থানায় রেখে আসি।

অজয়। বেশ তা'হলে চলো। কিন্তু—কিন্তু আমি যে আজ একমাস পেট ভরে খেতে পাইনি দাদা? আজ আমি টাকা নিয়ে এসেছি আজও কি দুটো ভাত খেতে পাব না? এখুনি আমায় থানায় যেতে হবে?

সদা। (কাঁদিয়া) অজয়! (কোলের মধ্যে চাপিয়া) আজ একমাস ভাত খেতে পাস্ নি? কি খেয়েছিস তবে? চুরি ক'রে কা'রো গাছের আমটা, জামটা, পাড়তে গিয়েছিস্—তাড়া করেছে—পালিয়েছিস, না? কেউ দু'ঘা—মেরেছে, খুব খানিকটা কেঁদেছিস্, ফুরিয়ে গেছে। উঃ! তারপর সেই চুরিকরা পাকা ফলগুলি—আজ তোর দশহাজার টাকা চুরি করবার বুদ্ধিটাকেই পাকিয়ে তুলেছে না? ওরে হতভাগা! তোর আর ভাত খেয়ে কাজ নেই—চল্ এখুনি তোকে থানায় রেখে আসি—

চন্দর। কি করছ সদাশিব? দাঁড়াও, পাগলামো করোনা। ছেলে মানুষ যা করে ফেলেছে—তার তো আর চারা নেই? এখন ওকে রক্ষে করবার উপায় দেখ্ তে হবে যে। ব্যাঙ্কের টাকা সোজা কথা তো নয়?

সদা। ব্যাঙ্কের টাকা আমি ব্যাঙ্কেই ফিরিয়ে দেবো।

চন্দর। তা'হলেও তো অজয় বাঁচবে না? জেল অনিবার্য্য। এই বয়সে জেল খাট্ লে ওর ভবিষ্যৎটা যে একেবারেই মাটি হয়ে যাবে—

সদা। তাহ'লে এ অবস্থায়, আমাকে কি করতে বলেন?

চন্দর। দাঁড়াও—আগে ঘটনাটা ভাল করে শুনি! আচ্ছা অজয়! তুই যে টাকাটা নিইছিস্—তাকি কেউ দেখেছে? ব্যাঙ্কে তুই ঢুক্লি কি করে? কি করেই বা টাকাটা হাতে পেলি? সব কথাই খুলে বল্তো আমার কাছে, কিছু গোপন করিস্ নে। বল্—ওকি, চুপ ক'রে রইলি কেন? দাদার সামনে বল্তে লজ্জা হচ্ছে? তাহ'লে আয় এই পাশের ঘরে গিয়ে দু'জনা বসি।

(অজয়ের হাত ধরিয়া প্রস্থান।)

(ছুটিতে ছুটিতে উমার প্রবেশ।)

উমা। বাবা!

সদা। কি মা?

উমা। ন'কাকাবাবু এসেছেন।

সদা। কে এসেছে? অপূর্ব্ব? বলিস্ কি? না তুই মিথ্যে কথা বল্‌ছিস্—

উমা। বারে—এই যে আমি দেখে এলাম নীচেকার বৈঠকখানা ঘরে, গালে হাত দিয়ে চুপ টা করে বসে আছে। কাকিমা মরে গেছে শুনে তার দু'চোখ দিয়ে শুধু জল গড়াচ্ছে।

সদা। জল গড়াচ্ছে? অপূর্ব্বর দু'চোখ দিয়ে। দূর পাগলী! হতেই পারে না যে, অপূর্ব্ব কাঁদতে জানে না। হয় তুই মিথ্যে কথা বল্‌ছিস্—আর না হয় ভুল দেখে এসেছিস্—চল্‌তো আমি নিজেই দেখে আসি।

(বাধাদিয়া বিশ্রী চেহারায় অপূর্ব্বর প্রবেশ)

অপূর্ব্ব। দাদা! (কাঁদিতে লাগিল)

সদা। (একটু পিছাইয়া বহুক্ষণ বিস্মিত ভাবে অপূর্ব্বর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) তুই কাঁদছিস্ অপূর্ব্ব? একমাসের ভেতর তোর চেহারা এত বিশ্রী হয়ে গেছে? কোনো অসুখ ক'রেছিল বুঝি? এখন ভাল আছিস্ তো? কাঁদিস্ নে। ব'স্ এখানে। আমি দেখে আসি বৌমাকে শ্মশানে নেবার ব্যবস্থাটা কতদূর কি হ'ল। তুই এসেছিস্ ভালই হয়েছে। শ্যামাঠাকরুণ—শাসিয়ে গেছেন—এ গাঁয়ের কেউ নাকি আমাদের সঙ্গে শ্মশানে যাবে না। না গেল। তুই এসেছিস, অজয় এসেছে—আজ আর কাউকে চাই নে।

অপূর্ব্ব। অজয় এসেছে ?

সদা। হ্যাঁ এসেছে। তোর সেই পুরুষ-সিংহ ভাই একমাসের মধ্যেই দশ হাজার টাকা—রোজগার করে এনেছে।

অপূর্ব্ব। দশ—হা-জা-র ? কেমন করে ? কোত্থেকে আন্‌লো ?—

সদা। ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক থেকে চুরি করে। আমার মাথা ঠিক নেই অপূর্ব্ব ! কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি নে। সেদিন তো তুই তার জন্যে খুব গর্ব্ব অনুভব করিছিলি ? তার ভাগ্যে আজ তুই নিজেই যখন এসে পড়িছিস—এখন তাকে বাঁচা—

অপূর্ব্ব। (হাসিয়া) অজয় বোধ হয় আমার পরিচয় দিয়েই ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে ঢুকেছিল দাদা ; নইলে ব্যাঙ্কের টাকা চুরি করাতো খুব সহজ নয় ? আমি একজন Director যে—আমার অনেক টাকা ডিপজিট আছে সেখানে।

সদা। (সোৎসাহে) তাই নাকি ? পুরুষসিংহ তাহ'লে তোর টাকাই চুরি করে এনেছে ? বেশ, বেশ, তা'হলে তুই এখন তোর টাকা নিয়ে অন্য অন্য Directorদের বলে কয়ে বেচারাকে বাঁচিয়ে দে—জেলটা না খাটে সেটা দেখ—আমি আস্‌ছি এখুনি— (প্রস্থান)

অপূর্ব্ব। উমা।

উমা। কি কাকাবাবু ?

অপূর্ব্ব। এদিকে আয়। (কোলে লইয়া) তোর সেজকাকিমা কোথায় রে ?

উমা। মেজকাকিমাকে সাজিয়ে দিচ্ছে—পায়ে আল্‌তা, কপালে সিন্দুর, গায়ে গহনা, ভাল জামা-কাপড় সব পরিয়েছে। সেজকাকিমা আর একটা কাণ্ড যা করেছে তা যদি শোনো—

অপূর্ব্ব। কি ?

উমা। নিজে একটা পান চিবিয়ে—মেজকাকিমার গালে চুমো খেয়েছে। তাঁর গাল দুটো আর ঠোঁট দু'খানা আমার এই ফিতের মত রাঙা টুক্‌টুক্ করছে—বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু—হ্যাঁ ভাল কথা মেজকাকিমার মটরমালা ছড়া পাওয়া যাচ্ছে না—

অপূর্ব্ব। তাই নাকি?

উমা। হ্যাঁ গো, এদিকে মরা-মানুষের মুখে চুমু খেতে দেখে, আমার মা বমি করতে করতে মরে! সত্যি বমি নয়, মায়া-দয়া নেই কিনা, তাই—

অপূর্ব্ব। খোকা কোথায় রে?

উমা। তার মার বুকের ওপর মাথাটা রেখে কাঁদ্‌ছে। কত ডাক্‌লাম কিছুতেই উঠলো না।

(সদাশিবের প্রবেশ)

সদা। হ্যাঁ ওদিক্ সব বন্দোবস্ত হচ্ছে—কিন্তু অজয়কে বাঁচাবার একটা উপায় কর্‌তে পারবি তো অপূর্ব্ব? তোর টাকা তুই নিয়ে যা, দেনা সব আমার, তোদের কাউকে একটা পয়সা দিতে হবে না। আমার মুখে আর চুণ কালি না দিয়ে—তোরা সব তোদের ছেলেপুলে নিয়ে প্রাণে বেঁচে থাক্। আমি একাই পারবো। আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি তোরা আমাকে যতটা দুঃখ দিতে পারবি আমার মহাজনরা তা পার্‌বে না। দু'বছরে না হোক দশ বছরে আমি এ দেনা শোধ করবো—তারা কেউ তাতে আপত্তি করবে না। তোরা আমাকে রক্ষে কর—

অপূর্ব্ব। এখন কি আর এ সব কথা হয় দাদা! আজ আমি যে এসেছি একদিনেই সব দেনা চুকিয়ে দিতে—

সদা। বলিস্ কি? কেন? হঠাৎ তুই এমন দাতাকর্ণ সেজে বস্‌লি কেন অপূর্ব্ব? তোর চোখ-মুখের ভাব তো ভাল দেখছিনে। হাজার

টাকা রোজগার করিস্ তুই—তুই নিশ্চয়ই চুরি করে টাকা আনিস্ নি অজয়ের মত।

অপূর্ব্ব। চুরি নয় দাদা! আমি এসেছি খুন করে। অজয়ের চেয়ে অনেক বেশী বাহাদুরী করে—

সদা। অ্যাঁ। বলিস্ কি? খুন? অপূর্ব্ব! তুই কাকে খুন করিছিস্?

অপূর্ব্ব। সে একটা সামান্য লোক—পথের ভিখারী—রাস্তার রিকশ-ওয়ালা। আপন জন বল্‌তে তার কেউ নেই, কেউ তাকে চিন্‌তেও পারেনি। তার জন্যে কোর্ট আমাকে বে-কসুর খালাস দিয়েছে। উকিল লাগেনি, মোক্তার লাগেনি—পেনাল্টী বলে একটি পয়সাও খরচ হয়নি দাদা!

সদা। তবে—?

অপূর্ব্ব। তবে আবার কি? তোমাদের দেনার অংশ দিতে আমি রাজী হইনি—কিন্তু আমার—অনুতাপের অংশ তোমরা না নিয়ে পারবে না, আমি জানি। তাই ছুটে এসেছি তোমাদের কাছে।

সদা। আমি তো তোর কথা বুঝ্‌তে পারছি নে—অপূর্ব্ব! আমাকে বুঝিয়ে বল কি হয়েছে?

অপূর্ব্ব। সপ্তাহ খানেক আগের কথা। আমি আমার নিজের গাড়ীতে আপীষে যাচ্ছিলাম। একটা খুব জরুরী কাজ ছিল তাই গাড়ী-খানা নিজেই হাঁকিয়েছিলাম একটু জোরে।

সদা। তারপর—

অপূর্ব্ব। তারপর, শ্যামবাজারের মোড়ে এসে একটা রিক্সওয়ালাকে চাপা দিলাম! কি করবো? পাশের একটা গলি থেকে একখানা বেকুব গাড়ী হর্ণ না দিয়েই এমন বিশ্রী ভাবে সুমুখে এসে দাঁড়ালো যে ঐ

রিক্সওয়ালাকে চাপা না দিলেই আমার নিজের জীবন বিপন্ন। নিজেকে তো বাঁচাতেই হবে? শুধ্ নিজে বেঁচে থাকার নীতিটাকেই তো আমি এ জগতে সব চেয়ে বড় বলে জানি!

সদা। তারপর?

অপূর্ব্ব। তিন দিন পরে শ্যামপুকুর থানা থেকে অনুরোধ এল, আমাকে একটা Dead body identify করতে হবে। সঙ্গে একখানা চিঠি। একটা রিক্সাওয়ালা লিখছে আমাকে। তাতে প্রথমেই লেখা—"রিক্সটানার কষ্ট সহ্য করতে না পেরেই আমি আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিছি।" তারপর তিনটি অনুরোধ—তার একটি দাদা! "তোমাকে ঋণমুক্ত করা।"

সদা। আমাকে ঋণমুক্ত করা? কেন? আমার ঋণের সঙ্গে ক'লকাতা, রাস্তার একটা রিক্সওয়ালার কি সম্বন্ধ থাক্‌তে পারে—অপূর্ব্ব?

অপূর্ব্ব। আর একটা অনুরোধ অবুঝ অজয়কে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা!

সদা। অপূর্ব্ব! বল তুই কাকে খুন করেছিস্—অমরকে না অচিন্ত্যকে?

অপূর্ব্ব। অচিন্ত্যকে—আমার সেজদাকে। মনে নেই আমি তাকে বলেছিলাম—"কলকাতায় গিয়ে রিক্স টানোগে।" রিক্সটানার কষ্ট সহ্য কর্ত্তে না পেরে সেজদা' আমার আত্মহত্যা করেছে। আর আমারি গাড়ীর চাকায় তার নাক মুখ থেঁৎলে গেছে—উঃ দাদা, তুমি আমায় খুন করতে পার?

সদা। অপূর্ব্ব! উঃ কে আছিস্ রে—আমায় এক গ্লাস জল দিয়ে যা, আমি কাঁদতে পারছিনে—

অপূর্ব্ব। কেঁদে আর কি হবে দাদা? খুন করতে তো পার না?

এমন পাষণ্ড ভাইকে শাস্তি দেবে কেমন করে? আমি নিজেই পারতাম, কিন্তু আমাকে যে কিছুদিন বাঁচতে হবে—শুধু ওই তিনটে অনুরোধের জন্যে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দাদা, আমার মোটরকার খানার কিছু হয়নি। একটা টায়ারও বার্ষ্ট করেনি, একটা টিউবও লিক্ করেনি—

সদা। অপূর্ব্ব! চুপ কর—আর সহ্য করতে পারিনে। কেরে ওখানে? খোকা? আয় আয় এদিকে আয়—

(খোকার প্রবেশ।)

খোকা। তোমার কি হয়েছে জ্যাঠামশাই?

সদা। বুকটা জ্বলে যাচ্ছে।

খোকা। আমি হাত বুলিয়ে দি?

সদা। দে।

(জল লইয়া উমার প্রবেশ)

সদা। জল এনেছিস্ উমা? দে। দে (জল পান করিলেন) আঃ! অপূর্ব্ব! নাঃ তোকে আজ আর কিছু বল্‌বো না। তুই বল শুনি—অচিন্ত্যর দুটো অনুরোধ তো শুন্‌লাম—আর একটা কি বল্?

অপূর্ব্ব। চিঠিতে লেখা ছিল—"মেজদা ভয়ানক পীড়িত, তাকে একবার দেখে এসো।" তার ঠিকানা—

সদা। চুপ করলি কেন? বল্ তাকে দেখে এসেছিলি? সে বেঁচে আছে তো?

অপূর্ব্ব। হ্যাঁ দাদা, মেজদা মরেনি—বেঁচে আছে। কিন্তু ঐ যে অজয় এদিকে আসছে। তুমি আমাকে খুন করতে পার না জানি, কিন্তু সে পারে। তাকে কিছু বল না দাদা—সেজদার অনুরোধ তিনটে রক্ষা করতে হ'লে কিছুদিন আমাকে বাঁচতে হবে যে—

(অজয়ের প্রবেশ)

অপূর্ব্ব। তুই নাকি দশহাজার টাকা নিয়ে এসেছিস্? বেশ করেছিস্—দাদা না নিতে চায় না নেবে। আমাকে দে—আমি আজ সব দেনা শোধ করবো। টাকা কই?

অজয়। খুড়ো মশাই নিয়ে গেছেন।

অপূর্ব্ব। সে কি? কেন? কোথায় তিনি?

অজয়। আমার পড়ার ঘরে বসে আছেন।

অপূর্ব্ব। ডেকে আন্ তাকে। টাকা নিয়ে এখানেই আস্তে বল্—　　　　　　　　　　(অজয়ের প্রস্থান)

সদা। তারপর বল অপূর্ব্ব, অমর কেমন আছে? কি অসুখ করেছিল তার?

অপূর্ব্ব। সেজদার মৃতদেহ সনাক্ত করে এসেই—মেজদার খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। তার ঠিকানা বের করে দেখি সে একটা পুরানো বাড়ীর একতলা ঘর—স্যাঁতসেতে মেঝে—একখানা কম্বল ঢেকে পড়ে আছেন তিনি, অসুখ ডবল নিউমোনিয়া। (কাঁদিল)

সদা। পরে কাঁদিস—অপূর্ব্ব! সে এখন আছে কোথায়? আগে বল—সম্পূর্ণ সেরে উঠেছে তো?

অপূর্ব্ব। ডাক্তাররা এখনো out of danger বলতে পারেন নি। তবে আমার বাড়ীতে নিয়ে রেখেছি, চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিছি—জলের মত অর্থব্যয় করে—বড় বড় ডাক্তারের একটা Conference বসিয়েছি আমার বাড়ীতে। আজ আমি এসেছিলাম বৌদিকে নিয়ে যেতে তার শুশ্রূষার জন্যে। আর, আমার দর্জ্জিপাড়ার বাড়ীখানা বিক্রী করে শীগ্গীরই যে তোমাদের সমস্ত দেনা শোধ করবো এই কথাটা জানাতে।

সদা। অপূর্ব্ব! না, না, তোকে আজ আর কিছুই বলবো না। বুঝতে পেরেছি, তোর বুকটা আজ আমার চেয়েও অনেক বেশী জ্বলছে। অপূর্ব্ব ভাই! বুকটা বড্ডই জ্বলে যাচ্ছে না? আর একটু হাত বুলিয়ে দি। অর্থের অহঙ্কার আর ভাগ্যের অহঙ্কার কখনো আর করিসনে। বুঝতে পেরেছিস্—আজ তুই কত নিস্ব—কত দরিদ্র? নিজের মৃত্যু দিয়ে অচিন্ত্য আজ তোর সব অর্থ আর ভাগ্য জয় করে নিয়েছে। উঃ! অনুরোধ নয় অপূর্ব্ব! অচিন্ত্যের তিনটি আদেশ—আজ তোকে পালন কর্ত্তে হচ্ছে ঠিক যেন একটা ক্রীতদাসের মত। কেমন? সত্যি কিনা বল্?

অপূর্ব্ব। (কাঁদিয়া) হ্যা দাদা!

সদা। ওরে জড়বাদী! অচিন্ত্যের সঙ্গে তুই কত তর্ক করেছিস্—কখখনো হারিস নি—অচিন্ত্যের চোখ দিয়ে জল টেনে বের করিছিস্—তোর চোখে এক ফোঁটা জল কখনো দেখিনি। কিন্তু আজ তুই এত কাঁদছিস্ কেন অপূর্ব্ব? কে তোকে কাঁদাচ্ছে?

অপূর্ব্ব। দাদা! উঃ (সদাশিবের বুকে মুখ লুকাইয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল)

(বিধবা বেশে সেজবৌয়ের প্রবেশ)

সদা। কে ও! এর মধ্যে তুমি থান কাপড় পরেছ বৌমা? বেশ করেছ। অপূর্ব্ব—(অপূর্ব্বকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিলেন)

অপূর্ব্ব। দাদা!

সদা। না—না—উঃ! (প্রস্থান)

অপূর্ব্ব। বৌদি! তোমার দিকে আমি চাইতে পারছিনে। মৃত্যু-কালে সেজদা আমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করে গেছে। তিনটি—অনুরোধও জানিয়ে গেছে। কিন্তু তুমি! উঃ তুমি পারবে না বৌদি আমাকে ক্ষমা করতে—তুমি কিছুতেই পারবে না—তা' জানি।

সেজবৌ। ছি ঠাকুর পো—অমন কথা মুখে এনো না। আমি তো সব কথাই শুনিছি আড়ালে দাঁড়ায়ে। তাঁর আত্মহত্যার জন্যে তুমি দায়ী হবে কেন? আমি জানি—আমার কাছেই তিনি বিষ চেয়েছিলেন। (কাঁদিয়া) তবু তাঁর সেই মনের অবস্থাকে উপেক্ষা ক'রে আমিই তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম বাড়ী থেকে।

অপূর্ব্ব। সেকি—বৌদি!

সেজবৌ। নিজের হাতখানা—নিজেই শুধ্ করেছিলাম, বিধবা হবার ভয় তো করিনি! এযে আমার নিজের কর্ম্মফল—হাসিমুখে সহ্য করবো। আমি আজ একটুও কাঁদবোনা, কেউ আমার চোখে এক ফোঁটা জল দেখ্‌তে পাবে না কিন্তু আমি আর এখানে থাক্‌তেও পারবো না, ঠাকুর-পো। আমাকে তুমি ক'ল্‌কাতায় নিয়ে চল!

অপূর্ব্ব। কেন? কেন বৌদি?

সেজবৌ। হঠাৎ রাগের মাথায় বিষ খেয়ে মেজদির মনে অনুতাপের অন্ত ছিল না—একটা মাস বেঁচে ছিল সে, তবু বড়্‌ঠাকুর তাকে এক ফোঁটা ওষুদ দিলেন না।

অপূর্ব্ব। সে কি?

সেজবৌ। হ্যাঁ—সমাজের মাথা শ্যামাঠাক্‌রুণের শাসনের ভয়ে আর বড়দির পরামর্শে। কিন্তু মেজদি বুঝে গেছে—তাকে বাঁচতে না দেওয়াই ছিল—যেন ওর উদ্দেশ্য। সে যে বড় সরল—বড় ছেলেমানুষ ছিল ঠাকুর-পো! উঃ আমাকে ক'লকাতায় নিয়ে চলো। মেজদি যেন সব সময় আমার পেছনে পেছনে ঘুরছে—আর জড়িয়ে ধরে বলছে—আমাকে বাঁচিয়ে দে! আমাকে বাঁচিয়ে দে! (কাঁদিল)

অপূর্ব্ব। কিন্তু তুমি ত এই বিধবাবেশে এখন সেখানে যেতে পারবে না বৌদি? সেজদার মৃত্যুসংবাদ জান্‌লে মেজদা যে বাঁচবে না।

সেজবৌ। তুমি কখন কলকাতায় ফির্‌বে ?

অপূর্ব্ব। বৌদির সৎকার করে অজয়কে সঙ্গে নিয়ে আজই।

সেজবৌ। যাবার সময় আমার সঙ্গে একবারটি দেখা করে যেও। আমাকে নিয়ে যেতেই হবে কিন্তু, এ বাড়ীতে আমি আর থাক্‌ব না। নিন্দা-অখ্যাতির ভয়ে বড়্‌ঠাকুর মেজদিকে চিকিৎসা কর্ত্তে পারেন নি। কিন্তু আমি আজ সে ভয় করবো না। ভাদ্রবৌ হযে মেজঠাকুরের শুশ্রূষা করবো।

সদা। আর তিরস্কার করনা বৌমা! আমি নিন্দা-অখ্যাতির ভয় করিনি বৌমা! আমি ভয় করিছি চন্দরখুড়োর বন্দকী খৎখানাকে, তবু আমি স্বীকার করছি যে, সে ভয় করাটাও আমার পক্ষে খুব অন্যায় হয়েছে। একটা প্রাণের মূল্য যদি একখানা বন্দকী খতের চেয়ে বেশী না হয়, তা'হলে অপূর্ব্ব আজ তার যথা সর্ব্বস্ব নিয়ে ছুটে এসেছে কেন, আমাদের দেনা শোধ করতে। অনুতাপ! বৌমা, অনুতাপে জ্বলে যাচ্ছি, আমাকে আর তিরস্কার ক'রনা বৌমা!

(চন্দর ও অজয়কে আসিতে দেখিয়া সেজবৌয়ের প্রস্থান।)

চন্দর। আমাকে ডেকেছ সদাশিব!

সদা। অজয়ের ব্যাপারটা, অপূর্ব্ব নিজেই ব্যাঙ্কে গিয়ে মিটিয়ে দেবে।

চন্দর। দিক্‌না—বেশতো! অপূর্ব্ব যখন বাড়ী এসেছে, তখন আর ভাবনাটা কি ?

সদা। তা'হলে টাকাটা দিয়ে দিন—অপূর্ব্বর কাছে।

চন্দর। এসব কি রকম কথাবার্ত্তা তোমাদের! আমি তো বুঝতে পারছিনে—বাবাজি ?

সদা। সেকি ?—অজয় ?

অজয়। হ্যাঁ দাদা, উনি নিয়েছেন—আমাকে বল্‌লেন—তোদের ঘরে চোরাই টাকা থাক্‌লে, তুই বামাল শুদ্ধ ধরা পড়বি—তোকেও আর বাঁচানো যাবে না—টাকাও নিয়ে যাবে—ভয়ানক বিপদ ঘট্‌বে।

চন্দর। ছোক্‌রা তো ভারি মিথ্যেবাদী দেখ্‌তে পাচ্ছি। শুধু চোর নয়! জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজী, পাজি, বদ্‌মায়েস্‌।

সদা। খুড়োমশাই! আমি ভয়ানক বিপন্ন। আমাকে আর বিপন্ন করবেন না, টাকাটা দিয়ে দিন্‌।

চন্দর: তোমরা যে মানুষ খুন্‌ করতে পার দেখ্‌তে পাচ্ছি।

অপূর্ব্ব। (ক্রুদ্ধভাবে) হ্যাঁ তা পারি। নিজের ভাইকে পর্য্যন্ত খুন করতে পারি ঠাকুর!

চন্দর। চটো কেন বাবাজি? আমি তো তোমাদের বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাইনি? টাকা যদি আমি নিয়েই থাকি—

অজয়। আপনি যে শ্যামাপিষির হাতে দিয়ে দিলেন—বল্‌লেন—আপনাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে।

চন্দর। সেকি? দিদি আবার কখন এখানে এল? এ তো বড় ভয়ানক ছেলে দেখতে পাচ্ছি। হেঁ—এর অসাধ্য কিছু নেই।

অপূর্ব্ব। বুঝেছি খুড়োমশাই—এখন আপনি আপনার বাড়ীতে যান। আমাদের সঙ্গে তো শ্মশানে যাবেন না? মিছিমিছি এখানে থাকবার আর প্রয়োজনটা কি?—আসুন তা'হলে।

সদা বলিস্‌ কি অপূর্ব্ব! দশহাজার টাকা যে?

অপূর্ব্ব। যেতে দাও দাদা! দুই-দুটো প্রাণ চলে গেল তাও সহ্য করলে—দশহাজার টাকার জন্যে আর কেন? যেতে দাও—

চন্দর। কি করবো বাবাজি! তোমরা আমার পরমাত্মীয়। এগারো দিনের জ্ঞাতি—বাড়ীর পাশে বাড়ী। তবু তো আমি গাঁয়ের

সবাইকে ছেড়ে তোমাদের নিয়ে থাকতে পারি নে? নতুবা তোমাদের সঙ্গে শ্মশানে যাওয়া যে আমার অবশ্য কর্ত্তব্য—তা কি আর আমি বুঝিনে?

অপূর্ব্ব। আঃ আপনি এখন আসুন। করজোড়ে বল্‌ছি—গলায় বস্ত্র নিয়ে মিনতি কর্‌ছি—আপনি এখন আসুন। এই পরমাত্মীয় জ্ঞাতি ভাইপোদের কাছে আর সহানুভূতি জ্ঞাপন করবার আবশ্যকতা নেই।

চন্দর। তোমরা আমার উপর অসন্তুষ্ট হ'তে পার, কিন্তু কি করবো বাবাজি! বৌমা বিষ খেয়ে মরেছেন, এতে আমার মনেও তো কম দুঃখ লাগেনি? আহাহা, বৌমা ছিলেন পরমালক্ষ্মী সাক্ষাৎ ভগবতী! দেবদ্বিজে কি অকৃত্রিম ভক্তি। তোমার পিসিমা আজ একমাস পর্য্যন্ত বৌমার শিওরে বসেছিলেন—একেবারে নিরন্ন, নিরম্বু! শোনো সদাশিবের কাছে। বৌমার মৃত্যুর পর সেই যে ঘরে গিয়ে শয্যা নিয়েছেন—আর ওঠেন নি।

অপূর্ব্ব। তাই বুঝি উমা বল্‌ছিল—বৌদির মটরমালা পাওয়া যাচ্ছে না।

সদা। কি পাওয়া যাচ্ছে না?

অপূর্ব্ব। কিছু না দাদা। খুড়োমশাই আপনি এখন আসুন—আমাদের অনেক কাজ আছে।

চন্দর। অজয় বলে কিনা—আমার দিদি এসে টাকা নিয়ে গেছে। ওরে পাগল! তার কি আর শয্যা থেকে ওঠবার ক্ষমতা আছে? তোমাদের পিষিমা বলেন—আহাহা অমন বৌ আর হবেনা। সত্যি কথা বলতে কি বাবাজি! আজ পর্য্যন্ত আমি তার মুখখানা দেখিনি।

অপূর্ব্ব। তোমার মত মহাপাপী তাঁর মুখ দেখ্‌তে পাবে কেন খুড়োমশাই! তুমি বেরিয়ে যাও—এ বাড়ী থেকে—

(গলা ধাক্কা দিল)

চন্দর। কী! আমি চন্দর পণ্ডিত, সম্পর্কে তোর জ্ঞাতি খুড়ো—আমাকে গলাধাক্কা?

অপূর্ব্ব। হ্যাঁ গলাধাক্কা! আবার দেব। এবার এত জোরে দেব যে মুখ থুবড়ে পড়ে মরবে। বেরিয়ে যাও বলছি—বেরিয়ে যাও—

চন্দর। দে দেখি—আবাব গলাধাক্কা দে—দেখি তোর কত বড় বুকের পাটা! ভেবেছিস্ বুঝি এ গাঁয়ে মানুষ নেই?

(অপূর্ব্ব ক্রোধে ফুলিতেছিল—এবং চন্দবকে দ্বিতীয়বার আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিল।)

সদা। (বাধাদিয়া) ছিঃ অপূর্ব্ব! শান্ত হ' বিপদেব সময় মাথা গরম করতে নেই। খুড়োমশাই! আপনি বাড়ীতে যান। অপূর্ব্ব যে আপনাকে গলাধাক্কা দিতে পারে—তাতো একবারেই বুঝতে পেরেছেন। বার বার যাচাই করবার আবশ্যক কি? আপনি এখন আসুন; অপূর্ব্ব চিরদিনই উদ্ধত আব অবিনয়ী। সমাজে আপনার সম্মান যে কি তা কি আর সে জানে? জানি আমি—আমাকে ক্ষমা করুন।

চন্দর। আমার সম্মান যে কি, তা না হয় না জান্‌তে পারে, কিন্তু আমার ঘরে যে একখানা পাঁচ হাজার টাকার বন্দকী খৎ আছে, তা'তো জানে? ব্যাঙ্কের টাকা চুরি করলে যে জেল হয়, তাতো জানে?

অপূর্ব্ব। হ্যাঁ তা, জানি। শুনুন তা'হলে আপনাকে বলে যাই। অজয়ের নিকট থেকে তার চুরিকরা দশহাজার টাকা—যা আপনি জোচ্চুরি করে নিয়েছেন—আর—আমার বাবার মৃত্যুর পর আমাদের সিন্দুক থেকে যত টাকা আপনি বা আপনার ভগ্নী শ্যামাঠাকৃরুনী চুরি করেছিলেন—এই সমস্ত টাকা, আর তার সঙ্গে বন্দকী খৎখানা, রাত বারোটার মধ্যেই আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। (হাত ঘড়ি দেখিয়া) এখন বেলা প্রায় বারোটা, বারো ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। এই বারোঘণ্টার মধ্যে যদি আমি

টাকা আর খৎ না পাই—তা হলে কাল সকালে আপনি আর দিনের আলো দেখ্‌তে পাবেন না—বুঝলেন ?

চন্দর। কি করবে তুমি আমার ?

অপূর্ব্ব। কি করবো ? টাকার জন্যে অপূর্ব্ব কি করতে পারে তা জান না বুঝি ? নিজের ভাইকে পর্য্যন্ত সদর রাস্তায় ফেলে, বুকের পাঁজরা ভাঙতে পারে। আর তুমি-তো-তুমি ! বেশী কথা বাড়িয়ে তো লাভ নেই ঠাকুর ! এখন যাও—

চন্দর। একথার অর্থ কি সদাশিব ?

অপূর্ব্ব। সদাশিবকে কেন ? কথাটা যে বল্‌ছে অর্থটাও তার কাছে শোন। আমার আজকে আর কলকাতায় যাওয়া হবে না। আমার টাকা চাই। রাত বারোটার মধ্যেই যদি এই টাকা আমি না পাই—তা' হলে যে কোনো উপায়ে পারি—আদায় করবো, কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই। আমি আইন-আদালত চিনি না, সাক্ষী বিচারকের ধার ধারি না। আমি চিনি আমার নিজেকে আর যাঁর সঙ্গে আমার কাজ তাকে। ঠাণ্ডা মাথায় বেশ বিবেচনা করে কাজ ক'রো ঠাকুর ! বারোটা ঘণ্টা সময় দিচ্ছি ! তারপর আর আপীল চলবে না। যাও এখন। আয় অজয় ! আমরা বৌদির সৎকারের ব্যবস্থা করিগে। (অজয়কে লইয়া প্রস্থান।)

চন্দর। অপূর্ব্বর এসব কথার অর্থ কি সদাশিব ? তা হ'লে আমি কি বুঝবো—সে আজ রাত্রেই আমাকে খুন করবে ?

সদা। হয়তো করতে পারে। অপূর্ব্বর পক্ষে সবই সম্ভব খুড়ো-মশাই ! আমি আর কি বল্‌বো বলুন ? ছোটবেলা থেকেই দেখছেন তো ? ও ভয়ানক একগুঁয়ে—যা বলবে তা করবেই !

চন্দর। একগুঁয়ে কি বল্‌ছ সদাশিব ? ও যে দেখছি ভয়ানক গুণ্ডো ! ওর চোখ-মুখের চেহারা তো ভাল দেখলাম না ?

সদা। ওযে অচিন্ত্যকে খুন করে এসেছে !

চন্দর। অ্যাঁ বল কি ? খুন ? অচিন্ত্যকে ? নিজের মায়ের পেটের ভাইকে ? ও সদাশিব ! সত্যি বলছ ?

সদা। হ্যাঁ। দেখলেন না, সেজবৌমা সিন্দুর মুছেছেন—থান কাপড় পরেছেন—

চন্দর। সত্যিও তো—আমি তো সেটা লক্ষ্য করিনি।

সদা। লক্ষ্য করবেন কি করে ? আপনি আছেন টাকা হজম করবার দুশ্চিন্তায় (হাসিলেন।)

চন্দর। অচিন্ত্যকে খুন করে এসেছে—আর তুমি হাস্‌ছ সদাশিব ?

সদা। কেন হাসবোনা খুড়োমশাই ? মুখুজ্যে বাড়ীতে এমন একটা লোক আছে বলে সেদিন যে আপনার আনন্দ ধরেনি। আজ মুখখানা শুকিয়ে গেছে কেন ?

চন্দর। না সদাশিব ! কথাটা তো ভাল বোধ হচ্ছে না। একটা খুনী আসামীকে বাড়ীতে এনে ঢুকিয়ে নিশ্চিন্ত আছ কি করে ? হ্যাঁ, পুলিশে খবর দাও—

সদা। পুলিশের সঙ্গে যে ওর বেজায় ভাব। আর কেনই বা পুলিশে খবর দেব, খুড়োমশাই ? অপূর্ব্ব এসেছে আজ আমার দেনা শোধ করতে—আমাকে ঋণমুক্ত করতে।

চন্দর। তাহলে তো একেবারে সোনায় সোহাগা দেখতে পাচ্ছি ! সদাশিব ! একটা কাজ কর ! রাত বারোটার পর অন্ততঃ ওকে একটু পাহারা দাও ! দেখ্‌লে না ওর মাথায় খুন চেপেছে !

সদা। আচ্ছা, একটা কথা স্বীকার করবেন খুড়োমশাই ? বাবার মৃত্যুর পর সত্যিই কি আমাদের সিন্দুক থেকে আপনি কোন টাকা নিয়েছিলেন ?

চন্দর। টাকা নিয়েছিলাম? আমি? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা?

(অজয়ের প্রবেশ)

অজয়। ন'দা তোমাকে ডাক্‌ছেন। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সবাই এসেছে। মেজ বৌদিকে তারা সংকীর্ত্তন করে শ্মশানে নিয়ে যেতে চায়।

সদা। সেকি? কেন?

অজয়। ন'দা বলেছেন—বৌদির শ্রাদ্ধে তিনি 'দানসাগর' করবেন।

সদা। তাহ'লে আসি খুড়োমশাই! আপনি ত টাকা নেন নি? আপনার ভাবনাটা কি? অপূর্ব্ব বিদ্বান, বুদ্ধিমান, মাসে হাজার টাকা রোজগার করে—আপনিই তো বলেছেন সে এই মুখুজ্যে বাড়ীর গৌরব! বৌমার শ্রাদ্ধে সে যদি 'দানসাগর' করে তাহলে আপনাকেই তো তার অধ্যক্ষতা করতে হবে? আপনার মুখ আরও উজ্জ্বল হবে—আমি আসি?

(অজয় ও সদাশিবের প্রস্থান)

চন্দর। দানসাগর-শ্রাদ্ধ করবে—আমাকে অধ্যক্ষতা করতে হবে! তার মানে—আমাকে খুন করে—আমার টাকা কেড়ে নিয়ে—গাঁয়ের সমস্ত লোক বাধ্য করে ফেল্‌বে, আমি একটা সাক্ষীও পাব না! খুনটা আস্কারা না হ'লে, আর কেউ আমার পক্ষে সাক্ষী না দিলে আমি মোকর্দ্দমা চালাবো কি করে?

(একটা খোট্টা চাকর যাইতেছিল) হেই কে তুই?

খোট্টা। হাম তো নকর আছি—

চন্দর। কার নকর তুই? তোকে তো আমি এ বাড়ীতে কখনো দেখিনি—

খোট্টা। অপূরবো বাবু হামারা মনিব!

চন্দর। আচ্ছা বাবা, তা'হলে তুমি এসো—(খোট্টা চাকরের প্রস্থান) এই সব যমদূত সঙ্গে করে এনেছে! গতিক ত বড় ভাল বোধ হচ্ছে না?

এখন উপায় ? পালাই ! কিন্তু এখন কটা বেজেছে—তাতো বুঝতে পারছিনে !

(ঘড়িতে ঢং করিয়া এক ঘা বাজিল)

ওই ! কটা ? বারোটা ?

এক—দুই—তিন—চার—

একি থাম্‌লো কেন ?

না ওই যে—

পাঁচ—ছয়—সাত—

আট—নয়—দশ—এগারো—বারো ?

একি ? বারোটা বাজলো যে ?

তাই তো !—

কিন্তু এখন দিন বারোটা না রাত বারোটা ?

(**ক্ষীরির প্রবেশ**)

চন্দর। ক্ষীরি ! এখন দিন বারোটা না রাত বারোটা ?

ক্ষীরি। ওমা, ওকি কথা গো ? ঠাকুর বলে কি ?

চন্দর। আচ্ছা ক্ষীরি ! তুই বলতো কটা বেজেছে ? (হাত ধরিলেন)

ক্ষীরি। (ক্রুদ্ধভাবে হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইল) ছিঃ ঠাকুর ! কোন্ সাহসে তুমি আমার গায়ে হাত দিলে ? কি রকম ভদ্দর লোক তুমি ? ছোট লোকের মেয়ে বলে কি আমার একটা মান ইজ্জৎ নেই ? পেটের জ্বালায় দশ দুয়োরে দাসীবৃত্তি করতে এসেছি (কাঁদিল) তাই বুঝি ভেবেছ—

চন্দর। তাই তো ! ক্ষীরি যে কেঁদে ফেল্‌লে ! তা'হলে তার হাত-ধরাটা বোধ হয় ভয়ানক গর্হিত কার্য্য হয়েছে। আচ্ছা তবে তোর

পায়ে ধরি ক্ষীরি! কাঁদিস্ নে—বল্ বল্ এখন দিন বারোটা না রাত বারোটা ?

ক্ষীরি। (বিস্মিত ভাবে পিছাইয়া) ঠাকুর! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ?

চন্দর। অ্যাঁ? আমার মাথা? তাই তো ক্ষীরি। না, না, খারাপ হয় নি! আমি পালাই। এখনো খারাপ হয় নি—কিন্তু হতে পারে বলা যায় না, বুঝলি ক্ষীরি! আমি যাই মাথাটা আগে বাঁচাই—

ক্ষীরি। (বাধা দিয়া) দাঁড়াও ঠাকুর! আমার একটা কথার জবাব দিয়ে যাও—

চন্দর। কি? তোকে আবার কি জবাব দেব ?

ক্ষীরি। প্রায় বিশ বছর আগে তুমি নাকি একটা আট বছরের মেয়েকে বিয়ে করেছিলে—কথাটা কি সত্যি ?

চন্দর। বিয়ে? তা হয়তো করেছিলাম কিন্তু কেন? সে তো বেঁচে নেই ?

ক্ষীরি। তুমি ঠিক জানো যে মরে গেছে ?

চন্দর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি এখন তুই পথ ছাড় আমি পালাই—

ক্ষীরি। দাঁড়াও! আচ্ছা সে মেয়েটার নাম কি? বাড়ী কোথায় বলতে পার ?

চন্দর। তার নাম? বাড়ী? উহুঁ। না না ক্ষীরি আমায় কিছু মনে নেই, সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেছে! আঃ তুই পথ ছাড়. আমি যাই—পালাই—

ক্ষীরি। (বাধা দিয়া) ঠাকুর! বলো, বলো, তোমার পায়ে পড়ি বলো—তার নাম ছিল কি? তার বাড়ী ছিল কোথায় ?

চন্দর। আঃ কি আপদ! আচ্ছা রাখ—ভেবে দেখি (ভাবিয়া) বিয়েটা তো হয়েছিল—অনেক দূরে—পদ্মার ওপারে—

ক্ষীরি। পদ্মার ওপারে (বিচলিত হইয়া) তার নাম? তার নাম?

চন্দর। মর মাগী তুই অমন করছিস্ কেন? তার নাম ছিল বোধ হয়—বোধ হয়—গৌ—

ক্ষীরি। গৌরী?—

চন্দর। হ্যাঁ হ্যাঁ! কিন্তু তুই জানলি কেমন করে?

ক্ষীরি। উঃ! ঠাকুর— (পদতলে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল)

চন্দর। ভাল আপদ দেখ্‌তে পাচ্ছি। আরে মাগী! আমার মরা বৌয়ের নাম গৌরীই হোক, আর পার্ব্বতীই হোক্—তাতে তোর কি?

(ক্ষীরি কাঁদিতে লাগিল।)

(বড়বৌয়ের প্রবেশ)

বড়বৌ। (যাইতে যাইতে হঠাৎ ক্ষীরিকে তদবস্থায় দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।) ক্ষীরি!

ক্ষীরি। (ব্যস্ত ভাবে চোখ মুছিতে মুছিতে) কি বড় মা?

বড়বৌ। তুই এখানে বসে কাঁদছিস্ কেন!

ক্ষীরি। একটা কুঁটো উড়ে এসে আমার চোখে লেগেছে।

(শ্যামাঠাকুরাণীর প্রবেশ)

শ্যামা। আচ্ছা বড় বৌমা! তুমি ত এখনো মরনি বাছা! তুমি বেঁচে থাকতে তোমাদের বাড়ীতে এসব কি কাণ্ড?

বড়বৌ। কি হয়েছে পিষিমা?

শ্যামা। আরে রাম রাম, ছোট লোকের ঘরেও এমন কাণ্ড দেখিনি! অচিন্ত্য মারা গেছে শুনে ছুটে এলাম তোমাদের বাড়ীতে—ওমা! দেখি সেজ

গিন্নি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাড়ী প'রেছেন, সিঁদুর পরছেন, আর হাপুস্ নয়নে কাঁদছেন।

বড়বৌ। ওমা সেকি! ন'ঠাকুরপো যখন ওঁকে সেজ ঠাকুরপোর মরার কথা বলছিল, তখন সেজগিন্নিইত পাশের ঘরথেকে শুনে গিয়ে আছড়ে প'ড়লেন শোকে। তারপর নিজেই উঠে সিঁদুর মুছে, স্নান করে আমার কাছথেকে তার ভাসুরের একখানা থান চেয়ে নিয়ে পরলেন। এর মধ্যে কখন আবার এ কীর্ত্তি করেছেন? ছি, ছি ঘেন্নায় মরি মা, ঘেন্নায় মরি। গলায় দড়ি জোটে না!

শ্যামা। কিন্তু বড় বৌমা তুমি তো এখনো মরনি বাছা! ঘরে কি একগাছা ঝাঁটাও নেই?

বড়বৌ। আমি কি আর বেঁচে আছি পিষিমা? আমাকে এখন কেই বা মানে আর কেই বা আমার কথা শোনে। যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াব সেই সরষে পেয়েছে ভূতে।

শ্যামা। সে কথা আর কেন বল বৌমা! মাগী কি যেমন-তেমন বজ্জাত! বাঘের মত ভাসুর সদাশিব, তাকেও একটু গ্রাহ্যি করে না গা! শুন্‌লাম সদাশিবের মুখের ওপর বলেছে—সেজেগুজে সে আজই ক'লকাতায় যাবে, মেজভাসুরের সেবা করতে। অচিন্ত্য যে মরে গেছে, এ কথাটা গোপন রাখবার জন্যেই নাকি তার সধবা-সাজা। ওমা মা কি লজ্জা! কি ঘেন্না!

ক্ষীরি। কেন দিদিঠাকরুণ! এত লজ্জা-ঘেন্না হল কিসে? বিধবা হলে তো মেয়েমানুষের ও দুটো জিনিষ মোটেই থাকে না শুনেছি। থাকে কি দিদি ঠাকরুণ?

শ্যামা। দেখ ক্ষীরি! তোর মুখ আজ বড্ডই বেড়ে উঠেছে?

ক্ষীরি। আমি যে ক্ষীরি-ধোপানী, একটা ছোট লোকের মেয়ে! আট

বছরের মেয়ে গৌরীর মুখ চেপে ধরতে পার, তাকে টুঁটি টিপে মেরে ফেলতেও পার। কিন্তু এই ক্ষীরিকে তো তা পার না? ক্ষীরি যে ধোপানী! তাকে ছুঁলে আজ তোমাকে নাইতে হবে যে!

বড়বৌ। গৌরী কে পিষিমা?

শ্যামা। (নির্ব্বাক চোখে ক্ষীরির দিকে চাহিয়া রহিলেন)

ক্ষীরি। আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলে কেন দিদি ঠাকরুণ? বড় মা কি জিজ্ঞাসা করছেন শুনতে পাচ্ছনা? গৌরী মেয়েটা কে?

শ্যামা। আমার বাঁ-পার বালাই—মরে গেছে—আপদ গেছে।

ক্ষীরি। না, এই বিশবছর পরে সে আপদ আবার পেত্নী হয়ে তোমার ঘাড় মটকাবার জন্যে ফিরে এসেছে! সাবধান দিদি ঠাকরুণ!

(প্রস্থান)

বড়বৌ। ক্ষীরি কি বলে গেল পিষিমা?

শ্যামা। কি জানি বাছা! আমি তো কিছুই বুঝতে পারলাম না তার কথা!

(অজয়কে সঙ্গে লইয়া ব্যস্তভাবে সদাশিবের প্রবেশ)

সদা। তাই তো এখন উপায় কি? কি করি! তোকে এখন কোথায় লুকিয়ে রাখি—না অজয়! তুই পালা এই বাড়ী ছেড়েই পালা—বড়বৌ! একি! পিষিমা তুমি যে এখানে? এই যে তখন শাসিয়ে গেলে এ বাড়ীতে আর পায়ের ধুলো দেবে না?

শ্যামা। চন্দরকে খুঁজতে এসেছি বাবা! গাঁয়ের সবাই যখন শ্মশানে যাচ্ছে—তখন চন্দরের না যাওয়াটা ত ভাল দেখায় না?

সদা। ও—তা বটে! কিন্তু পিষিমা তার চেয়েও যে বড় বিপদ উপস্থিত। পুলিশ এসেছে অজয়কে ধরতে—এখন উপায় কি? না অজয়! আর দেরী করা উচিত নয়—তুই পালা। বড়বৌ! অজয় দুটো ভাত

খেতে চেয়েছিল—বড্ডই ক্ষিদে পেয়েছে ওর। চোখ মুখ একেবারেই শুকিয়ে গেছে, তুমি যাওনা ওকে সঙ্গে করে নিয়ে তোমার ঘরে—পেট ভরে দুটো খাইয়ে—খিড়কির পথে বের করে দিও। (প্রস্থান)

বড়বৌ। বাড়ীতে একটা বাসী মড়া পড়ে রইল ও এখন ভাত খাবে কি গো? আর আমাকেই বা সে কথা বলা কেন? সেই বিধবা বৌমাকে বল্লেই ত হ'ত—যিনি আবার সাড়ী পরে সধবা সেজে বসে আছেন!

শ্যামা। ছিঃ বৌমা! এ বিপদের সময় ও কথাটা বলা তোমার উচিত হচ্ছে না। আমিই ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আয় অজয়—আমার সঙ্গে আয় —আমাদের বাড়ী থেকেই দুটো খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে যাবি এখন। তোরা আমাকে যতই অপমান করিস্—এই বিপদের সময় কি সে কথা আমি মনে রাখ্‌তে পারি? আয়—

(অজয়ের হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছিলেন—সেজবৌ ছুটিয়া আসিয়া অজয়ের আর একখানা হাত ধরিল)

সেজবৌ। না ঠাকুরপো, তুমি পিষিমার সঙ্গে যেও না—ওঁর সঙ্গে তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না। উনি তোমাকে নিশ্চয়ই পুলিশে ধরিয়ে দেবেন।

শ্যামা। ওমা সেকি কথা গো?

সেজবৌ। হ্যাঁ আমি জানি, আপনি দেবেন। আপনার অসাধ্য কি কোন কাজ আছে? (কাঁদিয়া) আপনি আমার মেজদিকে মেরে ফেলেছেন—আবার ঠাকুরপোকে জেলে পাঠাবার মতলব করছেন। ঠাকুরপো! তুমি কোথায়ও যেওনা—এখানেই বস। আমি ভাত নিয়ে আস্‌ছি। (সেজবৌয়ের প্রস্থান)

বড়বৌ। দেখ্‌লে সেজবৌয়ের আস্পর্দ্ধা?

শ্যামা! (ক্রোধে) আচ্ছা! দেখি তবে অজয় কোন্ পথে পুলিসের হাত এড়িয়ে পলায়।   (প্রস্থানোদ্যত)

[বাধা দিয়া অপূর্ব্বর প্রবেশ]

অপূর্ব্ব। অজয় পালাবে না পিসিমা! যা অজয়! এখুনি দারোগার সঙ্গে থানায় যা—আমিও আস্‌ছি তোর পেছনে পেছনে—ভজুয়া!

(শ্যামাঠাকরুণের প্রস্থান)

[ভজুয়ার প্রবেশ]

অপূর্ব্ব। ভজুয়া! শীগ্‌গির আমার জামা-জুতো নিয়ে আয়—আর শোন্—সেজমাঠাকরুণের কাছ থেকে আমার মাণি-ব্যাগটা (ভজুয়ার প্রস্থান) দাঁড়িয়ে রইলি কেন অজয়! যা দারোগার সঙ্গে এখুনি থানায় যা—ওকি! অজয়? কাঁদছিস্ কেন? তোর ভয় কিসের—আমি এখুনি থানায় গিয়ে তোকে জামিনে খালাস করে ক'লকাতায় নিয়ে যাব। সে কি অজয়! তোর সম্বন্ধে যে আমার ধারণা—

অজয়। না, দাদা! আমি যাচ্ছি—   (প্রস্থান)

[অজয়ের খাবার লইয়া সেজবৌয়ের প্রবেশ]

সেজবৌ। ছোটঠাকুর পো!

অপূর্ব্ব। (বিস্মিতভাবে) একি বৌদি! তুমি এই বেশে—

(সেজবৌ ভাতের থালা রাখিয়া ও হাত ধুইয়া লজ্জিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।)

বড়বৌ। তোমার সেজবৌদি আজ বিয়ের ক'ণে সেজেছে। সে বিধবা হবে না—একটা বরপাত্র যোগাড় ক'রে আজই তার বিয়ে দাও।

অপূর্ব্ব। চুপ্ কর বৌদি! আমি তো তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিনি—   (বড়বৌয়ের প্রস্থান)

সেজবৌ। ঠাকুরপো ! তোমার সঙ্গে আজ আমি ক'লকাতায় যাব—মেজোঠাকুরের শুশ্রূষা কর্‌তে। তোমার সেজদার অনুরোধ—তোমার মেজদাকে বাঁচাতেই হবে। তিনি আত্মহত্যা করেছেন—তোমার মেজদাকে বাঁচাবার জন্যে, অবুঝ অজয়কে ঘরে ফিরিয়ে আন্‌বার জন্যে—আর তোমার—বড়দাকে ঋণমুক্ত করবার জন্যে। আমার জীবনে আজ যদি কোন মূল্য থাকে, কোন উদ্দেশ্য থাকে—ঠাকুরপো ! তা'হলে সে শুধু এই তিনটী কাজে তোমাকেই সাহায্য করা। তা' যদি—আমাকে করতে না দাও—(কাঁদিল)

অপূর্ব্ব। বৌদি। তুমি আমাকে সাহায্য করবে ? পারবে ? আমি যে নিজেকেই নিজে ক্ষমা করতে পারছিনে, অনুতাপে জ্বলে পুড়ে মরছি—আর তুমি—উঃ !

সেজবৌ। ঠাকুরপো ! আমার এই রাঙারাখীর মান তিনি রেখেছেন—তোমাকে পাঠিয়েছেন দেনা শোধ করতে—আমরা সবাই গাছতলায় গিয়ে না দাঁড়াই—তার ব্যবস্থা করবে তুমি। এইটুকুইত আমি তার কাছে চেয়েছিলাম—তাঁর কথা তুলে, আর আমাকে কাঁদিওনা—আমাকে পাগল করে দিও না।

অপূর্ব্ব। বৌদি ! আমায় ক্ষমা কর—আমায় ক্ষমা কর—

(অপূর্ব্ব নতজানু হইয়া সেজবৌয়ের পদতলে বসিয়া পড়িল—সেজবৌ কাঁদিতে কাঁদিতে একহাত সস্নেহে অপূর্ব্বর মস্তকে রাখিলেন—আর একহাতে চোখে অঞ্চল চাপিয়া ধরিলেন।)

পরিণতি

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—কলিকাতায় অপূর্ব্বর বাসাবাটী।

সময়—বেলা ১০টা।

[কলতলায় বসিয়া সেজবৌ বাসন মাজিতেছিল। অপূর্ব্ব আপিষে যাইবার সময়ে খদ্দরের ধুতি-চাদর পরিয়া নীচে আসিতেছে।]

অপূর্ব্ব। দেখ বৌদি! এমন ভাবে তিলে তিলে—আত্মহত্যা না ক'রে তুমিও একদিন মেজবৌদির মত বিষ খেয়ে মর—আমি নিশ্চিন্ত হই। চাকর রয়েছে, চাকরাণী রযেছে তবু তুমি একাই সব কাজ করবে? তোমার শরীরটা যে কি হয়েছে আয়নার ধারে দাঁড়িয়ে দেখছ একবার?

সেজবৌ। এ শরীর দিয়ে আর কি হবে ঠাকুরপো?

অপূর্ব্ব। তাই তো বল্‌ছি—বিষ খাও, আমি নিশ্চিন্ত হই। আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তোমরা সবাই আমাকে চিরদিন শাস্তি দেবে। আর আমাকে বেঁচে থাকৃতে হবে তা সহ্য কর্‌বার জন্যে। বৌদি আমি বেশ জানি, তুমি আমাকে ক্ষমা করৃতে পারনি। এ জীবনে তা কখনই পারবে না। বাহিরে তুমি আমার প্রতি যতই সহৃদয় ব্যবহার দেখাতে চাও—অন্তরে চাও তার বহুগুণ বেশী প্রতিশোধ নিতে—আমাকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে শাস্তি দিতে।

সেজবৌ। এ কথা কেন বলছ ঠাকুর পো—

অপূর্ব্ব। শোনো বৌদি! আর একটা কথাও তোমাকে বলে যাই! শুন্‌লাম নাকি তুমি রাত্রে কিছুই খাও না। সেজদার অনুরোধ তিনটী তো এখনো রক্ষা করতে পারিনি বৌদি! দেনা তো এখনো সম্পূর্ণ শোধ হয় নি? মেজদার চিকিৎসায়, মেজবৌদির শ্রাদ্ধে, আর অজয়কে উদ্ধার কর্ত্তে আমার দশ বছরের সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে গেছে—এখন যদি তুমি অনাহারে মর কিছুতেই দেনা শোধ হবে না। তোমার রাঙারাখীর মান রাখবার উৎসাহ আমার থাক্‌বে না।

সেজবৌ। দু'খানা বাসন মাজি বলেই কি এত কথা? আচ্ছা ঠাকুরপো! এই আমি হাত ধুয়ে ফেলছি—আর কখ্‌খনো বাসন মাজতে আসব না, তুমি এখন আপীষে যাও।

(অপূর্ব্বর প্রস্থান)

উঃ! আমার রাঙারাখীব মান রাখতে হলে যে আমাকে বিধবা হয়েও বেঁচে থাক্‌তে হবে—এ কথাটা তো তখন ভাবিনি।

(কলের জলে হাত ধুইতে লাগিলেন)

[হঠাৎ কোন গুপ্ত পথে অচিন্ত্য আসিয়া সেজবৌয়ের সুমুখে দাঁড়াইল]

অচিন্ত্য। অপূর্ব্ব চলে গেছে আপীষে?

(সেজ বৌ বাক্‌রুদ্ধ হইয়া কাঁপিতে লাগিল)

অচিন্ত্য। আমি বেঁচে আছি সেজবৌ। বেশীক্ষণ এখানে অপেক্ষা করবো না। ক'টা কথা বল্‌তে এসেছি শোন।

[সেজবৌ অচিন্ত্যের বুকের ওপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অচিন্ত্য চোখে মুখে জল ছিটাইয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিল, এবং আকুল আবেগে বক্ষে ধারণ করিল।]

সেজবৌ। এঁ্যা তুমি—তুমি—

অচিন্ত্য। অধৈর্য্য হয়োনা সেজ বৌ! আমি জানি—তোমার মনের বল আমার চেয়েও অনেক বেশী। বেশী কথা বলবার সময় নেই। আগে বল মেজদা কেমন আছেন—আমার মৃত্যু সংবাদ শুনেছেন?

সেজ বৌ। হ্যাঁ শুনেছেন—কিন্তু তুমি বেঁচে আছ কেমন করে? ন'ঠাকুর পো যে নিজে দেখে এসেছে—

অচিন্ত্য। ভুল দেখে এসেছে। তার গাড়ীতে চাপা পড়েছিল আর একটা রিক্সওয়ালা। আমিও রিক্স টানতাম সত্যি—তবে সে লোকটা আমি নই।

সেজ বৌ। কি বলছ তুমি!

অচিন্ত্য। হ্যাঁ আমি ঠিকই বল্‌ছি—শোনো ঘটনাটা তোমাকে বলি—একটা কারখানা থেকে আমরা অনেকেই রোজ-হিসাবে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যেতাম। যে রিক্সওয়ালাটা সেদিন চাপা পড়েছিল সে নিজে আত্মহত্যা করেনি—অপূর্ব্ব তাকে চাপা দিয়ে মেরেছে।

সেজ বৌ। তবে যে তোমার চিঠি।

অচিন্ত্য। বল্‌ছি শোন। সেদিন আমিও সঙ্কল্প করেছিলাম আত্ম-হত্যা কর্‌তে। তাই অপূর্ব্বর নামে একখানা চিঠি লিখে নিজের গাড়ীর ভেতর রেখেছিলাম। কিন্তু নাওয়া-খাওয়া সেরে এসে দেখি—কে যেন গাড়ীখানা বদ্‌লে নিয়ে চলে গেছে। তখন আমিও আর একখানা গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। চিঠির জন্যে সেদিন আর আমার আত্মহত্যা করা হল না। শ্যামবাজারের মোড়ে এসে দেখি—আমার গাড়ী নিয়ে যে রিক্সওয়ালা বেরিয়ে ছিল সেই চাপা পড়েছে অপূর্ব্বর গাড়ীতে।

সেজবৌ। কিন্তু ন'ঠাকুরপো যে দেখে এল, তুমিই সেই রিক্সওয়ালা।

অচিন্ত্য। সেও আর এক অদ্ভুত ঘটনা সেজবৌ! অপূর্ব্ব যখন রিক্সওয়ালাকে সনাক্ত করেছিল, তখন আমি তার পাশেই দাঁড়িয়ে।

আমার লেখা চিঠিখানা পড়েই সে এমন বিচলিত হয়ে পড়েছিল—এমন চীৎকার করে কেঁদে উঠেছিল যে, সে দৃশ্য দেখে কেউ না কেঁদে পারেনি। মৃত রিক্সওয়ালার মুখখানা এমন বিশ্রী ভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল যে, খুব ভাল করে না দেখলে ত'কে চিনবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু অপূর্ব্ব তো' তা পারল না—চোখ ভরা জল নিয়ে সেজদা বলেই তার বুকের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লো—

সেজবৌ। তুমি অমন ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাইছ কেন?

অচিন্ত্য। কে যেন আস্‌ছে না? আমায় একটু লুকিয়ে রাখ।

সেজ বৌ। কেন? কেন?

অচিন্ত্য। অপূর্ব্বর মতিগতি ফিরেছে—সে এখন তোমাদের সকলকে সুখী করবার জন্যে পাগল হ'য়ে উঠেছে। আমি এখন বেঁচে আছি জানলেই সে আবার বিগড়ে যেতে পারে। মৃত্যুতে আমি তার যে ভালবাসা পেয়েছি, বেঁচে থেকে তো' তা' পাইনি, পাবার প্রত্যাশাও করি না।

সেজবৌ। আচ্ছা তুমি এই ঘরে লুকোও। (অচিন্ত্যকে লুকাইল)

[ন'বৌয়ের প্রবেশ ও সেজবৌয়ের হাস্য]

ন'বৌ। তুমি এত হাস্‌ছ কেন সেজদি? ওকি তোমার চোখে জল যে—

সেজবৌ। তাই নাকি? হাস্‌তেও দেখ্‌লি—কাঁদতেও দেখ্‌লি? তাহ'লে আমার কোন্‌টা সত্যি বল তো—ন'বৌ!

ন'বৌ। কি জানি ভাই, তোমার ও সব হেঁয়ালী আমি বুঝ্‌তে পারিনে। কিন্তু এটা তোমার ভারি অন্যায়।

সেজবৌ। কোন্‌টা?

ন'বৌ। তুমি আবার বাসন মাজ্‌তে এসেছ কেন? ঝি-চাকর সব কি শুধু বসে বসেই মাইনে খাবে?

সেজবৌ। না, না আজ থেকে আমি আর কোন কাজ করবো না। চুল বাঁধবো, টিপ পরবো, আর পায় আলতা মেখে সব সময় ওপরে বসে থাক্‌বো। মেজঠাকুরের অসুখ তো সেরে গেছে—এখন ন'ঠাকুরপোকে বল আমায় খানকতক নাটক আর নবেল এনে দিতে।

ন'বৌ। যাও, তোমার সব তাতেই ঠাট্টা—ও বেলায় কি খাবে তাই বল—আমি তৈরি করিগে—নৈলে আবার তিনি এসে আমাকে যাচ্ছে-তাই করে বক্‌বেন।

সেজবৌ! ও বেলায় আমি কি খাবো তাই জিজ্ঞেস করছিস্? আমি আমি কি খাবো?

ন'বৌ। হ্যাঁ গো হ্যাঁ—

[অজয়ের প্রবেশ]

সেজবৌ! ছোট ঠাকুর পো! তুমি একটা কাজ করনা ভাই, বাজার থেকে খুব পাকা দেখে একটা রুই মাছ নিয়ে এস।

ন'বৌ। কেন? রুই মাছ এনে কি হবে?

সেজবৌ। পোলাও হবে। খুব ভাল করে রেঁধে সবাইকে খাওয়াব নিজেও খাব।

ন'বৌ। যাও, যাও, মাছ খাবে বৈকি? পাগলামি করনা হিন্দু-বিধবার ও কথা মুখে আন্‌লেও পাপ হয়।

সেজবৌ। বলিস্ কি ন'বৌ! তা'হলে এখন উপায়? আমি যে আজ দু'টো মাছ ভাত খাব ব'লে বড় আশা ক'রে বসে আছি। থান কাপড়টা যে আমি কিছুতেই পরতে পারিনে। রোজ বিকেলে চুল না বাঁধলে আমার মাথা ধরবে যে—

ন'বৌ। ছিঃ তুমি কি বল্‌ছ সেজদি? ও চুলের গোছা একেবারেই কেটে ফেল না। যার জন্যে খাওয়া-পরা তিনিই যখন চলে গেলেন—তোমার লজ্জা করছে না?

সেজবৌ। তবে আর আমায় জিজ্ঞাসা করছিস কেন, আমি রাত্রে কি খাব? আমি অনাহারেই প্রাণ দেব। কিছুই খাব না।

[অঞ্চল চোখে দিয়া কান্নার অভিনয় করিয়া হাসিতেছিল]

ন'বৌ। না, না, তুমি কেঁদনা সেজদি! তিনি শুন্‌লে আবার আমাকে বক্‌বেন। কাজ নেই, আমি তোমাদের কোন কথার ভেতর থাক্‌বো না। আমায় মাপ করো।

অজয়। কাঁদতে দেখ্‌লে কোথায়? ও যে হাসি! বৌদি হাসছে। ছিঃ বৌদি! সেজ দা মরে গেছে—একথা মনে হলেও তোমার হাসি পায়? কি আশ্চর্য্য!

(আফিস হইতে ফিরিয়া অপূর্ব্বর প্রবেশ)

সেজবৌ। (হঠাৎ গম্ভীর হইয়া) তুমি এত শীগ্‌গির আফিস থেকে ফিরে এলে কেন ন-ঠাকুরপো?

অপূর্ব্ব। চাকরীতে ইস্তাফা দিয়ে এসেছি।

সেজবৌ। সে কি, কেন?

অপূর্ব্ব। নাঃ আর গোলামী করবো না, ঢের হয়েছে বৌদি—আর কেন? চল এখন দেশে যাই!

সেজবৌ। বল কি ঠাকুর পো! অত বড় চাক্‌রী!

অপূর্ব্ব। খুব বড় চাকরী মানেই তো খুব বেশী গোলামী। চাকরী বড় হোক, আর ছোট হোক, চাকরকে চলতেই হবে তার মনিবের মেজাজ বুঝে। দেখ্‌তেই তো পাচ্ছ—আজ ক'দিন আমি এই খদ্দরের ধুতি চাদর পরে আফিসে যাচ্ছি—হ্যাট্‌কোট ছেড়ে দিইছি—

সেজবৌ। তাতে হয়েছে কি ?

অপূর্ব্ব। বাঃ আমি যে গোলাম ! গোলাম কি খাবে বা কি পরবে, তা যে ঠিক করবে তার মনিব। পরশু বড় সাহেব আমাকে ডেকে বল্‌লেন—"মিঃ মুখার্জ্জি ! তুমি আমার এই আফিসের মাথা, তোমার মাথায় খদ্দরের টুপিটা কি মানায় ?"

অজয়। সে কথার উত্তরে তুমি কি বল্‌লে দাদা ?

অপূর্ব্ব। আমি একটু হেসে বল্‌লাম—"ভুলে যেওনা সাহেব—এ মাথাটা আমার নিজের। আমি একটা মানুষ। আমি তোমার আফিসের প্রাণহীন আস্‌বাব নই।"

অজয়। বেশ বলেছ।

অপূর্ব্ব। তা তো বলিছি অজয়। কিন্তু সাহেব যে সে কথাটা স্বীকার করলো না। দুদিন পরে আজ আমার ওপর নোটীশ জারি হয়েছে —হ্যাটকোট পরে আফিসে আস্‌তে আমি বাধ্য। আমিও সেই নোটী-শের উপর লিখে দিলাম—আমি অপূর্ব্ব মুখুয্যে—আমার জন্মদাতা পিতা যে এককন বাঙ্গালী এ সত্যি কথাটা ভুল্‌তে পারবো না—তোমার চাকরীর খাতিরে। এই আমার ইস্তাফা।

সেজবৌ। তারপর ?

অপূর্ব্ব। তারপর একটা প্রকাণ্ড সেলাম ঠুকে চলে এসেছি—

ন'বৌ। তা' হলে এখন উপায় ? কেমন করে চলবে ?

অপূর্ব্ব। তাই তো নবৌ ! কেমন ক'রে চলবে ? আজ আমার সেজদার কথাটাই কেবল মনে পড়েছে—অদৃষ্ট ! নবৌ ! অদৃষ্ট ছাড়া মানুষের উপায় নেই। যাকৃগে, শোনো—দর্জ্জিপাড়ার বাড়ীখানা ত্রিশ হাজার টাকা দর পেয়েছি। কালই বেঁচে ফেল্‌বো। গত তিন মাসে খুচরো দেনাগুলো সবই শোধ করেছি। এখন বাকী কেবল মধুদত্তর

দশ হাজার। বড্ড লজ্জা করবে! তা করুক, দিয়ে দেব। তার পর চলো দেশে যাই, বিশ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে যে-কোন একটা ব্যবসা কল্লেই পেট চল্‌বে—

সেজবৌ। (হাসিল)

অপূর্ব্ব। হাস্‌ছ কেন বৌদি! চলবে না?

সেজবৌ। সে কথা নয় ঠাকুর পো! আমার হাসি পাচ্ছে—একটা কথা মনে করে। তোমার দাদারা যে ভুলটা করেছিলেন—যার জন্যে তুমি তাদের কত কটু কথা বলেছ—আজ নিজেই আবার সেই ভুলটা করবে?

(**অমরের প্রবেশ**)

(সেজবৌ, নবৌ, ও অজয়ের প্রস্থান।)

অপূর্ব্ব। আমি Resignation দিয়ে এসেছি মেজদা!

অমর। হ্যাঁ, শুনিছি। কিন্তু এদিকে যে বড় বিপদ।

অপূর্ব্ব। কি?

অমর। তোমার দর্জ্জিপাড়ার বাড়ীটা গোপনে নিলেমে বিক্রি হয়ে গেছে!

অপূর্ব্ব। সে কি? কে বিক্রি করেছে?

অমর। মধু দত্ত।

অপূর্ব্ব। আমার ত্রিশ হাজার টাকার বাড়ীটা, দশহাজার টাকায় বিক্রি হয়ে গেল? তার মানে?

অমর। তার মানে, মধুদত্তের দাবী সুদ সমেত পনর হাজার টাকা। কোর্টের ডিগ্রি, খরচা সমেত প্রায় বিশহাজার। বাড়ীটা বিক্রি হয়েছে মাত্র একুশ হাজার টাকায়। এখন তোমার নামে কোর্টে যে হাজার

খানেক টাকা জমা আছে—ইচ্ছে করলেই তুমি তা নিয়ে আস্‌তে পার। আদালতের পিওন এসেছিল—এই নোটীশখানা জারি করে গেছে।

অপূর্ব্ব। (কাগজ হাতে লইয়া) এখন উপায় ?

অমর। উপায় লিটিগেসন্! কিন্তু চাকরীটা যে ছেড়ে দিয়ে এলে লিটিগেসন চালাবে কি করে ? আইনতঃ একমাসের মধ্যে যদি তুমি সম্পূর্ণ দাবীর টাকা, আর ফাইভ্ পারসেণ্ট কম্‌পেন্‌সেসন দাখিল করতে পার—তা' হলেই নিলাম রদের মামলা চলবে।

অপূর্ব্ব। কিন্তু অত টাকা আমি এখন পাব কোথায় মেজদা ! আমার হাতে যে আজ কিছু নেই। কেবল মধুদত্তের সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করবো বলেই তার টাকাটা ফেলে রেখেছি ! কিন্তু উঃ ! কি সাংঘাতিক লোক ! নিলামে আমার বাড়ীটা বিক্রি করেছে, অথচ আমি তা জানতেও পারিনি। এটা কেমন করে সম্ভব হল মেজদা ?

অমর। আদালতের বিচার তো কেনা-বেচার জিনিষ অপূর্ব্ব, টাকা থাকলে সবই সম্ভব হতে পারে।

অপূর্ব্ব। কিন্তু এখন আমার উপায় ? আমাকে কি কর্ত্তে হবে মেজদা তাই বল।

অমর। উপায় আর কি ? খদ্দর খুলে ফেলে আবার হ্যাটকোট পরে আপীসে যাও। বড় সাহেবের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা কর। আর না হয় মধুদত্তের কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে দাঁড়াও। দুজনের একজনের কাছে আজ তোমাকে মাথা-হেঁট করতেই হবে।

অপূর্ব্ব। কখ্‌খনো না। সেজদার মত রিক্স টানবো, তবুও কারো কাছে মাথা হেঁট করবো না।

অমর। অপূর্ব্ব ! তুমি রিক্স টানবে ?

অপূর্ব্ব। নিশ্চয়, তবু হ্যাট্‌কোট পরবো না—বা মধুদত্তের কাছে মাথা হেঁট করবো না।

অমর। বেশ। কিন্তু যদি তুমি তা' না পার? আমার মত এখুনি যদি তোমার কাঁপিয়ে জ্বর আসে? আমার মতই যদি তিনটী মাস তোমাকে বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে হয়?•তাহলে কি করবে তুমি? (হাসিলেন)

অপূর্ব্ব। মেজদা! তুমি হাস্‌ছ?

অমর। কে বলে আমি হাস্‌ছি? অপূর্ব্ব! এ আমার হাসি নয় কান্না! আজ আমার বুক ফেটে কান্না আস্‌ছে। আর মনে হচ্ছে—অচিন্ত্য যদি বেঁচে থাক্‌তো। সেও যদি আজ নিজের কানে শুন্‌তে পেত যে অপূর্ব্ব বল্‌ছে সেও রিক্স টান্‌বে।

অপূর্ব্ব। (কাঁদিয়া) মেজদা উঃ! সেজদাকে আমি একটা কুকুরের মতই মেরে ফেলেছি।

অমর। ছিঃ কাঁদিসনে অপূর্ব্ব! তোর তো কোন দোষ নেই। অচিন্ত্য যে নিজেই আত্মহত্যা করেছে। সেও তো তোর চেয়ে কম অহঙ্কারী ছিল না? তার রিক্স টানতে যাওয়াটা যেমন অহঙ্কার—আত্মহত্যা করাটাও ঠিক তেমনি অহঙ্কার!

অপূর্ব্ব। অহঙ্কারের কথা তুলে আমাকে আর কষ্ট দিওনা মেজদা এখন আমার কি করতে হবে তাই বল।

অমর। আবার সেই কর্তৃত্ব! ওরে অপূর্ব্ব! ওই টুকুই ছেড়ে দে—উপায় একটা কিছু হবেই। উপস্থিত যা' কর্ত্তব্য তাই করে যা। ওপরে চল—আমার পূজোর ঘরে, গিয়ে দু'জনে খানিকক্ষণ ব'সে ভগবানকে ডাকি—আর কেঁদে কেঁদে বলি—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা।"

তারপর কাল থেকে চল্, আবার দু'ভাই উঠে-পড়ে কাজে লাগি। কাজের ফলাফল তাঁকে দিয়ে, আমরা শুধু কাজ নিয়ে থাকি। উপায় একটা কিছু হবেই, চল্—   (অপূর্ব্বকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।)

(সেজবৌ অচিন্ত্যকে গৃহমধ্য হইতে বাহির করিল)

অচিন্ত্য। কেউ আমাকে দেখে ফেলবে—আমি এখন আমি সেজবৌ !

সেজবৌ। কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে যে আর থাকতে পাচ্ছি না।

অচিন্ত্য। আরো কিছুদিন পারতে হবে। পাঁচজনের জন্যে—আরো কিছুদিন তোমাকে নিজের সুখ শান্তি বিসর্জ্জন দিতে হবে—আমাকেও রিক্স টেনে বেঁচে থাকতে হবে।

সেজবৌ। তুমি রিক্স টেনে বেঁচে থাকবে? উঃ না—না—আমি তা সহ্য করতে পারবো না।

অচিন্ত্য। মনে পড়ে সেজবৌ! তুমিই সেদিন আমাকে বলেছিলে—অপূর্ব্বর অত কটুকথা শুনেও যদি আমি আর একটা দিন বাড়ীতে বসে থাকি, তা হলে তুমি আত্মহত্যা করবে—মনে পড়ে?

সেজবৌ। (অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল এবং লজ্জিত হইল)

অচিন্ত্য। সেজবৌ! তুমি সেদিন আমার ওপর চোখ রাঙিয়ে উঠেছিলে। তোমার সেই দৃষ্টিই আমার সর্ব্বাঙ্গে আগুণ ধরিয়ে দিয়েছিল—বুকের রক্ত নাচিয়ে তুলেছিল, দুচার মাইল রিক্স টেনেও তো আমি দুর্ব্বল বোধ করিনি! কিন্তু আজ তুমি একি করছো? ওভাবে চোখের জল ফেলে আমাকে দুর্ব্বল করে দিও না। আমার মুখের দিকে ঠিক তেমনি ভাবে চাও—বল আমি আসি। কেঁদনা। সেজবৌ! শোন—আমি একটা সামান্য রিক্সওয়ালা—বহু চেষ্টা করেও এ বাজারে একটা চাকরী জোগাড় করতে পারলাম না। তাই মনের দুঃখে অপূর্ব্বর নির্দ্দেশ মত

রিক্স টান্‌তে আরম্ভ করেছি। আজ আমার সত্যি মৃত্যু হলেও আমি সুখে মর্‌তে পারবো—সেজবৌ! অপূর্ব্বই তোমার রাঙারাখীর মান রেখেছে—

সেজবৌ। না না শরীরের দিকে দৃষ্টি রেখো তুমি, বলো—তাহলে মাঝে মাঝে আমাকে একবারটী দেখা দিয়ে যাবে ?

অচিন্ত্য। হ্যাঁ যাবো, কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা করো, আমি বেঁচে আছি এ কথাটা মরে গেলেও প্রকাশ করবে না ?

সেজবৌ। না। (সেজবৌ অচিন্ত্যকে প্রণাম করিল।)

অচিন্ত্য। তোমার রাঙা রাখীর দিব্যি !

—:—:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নিধিরামের কুড়ে ঘর।

নিধিরাম গঞ্জিকার সরঞ্জাম লইয়া গাহিতে ছিল—

গীত।

ফিরে আয়রে কালো বৌ আমার !
আমি দুয়ার খুলে বসে আছিরে—
ওরে তুই বিনে মোর ঘর আঁধার।
আজ ছেলে মোরে জিগায় বাবা !
—কোথায় আমার মা ?
আমি ডুক্‌রে কেঁদে উঠিরে বৌ !
মোর কথা জোগায় না।
সেই ছেলের মুখে তোর মুখের ছায়া—
ওবৌ তোর মত চোখ দু'টি তার।
তোর লাউয়ের ডগা লতিয়ে গেছে
এই আধেক উঠানে,
ওই পাকা তালের পতন ধ্বনি
যেন বাজ বুকে হানে।
ফোটে জাঙাল-ভরা হলুদ ঝিঙের ফুল
ছোটে গন্ধ পাকা পেয়ারার।

[চন্দর খুড়োর প্রবেশ]

চন্দর। চুপ—কেউ যেন জান্‌তে না পারে—আমি এখানে এসেছি। বুঝলি নিধিরাম! আজ রাত্রে আমি তোর বাড়ীতেই লুকিয়ে থাক্‌বো—

নিধি। আহা-হা! এমন ভাগ্যি কি আমার হবে দা'ঠাকুর! আসুন, আসুন! আস্‌তে আজ্ঞা হোক্! বসুন তা' হলে—

চন্দর। বস্‌ছি। (উপবেশন) কিন্তু নিধিরাম—এখন দিন বারোটা না রাত বারোটা?

নিধি। হ্যাঁ দা'ঠাকুর! একথাটা আপনি জিজ্ঞেস্ করতে পারেন—কারণ এটা একটা মস্ত সমিস্যে! আমার মনেও অনেক সময় সন্দেহ হয়—এখন দিন বারোটা না রাত বারোটা! তবে খুব সম্ভব এখন দিনও নয়, রাতও নয়, শুধু বারোটা!

চন্দর। তুই বেটা বেজায় গাঁজা টেনেছিস্ বুঝি—

নিধি। কিন্তু আপনার কথা শুনে, আপনিও যে কিছু কম টেনেছেন—তাও তো মনে হচ্ছে না।

চন্দর। কি আমি গাঁজা খাই?

নিধি। খেতেন না তাই তো জান্‌তাম—কিন্তু এখন আপনার কথা শুনে, আর কাজ কর্ম্ম দেখে মনে হচ্ছে—মাঝে মাঝে দু'একটান খান।

চন্দর। (ভীত ভাবে স্বগতঃ) টাকা চুরীর কথাটা শালা ধোপাও টের পেয়েছে নাকি? ধরিয়ে দেবে নাকি? (প্রকাশ্যে) আমার কি অন্যায় কাজ কর্ম্মটা দেখ্‌লি তুই?

নিধি। অন্যায় আর কি? বামুনের ছেলে হ'য়ে এই নিধে-ধোপার বৌটাকে নিয়ে যখন আপনি সংসার-ধর্ম্ম পাতিয়েছো—তখন আর ন্যায় অন্যায় বলে কোন জিনিষই তো নেই—উপস্থিত চন্দ্র-সূর্য্যি বিদেই

নিয়েছেন—দিন রাত আর হচ্ছে না। শুধু বেলা-বারোটার উপর দিয়েই মানুষগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চন্দর! নাঃ, তা'হলে এখানেও হ'ল না দেখ্‌ছি শালা ধোপা আমার চরিত্রে সন্দেহ করেছে—গতিক ভাল নয়—উঠি—উঃ বড্ড গরম। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে—এখন দিন বারোটা না রাত বারোটা?

নিধি। (হাসিয়া) ক' কল্‌কে টেনেছ দা'ঠাকুর?

চন্দর। ওরে শালা ছোটলোক! আমি কি নিজে ইচ্ছে করে তোর বাড়ীতে এসেছি—যে, তুই আমাকে যা' তা বল্‌ছিস্? তোর বৌ ক্ষীরিই তো আমাকে এখানে পাঠিয়েছে।

নিধি। তাই নাকি? তা'হলে তো রাগ করে চলে যাওয়াটা উচিত হচ্ছে না দা'ঠাকুর! বসুন্, বসুন—আমার এই ছোট ক'লকেতে আর এক ছিলুম সাজি—আমার রাধিকা-ঠাকরুণ আসুন আগে—আয়ান ঘোষের চোখের উপরেই যুগল-মিলনটা হোক্—

চন্দর। নাঃ আমি যাই। শালা ধোপার পো দেখ্‌ছি বেজায় চটে গেছে। শেষে কাপড়-কাচা-পাটে ফেলে আছড়াতেও পারে, বলা যায় না—সন্দেহ জিনিষটা বড় খারাপ। কি করি? দুত্তোর আমি বাড়ি যাই। আমার ভয় করছে—ধোপার পাটে আছড়ে মারবে—তার চেয়ে অপূর্ব্ব খুন করে সেও ভাল।

নিধি। (বাধা দিয়া) কোথায় যাও দা'ঠাকুর? আমার দাখ্‌লে দিয়ে যাও। আজ প্রায় এক মাস আমার বৌ তোমার বাড়ীতে খাট্‌ছে—রেতের বেলায়ও ছুটী পায় না। খাজনার টাকাটা নিশ্চয়ই উশুল হ'য়ে গেছে। কি বল? (হাত ধরিল)

চন্দর। (হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিয়া) আঃ ছাড় না—আমার দিদি আমাকে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছিল—বড্ড কষ্ট হচ্ছিল—কিন্তু

এখন শালা ধোপার হাত যে দিদির শেকলের চেয়েও শক্ত বোধ হচ্ছে! উঃ ছাড় না! বেজায় লাগ্‌ছে যে—উঃ!

[ব্যস্তভাবে শ্যামাঠাকরুণের প্রবেশ]

শ্যামা। ওরে নিধিরাম! বাপ আমার ছাড়িস্‌ নে—ওর মাথা খারাপ হয়েছে, এই শেকলটা পরিয়ে দে— (শিকল দিলেন)

চন্দর। দোহাই দিদি! তোর পায়ে পড়ি, হাতটা খুলে দে। আমি আর সিন্দুক ভাঙতে যাব না। তোর কোন কথার অবাধ্য হব না—এক কাজ কর দিদি! অপূর্ব্বকে টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে আয়—তা'হলে সেও আমায় খুন করবে না, আমার মাথাও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

শ্যামা। চুপ কর, কবরেজ এই ওষুধটুকু দিয়েছে—মাথায় মাখলেই মাথাটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তারপর হাতের বাঁধন খুলে দেব। লক্ষী ভাইটি আমার, এখন একটু চুপ কর—ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'স আমি ওষুধটা দি।

চন্দর। মাথা ঠাণ্ডা হলেই বাঁধন খুলে দিবি তো?

শ্যামা। হ্যাঁ দেব।

চন্দর। আচ্ছা দে ওষুধ। আমি এই চুপ করিছি—

[শ্যামাঠাকুরাণী চন্দরের মাথায় ওষুধ দিতে লাগিলেন]

চন্দর। (উৎফুল্লভাবে) দিদি! ওষুধটা তো বেজায় ঠাণ্ডা! মাথাটা যে একেবারে ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেল! বাঃ, সত্যি দিদি! দে শীগ্‌গীর দে, নইলে মাথা আবার গরম হয়ে উঠবে।

শ্যামা। আঃ চুপ কর বল্‌ছি, নইলে আবার ঠেঙ্গাবো কিন্তু—

চন্দর। তা'হলে আমিও কামড়াবো কিন্তু—

শ্যামা। ছিঃ লক্ষী ভাইটি আমার! আর একটু ওষুধ দিই—চুপ করে, থাক গণ্ডগোল করিস্‌ নে।

চন্দর। উঃ ভয়ানক ঠাণ্ডা ওষুধ—আর দিলে আমি একেবারে জমে

যাব সে—! না, না, আর দিস্ নে। এখন নোটগুলো ফিরিয়ে দে—আমি অপূর্ব্বকে দিয়ে আসি—

শ্যামা। আচ্ছা হতভাগা! আমি কার জন্যে কি করছি? তুই ছাড়া আমার আর কে আছে রে চন্দর? তোর মাথার অসুখ সেরে গেলেই তোকে আবার একটি বিয়ে দেব—মনের মত একটা বৌ ঘরে আন্‌বো। তার ছেলে হবে, মেয়ে হবে, তুই তখন মনের সুখে সংসার ধর্ম্ম করতে পাবি। আমার তো শুধু দেখেই সুখ। এ জীবনে আমার আর কোন্ সাধ আহ্লাদ আছে? এখন কাশীতে গিয়ে মা-অন্নপূণ্যোর দোরে পড়ে থাক্‌লেই দিনগুলো কেটে যায়। তবু যে কেন এত করছি—তা' কি বুঝিস্‌নে?

চন্দর। তাই চল্ দিদি! বিয়ে-ঠিয়ের দরকার নেই! তুই মা অন্নপূণ্যোর দোরেই পড়ে থাকিস্—আর আমিও বাবা বিশ্বনাথের দোরে পড়ে থাক্‌বো—কি বলিস্?—টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে, চল যাই—কিন্তু কাশীতে যে যাব, এখন দিন বারোটা না রাত বারোটা?

শ্যামা। আবার? ও কথাটা কি কিছুতেই ভুল্‌তে পারিস নে? শোন—অপূর্ব্ব যে কলকাতায় চলে গেছে। এখন চল্—বাড়ী চল—ও নিধি! তোর দাদাঠাকুরকে একবার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আয় বাবা—আমি এই তালপুকুর থেকে একটা ডুব দিয়েই যাচ্ছি—যা বাবা যা—

(যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আর দেখ্ ক্ষিরীর সঙ্গে যদি দেখা হয়, তাকে তাড়িয়ে দিস্—তার কোন কথাই শুনিসনে—সেই তোর মাথাটা খারাপ করে দিচ্ছে—বুঝেছিস্? (প্রস্থান)

নিধি। চল দা ঠাকুর! (টানিতে লাগিল)

চন্দর। তাইত। এখন দিন বারোটা না রাত বারোটা!

নিধি। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে যা হোক—চল ঠাকুর

আমার কাজ আছে—আমায় আবার মাগীর খোঁজে বেরুতে হবে,—ছেলেটার অসুখ ঘরে একটা পয়সাও নেই—মাগী কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—চল দেরি করনা।

চন্দর। নিধি! বাপ্ আমার! আমাকে অপূর্ব্বর হাতে ধরিয়ে দিস্‌নে—আমি এখানে একটু লুকিয়ে থাকি—কি বলিস্?

নিধি। ভাগ্যিবানের বোঝা ভগবান বয়। তা'হলে এখানে বসে আমার ঘর বাড়ী চৌকি দাও ঠাকুর, আমি দেখে আসি একবার মাগী কোথায় গেল— (প্রস্থান)

চন্দর। এঁ্যা নিধি চলে গেল—অপূর্ব্বকে ডাক্‌তে গেল নাকি আমায় ধরিয়ে দেবে নাকি?

(ক্ষীরির প্রবেশ)

এই যে ক্ষীরি, আমার হাতের বাঁধনটা খুলে দেতো—আমি আগে তোকেই যাচ্ছেতাই করে তাড়িয়ে দি—আমার দিদি বলেছে তোর জন্যেই আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে—

ক্ষিরী। তাই নাকি? আচ্ছা তা' হলে আর কষ্ট করে তাড়িয়ে দিতে হবে কেন ঠাকুর! আমি নিজেই চলে যাচ্ছি—

চন্দর। ওরে না, না, শোন্—আমার দিদি বলেছে—সে হতচ্ছাড়া বৌতো মরেই গেছে? আমার আবার একটা বিয়ে দেবে—আমার ছেলে হবে—মেয়ে হবে—আমি মনের সুখে সংসারধর্ম্ম করবো—সেই জন্যেই তো টাকার দরকার—

ক্ষিরী। বেশ তো—তাই করনা ঠাকুর! কিন্তু—

গান।

বিবাহ এক রক্ত নেশা
বধ করে ঠিক বাঘের মত!
যে যারে পায় ঘাড় ভেঙ্গে খায়
বুক চিরে হায় করে ক্ষত।
ভালবাসার নিশান তুলি
বাঘ-বাঘিনীর কোলাকুলি,
বাসর ঘরের মিষ্টি বুলি
ভুলবে বয়স বাড়বে যত।

চন্দর। তাই নাকি ক্ষীরি! তা'হলে আমি নিশ্চয়ই আর বিয়ে করবো না। তুই আমার হাতের বাধনটা আগে খুলে দে—তারপর চল্ তোকে নিয়ে এদেশ ছেড়ে পালাই—

ক্ষীরি। তাকি হয় ঠাকুর! আমি যে দ্রৌপদী, তোমার সঙ্গে পালাবো তাহলে আমার এই নিধের উপায় হবে কি? সে যে কাঁদতে কাঁদতে পাগল হয়ে যাবে—

চন্দর। না না ক্ষিরী চল কাশী যাই—

ক্ষীরি। কোন্ দুঃখে? এমন কি পাপ করেছি যে আমি কাশী যাব? পাপ করেছ তুমি, পরের টাকা চুরি করেছ—নিজের বৌকে বাপের বাড়ীতে ফেলে রেখে—তার সর্ব্বনাশ করেছ—

চন্দর। (উত্তেজিত ভাবে) ক্ষীরি! ক্ষীরি! দোহাই তোর আমার হাতের বাঁধনটা খুলে দে। আমি সিন্দুকটা ভেঙ্গে টাকা নিয়ে আসি—তারপর পরের টাকা পরকেই ফিরিয়ে দিই—খুলে দে।

ক্ষীরি। না তার আগে আর একটা কাজ যদি করতে পার তাহলেই হাতের বাঁধন খুলে দেব।

চন্দর। কি?

ক্ষীরি। (দা আনিয়া) এই দা খানা নিয়া এক কোপে তোমার দিদিকে কেটে দুখানা করবে। বলো—পারবে? তা হলেই হাতের বাঁধন খুলে দেব—নইলে দেব না।

চন্দর। ওরে বাপরে—বলিস্ কি, তুই ডাকাত?

ক্ষিরী। আমি ডাকাত! আমি পাগলের বৌ পাগলিনী। আমাকে ত চিন্‌তে পারনি ঠাকুর!—আমিই তোমার সেই বিয়ে-করা বৌ—আমিই তোমার সেই গৌরীদানের গৌরী! আট বছরের মেয়ে আমি ফুলশয্যার রাত্রে তোমার ঘরে শুতে যাইনি বলে, আর আমার বাবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলাম বলে, তোমার দিদি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে আজ কুড়ি বছরের কথা, মনে পড়ে?—

চন্দর। অ্যাঁ বলিস্ কি? দিদি যে বলে সে মরে গেছে আপদ গেছে—বালাই গেছে—তাইতো এখন দিন বারোটা না রাত বারোটা?—

ক্ষীরি। না গৌরী মরে নি—সে আজ ক্ষীরিকে পাঠিয়েছে তোমার সেবা করতে, আর তোমার দিদিকে খুন করতে।

চন্দর। তুই গৌরী! তাইতো! আচ্ছা তাহলে আমার হাতের বাঁধনটা শীগ্‌গীর খুলে দে—দে, দে, আর ওই দা খানাও আমার হাতে দে—হ্যাঁ পারবো, আমি পারবো—আগে দিদিকে, তারপর তোকে—

ক্ষীরি। পারবে? আমাকেও? আচ্ছা তাহলে খুলে দিচ্ছি—

চন্দর। হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারবো—বাঁধনটা খুলে দিয়েই দেখ্—শীগ্‌গীর—দেরী করিস্‌নে— (ক্ষীরি বাঁধন খুলিতেছিল)

(শ্যামাঠাকুরাণীর প্রবেশ)

শ্যামা। ক্ষিরী!

ক্ষীরি। (হাসিয়া) কি?

শ্যামা। আমার ভাইটাকে পাগল করে দিয়েও তোর মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি ? এখন একটা দা নিয়ে এসেছিস্ তাকে খুন করতে ?

ক্ষীরি। তোমার ভাইকে খুন করতে আসিনি—খুন করতে এসেছি তোমাকে। তুমি যে আমার রায়-বাঘিনী ননদিনী। ওগো গুণের নিধি গুণমণি! আমাকে তুমি চিন্‌তে পারনি! হা হা হা হা আমি গৌরী হা হা হা—

শ্যামা। কি বলছিস্ ক্ষীরি ?—আমি তো খোঁজ নিয়েছি সে বৌ মরে গেছে—

ক্ষীরি। না, না, মরেনি, তোমাকে না মেরে মরবেনা ব'লে এখনো বেঁচে আছে। গৌরীদানের পূণ্যে বিয়ের একমাসের মধ্যেই বাবার স্বর্গলাভ হল, কোথায় যাই ? আপন জন বল্‌তে আমার ত আর কেউ নেই ? কি করি—পথে পথে কেঁদে বেড়িয়েছি আর ভিক্ষে করে খেয়েছি—

চন্দর। তার পর ?

ক্ষীরি। তারপর একদিন খিদের জ্বালা সইতে না পেরে পথের মাঝেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম—জ্ঞান হয়ে দেখি—ওই পাশের গাঁয়ের এক ধোপা বৌ আমাকে—মেয়ে বলে ডাকলে, যত্ন করে খেতে দিলে। মায়ের আদর-যত্ন তো এ জীবনে পাইনি, তাই জাত হারিয়ে ধোপা বৌকে মা বলে ডেকে সব দুঃখ ভুলে গেলাম—কেবল আমি একটা বামুনের মেয়ে,এ কথাটা মনে হলেই চোখ দিয়ে জল গড়াত, কিন্তু কি আর করবো, মুছে ফেলতাম্।

চন্দর। তারপর ?

ক্ষীরি। তারপর বামুনের মেয়ে গৌরী একেবারে মরে গেল, বেঁচে রইল—এই ধোপার মেয়ে ক্ষীরোদা ! ক্ষিরোদার বয়স হল—যৌবন ফুটে উঠল ! আর তো ঘরে থাকতে পারিনে ? হঠাৎ একদিন শাঁখ বাজিয়ে বিয়ে হল তোমাদের নিধের সঙ্গে—এখন আর বরের ঘরে যেতে আপত্তি

করবো কেন? একটা ছেলেও হয়েছে আমার, আর কি শুনতে চাও? এখন শ্যামাঠাকরুণ এইবার আমি তোমাকে খুন করি? না, হাতটা বড় কাঁপছে, পারবো না।—মিছি মিছি একটা আঁচড় দিয়ে লাভ কি?

শ্যামা। সব মিছে কথা—সব মিছে কথা। চরিত্তির খারাপ মেয়ে লোকের কথা বিশ্বাস করতে আছে? চল চল বাড়ী চল।

চন্দর। তাইতো এখন দিন বারোটা না রাত বারোটা!

(উভয়ের প্রস্থান)

ক্ষীরি। গান।

আমার মত ভাগ্যবতী কে?
আমার এক জীবনে দুই বিয়ে;
আমি দুজনারেই বাসি ভাল
দুইটী চোখে একটা আলো!
দুই নাকে মোর একটা বাতাস
বাঁচায় মরা প্রাণটাকে।
যেদিন দুজন চিনবে মোরে
শূন্য দেহ থাকবে পড়ে—
উড়ে যাবে প্রাণ পাখী মোর
মাথার উপর একটি দিকে। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—বড়বৌয়ের ঘর।

(বড়বৌ বসিয়া আছেন। ব্যস্তভাবে সদাশিবের প্রবেশ।)

সদা। আচ্ছা বড়বৌ! সেজবৌমা তার ঘরের মেজেয় পড়ে কাঁদ-ছেন কেন? তুমি বুঝি কিছু বলেছ?—

বড়বৌ। হ্যাঁ বলেছি। কি হবে? কি করবে তুমি আমায়? যে সর্ব্বনাশী পোড়াকপালীর মুখ দেখলেও—মহাপাপ! তাকে মাথায় তুলে নাচ্‌তে হয় তোমরা নাচগে, আমি পারবো না।

সদা। ছি ছি ছি—তোমাকে হাজার বার বলছি—ও কথাটা বিশ্বাস ক'রো না। ওর মূলে শ্যামাঠাকরুণের একটা মতলব ছাড়া আর কিছুই নেই। সেজবৌমার মত একটা সতী-সাধ্বীর নামে মিথ্যে অপবাদ রটিয়ে শ্যামাঠাকরুণ চায় আমাদের মেজবৌমার মত সেও বিষ খেয়ে মরুক। তার হাতের পুতুল একা শুধু তুমি ছাড়া এ বাড়ীতে আর কেউ টিক্‌তে না পারে এই টাই বোধ হয় তার মতলব!

বড়বৌ। শ্যামাঠাকরুণকে ছেড়েই দাও না। আমি নিজেও তো কচি খুকিটী নই যে ও সব কিছু বুঝিনে?

সদা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি খুব পণ্ডিত তা আমি জানি। শ্যামাঠাকরুণ যা বল্‌বে তাই তোমার ইষ্ট মন্তর? ছি ছি ছি—

বড়বৌ। দেখো আমায় চটিও না কিন্তু, আমার সঙ্গে বাজি রাখো সহর থেকে একজন মেয়ে-ডাক্তার নিয়ে এসো, সে যদি পরীক্ষা করে একথা না বলে যে—সেজবৌয়ের সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে—তা' হলে—

সদা। চুপ্‌! অপূর্ব্ব এদিকে আস্‌ছে।

বড়বৌ। অপূর্ব্বও শুনেছে। তবে সেও তোমার মত বিশ্বাস করতে চায় না। সেজবৌ বলতে যে তোমরা দুটা ভাইই একেবারে অজ্ঞান। অমন ভাগ্যবতী সতী লক্ষ্মী তো—তোমাদের সংসারে আর একটাও আসেনি ?

(অপূর্ব্বর প্রবেশ)

অপূর্ব্ব। দেখ বড়বৌ! ফের যদি তোমরা এই সব কুৎসিত কথা আলোচনা করবে—কিম্বা শ্যামাঠাকরুণ যদি ফের এই বাড়ীতে ঢুকবে, তাহলে ভাল হবে না কিন্তু—

বড়বৌ। শ্যামাঠাকরুণকে এ বাড়ীতে ঢুকতে না দিলে তো আর, তোমাদের বিধবা বৌঠাকরুণের সন্তান হওয়াটা বন্ধ থাকবে না ? আলোচনায় মুখটাও চেপে রাখ্‌তে পারবে না !

অপূর্ব্ব। ছি ছি ছি তুমি একেবারেই অধঃপাতে গেছ বৌদি ! শ্যামা ঠাকরুণ যে তোমাকে একটা খেলার পুতুল সাজিয়ে নিয়েছে—এটুকু বুঝবার ক্ষমতাও কি তোমার নাই ? যে শয়তানী আমার মরা বৌদির গলা থেকে মটরমালা চুরি করতে পেরেছিল, যার ভাই জোচ্চুরী করে দশ হাজার টাকা নিয়ে পাগল সেজে বসে আছে—তাকে তুমি বিশ্বাস করো ? সে যে আবার কি উদ্দেশ্যে কি বলছে—কি করছে—তাকি বুঝতে পার না ? ছিঃ তোমরা আমাকে আবার বাড়ী থেকে তাড়াবে দেখ্‌তে পাচ্ছি—

সদা। অপূর্ব্ব ! তুই শান্ত হ। তুই কেন বাড়ী থেকে যাবি ? আজ যদি এ বাড়ী থেকে কাউকে যেতে হয়—তবে হয় সে আমি নিজেই যাব। আর না হয়—(ক্রুদ্ধভাবে বড়বৌয়ের দিকে একবার চাহিলেন) অপূর্ব্ব ! তুই একবার সেজবৌমাকে ডেকে আনতো আমি নিজেই তাকে জিজ্ঞাসা করবো—তারপর—

অপূর্ব্ব। ছিঃ বড়দা! তুমি ক্ষেপেছ? এই নোংরা কথাটা তাকে জিজ্ঞাসা করবে কি করে?

সদা। সে আমি পারবো। কারণ শ্যামাঠাক্রুণ আর বড়বৌ যে কথা একবার মুখ দিয়ে বের করেছে—তা এতক্ষণ নিশ্চয়ই গেজেটেড্ হয়ে গেছে—পাড়ার সবাই শুনেছে। সুতরাং এর মিমাংসা একটা করতেই হবে। তারপর আমি আমার ওই কালসাপিনীকে জন্মের মত পরিত্যাগ করবো। এ জীবনে আর ওর মুখ দর্শন করবো না। অপূর্ব্ব, তুই যা বৌমাকে একবার ডেকে আন্। (অপূর্ব্বর প্রস্থান)

বড়বৌ। আচ্ছা বেশ তাই হোক্। কিন্তু আমার কথা যদি সত্যি হয়—তাহলে তুমি ক'হাত মেপে নাকে খৎ দেবে তাই বল?—

সদা। চুপ্ কর্ ছোট লোক!

বড়বৌ। তাতো বটেই আমি ছোট লোক! আর তুমি? খুব বড়লোক না? আজ এতদিন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে—ওগো বড়লোক—কত সোনা-দানা আমি পরিছি তোমার দৌলাতে—

(খোকা ও উমার প্রবেশ)

খোকা। জ্যাঠামশাই। উমা দিদি বল্‌ছে—কাকীমা নাকি আর আমাকে কোলে করবে না।

সদা। কেন জ্যাঠামশাই?

খোকা। কাকীমার নাকি একটা খুব সুন্দর খোকা হবে—সে—নাকি—

উমা। না বাবা আমি বলিনি—। মা বল্‌ছিল—কাকীমা আর তোদের কাউকে কোলে করবে না। তাঁর নাকি একটা খুব সুন্দর খোকা হবে—তাকেই কোলে করবে—আমরা কাছে গেলেই—আমাদের তাড়িয়ে দেবে।

খোকা। দিদির তো একটা মা আছে। (কাঁদিয়া) আমার মা নেই—কাকীমাও যদি আমাকে তাড়িয়ে দেয়, আমি কার কাছে যাব জ্যাঠামশাই ?

সদা। (বড়বৌয়ের প্রতি) রাক্ষসী ! তোর মুখ দেখবো না—আগে বৌমার কাছে কথাটা শুনি, তারপর তোকে—

(অপূর্ব্ব ও সেজবৌয়ের প্রবেশ)

সদা। (সংযত হইয়া, লজ্জিত ও ভীত ভাবে) বৌমা ! বৌমা—

(সেজবৌ নত দৃষ্টিতে চুপ করিয়া রহিল)

বড়বৌ। কি ? বল্‌তে পাচ্ছ না ? গলা দিয়ে বেরোচ্ছেনা ? আচ্ছা আমি বল্‌ছি। তোর ভাসুর কি জিজ্ঞেস করতে চান বুঝ্‌লি—(সদাশিবের প্রস্থান) তোর দৌলতে তোর এই ভাসুর ঠাকুরটী যে—শীগ্‌গীরই জ্যাঠামশাই ডাক শুনবেন—আর তোর এই ঠাকুরপোটী কাকাবাবু হবেন—এ কথাটা কি সত্যি ?—

(সেজবৌ পূর্ব্ববৎ নীরবে নতদৃষ্টিতে—লজ্জার অভিনয় করিতে লাগিল)

বড়বৌ। (সেজবৌয়ের মুখখানা উঁচু করে ধরে) ও গো সতী লক্ষ্মী ! মুখ তোল—লজ্জা কি ? তুমি নাকি স্বর্গের দেবী ! আমরা সব কুকুর শেয়াল ! তোমার ভাসুর বলেছেন—তোমার নাকি তেজ আছে, দীপ্তি আছে, আরো কত কি আছে—যা আমাদের নেই—কথা কও—লজ্জা কি ? (সেজবৌ কাঁদিতেছিল)

(শ্যামাঠাকরুণের প্রবেশ)

অপূর্ব্ব। (উত্তেজিত ভাবে) কে তোমাকে ডেকেছে এখানে ?

শ্যামা। কেউ ডাকেনি। তবু তো আমি না এসে থাকতে পারি না বাপধন ! এ যে মুখুজ্জে বাড়ীর জাতনাশা কেলেঙ্কারী। আমি যে এই

মুখুজ্জেদেরই মেয়ে—এ চুণ-কালি যে আমাদেরও লাগ্‌বে—আমি চুপ করে ঘরে বসে থাকবো কেমন করে ?

অপূর্ব্ব। (কাঁদিয়া) বৌদি তুমি কাঁদছ ? তা হলে আমরা কি বুঝবো ?

বড়বৌ। যা বোঝা উচিত—

অপূর্ব্ব। চুপ্‌ করো—তোমাকে ত আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি—

বড়বৌ। বেশ, এই আমি চুপ !

অপূর্ব্ব। বৌদি ? (কাঁদিল)

সেজবৌ। ঠাকুরপো আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করোনা। আমি কিছুই বলতে পারবো না। আমি আমার এই রাঙারাখী বাঁধা রেখে প্রতিজ্ঞা করেছি যে—তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করবো না।

অপূর্ব্ব। (সাগ্রহে) কার সম্বন্ধে ?

সেজবৌ। যার জন্যে আজ আমাকে এই লাঞ্ছনা আর অপমান নীরবে সহ্য করতে হচ্ছে— (প্রস্থান)

অপূর্ব্ব। কে সে ?

শ্যামা। কে সে তা বুঝ্‌তে পারছ না বাবাজী ! আমার এই চুলে পাক ধরেছে—আমি অনেক দেখেছি—অনেক শুনেছি—আমার কিছুই বুঝতে বাকী নেই—এখন তোমরা যদি বুঝেও না বোঝ—উপায় কি ?

অপূর্ব্ব। বুঝেও না বোঝ—কথাটার মানে ?

শ্যামা। বুঝিয়ে দাও বড় বৌমা ! আমার আবার কোন কথায় কি দোষ হবে, দরকার কি ?

বড়বৌ আমারই বা দরকার কি ? বুদ্ধি থাকে ত নিজেই বুঝে দেখুক গে না। তিন চার মাস আগে তো সতী-লক্ষ্মী ওঁর কলকাতার বাড়ীতেই ছিলেন ? তেজ দেখিয়ে ভাসুর-ঠাকুরের শুশ্রূষা করিতে

গিয়েছিলেন। এতেও যদি বুঝতে না পারেন তাহ'লে তাকে—ন্যাকামি ছাড়া আর কি বলবো ?

অপূর্ব্ব ! কি বলছ তুমি বড়বৌদি ?

বড়বৌ। আমি বল্‌ছি তোমার দাদাকেই বা লোকে ডাক্তারী করতে ডাকে কেন—আর তোমাকেই বা পাঁচশো টাকা মাইনে দেয় কেন—বল্‌তে পার ? এই উমা আর খোকাও তোমাদের চেয়ে বেশী বুদ্ধি রাখে।

[শ্যামাঠাকুরুণ ও বড়বৌ উভয়েই পরস্পর ইসারা করিলেন ও হাসিলেন।]

[অসহ্য যন্ত্রণার অভিব্যক্তি করিয়া ধীরে ধীরে অপূর্ব্ব চলিয়া গেল।]

বড়বৌ। (হাসিয়া) কি ঠাকুরপো ! মাথাটা নীচু করে চলে যাচ্ছ যে ? এই বড়বৌকে ঝাঁটা মেরে তাড়িয়ে দিয়ে যাও—

শ্যামা। ওকে আর লজ্জা দিয়ে লাভ কি ? আহা-হা বেচারী ভারি অপ্রস্তত হয়ে পড়েছে। হিন্দু-বিধবার এই থান-কাপড় আর নেড়া-মাথা যে কেন—বাপধন তা এতদিন পরে বুঝতে পেরেছেন।

বড়বৌ। যাক্ সে কথা—পিষিমা ! এখন তুমি আমাদের জাত-মান বাঁচাও।

শ্যামা। ক'বরেজের কাছ থেকে ত ওষুধ নিয়ে রেখেছি এখন ভালয়-ভালয় খেলে হয়।

বড়বৌ। না, খাবে না ত কি—এমনি না খায় জোর করে খাওয়াতে হবে। জাতটা বাঁচাতে হবে ত'। চুপ কর ওই যে এদিকে আস্‌ছেন, আগে মিষ্টি কথায় কাজ হয় কিনা দেখ পিষিমা !

শ্যামা। মিষ্টি কথা যে মুখে আসে না বৌমা ! ওকে দেখলেই আমার সর্ব্বাঙ্গ রি রি করে জ্বলে যাচ্ছে। (সেজবৌকে দেখিয়া হাসিয়া) এসো, এসো, মা লক্ষ্মী আমার এস। কি শরীর কি হয়ে গেছে !

[সেজবৌয়ের প্রবেশ]

সেজবৌ। কেন? এত আদর কেন পিষিমা?

শ্যামা। তুমি যে আদরের জিনিষ বৌমা! তোমাকে আদর করব না? এস, মা লক্ষ্মী, বস এখানে, তোমাকে একটা কথা বলি—আ হা হা কি শরীর কি হয়ে গেছে!

(ক্ষীরির প্রবেশ)

শ্যামা। (ক্ষীরিকে দেখিয়া ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইলেন।)

বড়বৌ। তোকে আবার এখানে কে ডেকেছে? যা, যা, এখান থেকে এখন যা—

ক্ষীরি। যাচ্ছি বড়মা! আমি বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি—আমার ছেলেটার বড্ড অসুখ। ওষুধ-পত্তি জোগাতে পাচ্ছিনে—আমায় একটা টাকা ধার দেবে?

শ্যামা। দেখ বড়বৌমা! কাল ঐ ধোপানী মাগী—একটা দা নিয়ে আমাকে কাট্‌তে গিয়েছিল। তুমি এখুনি ওকে তোমাদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দাও—নইলে আমি নিজেই এখান থেকে চলে যাব—

বড়বৌ। সে কি কথা পিষিমা? কেন—কেন—হ্যাঁরে ক্ষীরি! তুই নাকি একটা দা নিয়ে আমার পিষিমাকে কাট্‌তে গিয়েছিলি? কথাটা কি সত্যি?

ক্ষীরি। হ্যাঁ বড় মা! সত্যি।

বড়বৌ। হুঁ—বটে? (ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষীরির দিকে চাহিলেন।)

ক্ষীরি। আমাকে একটা টাকা ধার দাও বড়মা! আমি এখুনি চলে যাচ্ছি—

বড়বৌ। না। এক পয়সাও দেব না। ছোট লোকের মেয়ে তুই—

এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর যে—আমার পিশিমাকে দা নিয়ে কাট্‌তে গিয়েছিলি—বেরিয়ে যা, এ বাড়ি থেকে— (ক্ষীরি যাইতেছিল—)

সেজবৌ। যাস্‌নে ক্ষীরি! দাঁড়া—আমি এখুনি আস্‌ছি—

(প্রস্থান)

শ্যামা। (বিস্মিত ভাবে) ক্ষীরিকে দাঁড়াতে ব'লে সেজবৌ কোথায় গেল বড়বৌমা?

বড়বৌ। কি জানি মা! বুঝ্‌তে তো পারছিনে—ঠাক্‌রুণের মতলবটা কি?

(চাবি আঁচলে বাঁধিতে বাঁধিতে সেজবৌয়ের প্রবেশ)

সেজবৌ। এই টাকাটা নিয়ে যা ক্ষীরি! ছোট লোকের মেয়ে তুই, বড়লোকের বাড়িতে আর কখ্‌খনো আসিস্‌নে। এখন এই টাকাটা নিয়ে তোর ছেলেকে ওষুধ-পথ্যি দেগে—

ক্ষীরি। (সেজবৌয়ের পায়ের ধুলো মাথায় লইয়া) তোমার পায়ের ধুলো মাথায় দাও মা। টাকা চাইনে। টাকা দিয়ে কি হবে? যাদের টাকা আছে—তাদের ছেলে-মেয়েও তো মরে। আমার ছেলে যদি আজ বাচে—সে কেবল তোমারি আশীর্ব্বাদে মা! তোমার মত সতীলক্ষ্মীর পায়ের ধুলো মাথায় দিলে মরাছেলে বেঁচে উঠে—আর আমার রোগা ছেলের অসুখ সারবেনা? নিশ্চয়ই সারবে—ও টাকা তুমি রেখে দাও—আমি একটু পায়ের ধুলো নিয়ে যাই—

(ভক্তিভরে সেজবৌয়ের পা দু'খানি আঁচলে মুছাইয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া)

শোনো শ্যামাঠাক্‌রুণ! ক্ষীরি ছোট লোকের মেয়ে কিন্তু গৌরী ছোট লোকের মেয়ে নয়। বার বার সেই ঘুমন্ত গৌরীকে জাগিয়ে দিচ্ছ—ভাল কাজ করছ না—

বড়বৌ। ও সিঁদুর মাখা টাকাটা তুমি কোথায় পেলে সেজবৌ!

সেজবৌ। মা-দুর্গার ভোগ মানত করে, তুমি যে পাঁচটা টাকা সিঁদুরের কৌটার ভেতর রেখেছিলে—তা' থেকেই একটা নিয়ে এসেছি—

শ্যামা। ওমা সেকি কথা গো! মা-দুর্গার ভোগের টাকা দিতে এসেছিলে ক্ষীরি-ধোপানীকে? কি হবে—ওমা কি হবে—

বড়বৌ। এতদিন ক'লকাতায় ছিলেন হাড় যেন জুড়িয়েছিল। যেখানে যাবেন—সেখানেই তো আগুন জলে উঠবে? ন'ঠাকুরপোর চাকরীর মাথা খেয়ে—এখন আবার এসেছেন আমার একটা অকল্যাণ করতে। মা-দুর্গার ভোগের টাকা এনে ক্ষীরিকে দেওয়া হচ্ছিল—? কেন? কি ভেবেছ তুমি?

সেজবৌ। মা-দুর্গার ছেলে-মেয়েরা আজ আমাদের চোখের ওপর না খেয়ে মরছে—এ ঘটনা দেখেও যদি আমরা মানত-করা টাকা কটি ঘরে তুলে রাখি—তা' হলে কি তিনি আমাদের ওপর খুব খুসী হবেন, বড়দি? তা' হবেন না। পথ্যের অভাবে আজ যদি ক্ষীরির ছেলেটা শুকিয়ে মরে —তা'হলে সেই জগদম্বাই যে কেঁদে বুক ভাসাবেন—

শ্যামা। দেখ বাছা! তোমার ওসব খীষ্টেনি মত এ মুখুয্যে বাড়িতে চল্‌বে না। ও টাকা তুলে রাখ। এখন মা-দুর্গার ছেলেমেয়ের ভাবনা না ভেবে—নিজের ভাবনা ভাবো—বলে—আপনি শুতে ঠাই নেই—তার শঙ্করাকে ডাকে—

বড়বৌ। দেখ সেজবৌ! তুই যে জাতনাশা কেলেঙ্কারীটা বাধিয়েছিস্—তাতে অন্য মেয়ে মানুষ হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরতো। মুখ উঁচু করে আর কথা বল্‌তো না। এত তেজ, এত অহঙ্কার, তোর আস্‌ছে কোত্থেকে? কি লজ্জা! কি ঘেন্না, বিধবার ছেলে হবে—মেয়ে মানুষের জীবনে এর চেয়ে গ্লানি কি আর কিছু আছে?

শ্যামা। শুধু কি নিজের গ্লানি! আত্মীয়-স্বজন সকলের মাথাই যে হেঁট হয়ে পড়বে। আমি শ্যামাঠাকুরুণ! এই মুখুয্যেদেরই মেয়ে! আমিও তো মানুষকে মুখ দেখাতে পারবো না।

সেজবৌ। (হাসিয়া) একটা কথা বলি পিসিমা! রাগ ক'র না আমার ওপর! আমার কিন্তু মনে হয়,—একটা ছেলে হওয়ায় দরকার, বড়দির মত সধবার চেয়েও—তোমার মত পুত্রহীনা বিধবার অনেক বেশী। তোমার যে কেউ নেই! তুমি যে তোমার সর্ব্বস্ব হারিয়ে একেবারে পথে এসে দাঁড়িয়েছ! সধবার যদি একটা ছেলে নাও থাকে—তবু তার স্বামী আছে —দিনান্তে স্বামীর মুখখানা দেখ্‌লেও সে শান্তি পাবে। কিন্তু একটা পতি পুত্রহীনা বিধবা কি নিয়ে বেঁচে থাকে পিসিমা? অন্ধকার রাত্রে তার বুকটা যখন হাহাকার করে কেঁদে ওঠে—তখন তাকে একটু সান্ত্বনা দেবে কে? উঃ! না, না আমি সে কথা ভাব্‌তেও পারি না—আমি বিধবা হ'তে পারবো না—তোমরা অমন কথা মুখে এনো না—(যাইতেছিলেন)

শ্যামা। চ'লে যায় যে—ধরো, ধরো, বড়বৌমা! ওষুধটা খাওয়াতে হবে তো—(বড়বৌ সেজবৌয়ের হাত ধরিলেন।)

সেজবৌ। আমার হাত ছেড়ে দাও বড়দি—আমি এখানে আর এক মুহূর্ত্তও থাকব না, আমি তোমাদের মতলব বুঝতে পেরেছি—

শ্যামা। বুঝতেই যদি পেরে থাকিস—তাহলে অত ন্যাকামি করছিস্ কেন রে মাগী?

সেজবৌ। দেখো শ্যামাঠাকরুণ! আমি মেজবৌ নই! মেজবৌয়ের মত মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য ক'রে, আত্মহত্যা করবো না আমি! আমার হাত ছেড়ে দাও বড়দি! নইলে আমি চিৎকার করবো—

বড়বৌ। আমি তোর মুখ চেপে ধরবো—

শ্যামা। আর আমি বাঁ-পা দিয়ে তোকে লাথি মারবো। ওলো কালা-মুখী! মর মর মর— (আঘাত করিল)

সেজবৌ। উঃ! (পড়িয়া গেল)

সদা। (ক্রুদ্ধ ভাবে প্রবেশ করিয়া) কি হচ্ছে এখানে? (শ্যামা-ঠাকরুণের প্রতি) বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

শ্যামা। কাকে বল্‌ছিস্, আমাকে?

সদা। হ্যাঁ তোমাকে! বেরিয়ে যাও শয়তানী!

শ্যামা। কি আমি শয়তানী? বটে?

(উন্মত্ত চন্দরের প্রবেশ)

চন্দর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই তো শয়তানী! বাবাজি! তুমি ঠিক বলেছ, একেবারে এক নম্বরের শয়তানী! বল সে দশহাজার টাকা কোথায় রেখেছিস্?

শ্যামা। কে এই পাগলটার পায়ের শিকল খুলে দিলে গা? কি সর্ব্বনাশ—অনর্থ ঘটাবে যে।

চন্দর। কি? আমি পাগল? আর তুই তবে—হরিবোল—হরিবোল—

(উন্মত্ত ভাবে হঠাৎ একখানা দা দিয়া শ্যামাঠাকরুণের মাথায় সজোরে আঘাত করিল।)

(শ্যামাঠাকরুণের মাথা কাটিয়া রক্তারক্তি হইল। তিনি একটা চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেলেন। সেজবৌ নিজের ব্যাথা ভুলিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইলেন, আঁচলে ক্ষত স্থান চাপিয়া ধরিলেন। সদাশিব চন্দরকে জড়াইয়া ধরিলেন।)

চন্দর। আমাকে ছেড়ে দাও বাবাজি! আমি চুরি করিনি। (কাঁদিয়া) দোহাই বাবাজি অপূর্ব্ব!

(অপূর্ব্ব অজয় ও অমরের প্রবেশ ।)

(বড়বৌ ইতিপূর্ব্বেই পলায়ণ করিয়াছিলেন ।)

চন্দর। আমাকে খুন ক'রোনা। সে রেহেণী খৎ আর টাকা যে ও মাগী কোথায় রেখেছে খুঁজেই পাচ্ছিনে। কি করবো বাবাজী! আমার কোন অপরাধ নাই। (অপূর্ব্ব চন্দরের হাত ধরিল)

অপূর্ব্ব। কি হয়েছে দাদা ?—

সদা। কি আর হবে অপূর্ব্ব! শ্যামঠাকরুণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত যা তাই হয়েছে—

সেজবৌ। (অজয়ের প্রতি) ছোট্ ঠাকুরপো! তুমি শাগ্‌গির একটু জল নিয়ে এসোনা। রক্তটা যে কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না।

(অজয় ছুটিয়া গেল)

চন্দর। হ্যাঁ ভাল কথা, শোন বাবাজি! মটরমালাটা আমি সেই দিনই পেয়েছি ওর বিছানার তলে। (হাসিয়া) আমার সঙ্গে চালাকী? আমি তখন কি করেছি—শুনবে ?

অপূর্ব্ব। বলুন শুনি— (অজয় জল লইয়া আসিল)

(একদিকে সদাশিব, অজয়, সেজবৌ শ্যামঠাকুরাণীর শুশ্রূষায় রত হইলেন। অন্যদিকে অমর ও অপূর্ব্ব চন্দরখুড়োর গল্প শুনিতে লাগিলেন।)

চন্দর। হারছড়া পেয়েই ত সেই মুহূর্ত্তে আমি শ্মশানে ছুটেছি। যে চিতের ওপর তোমরা বৌমাকে পুড়িয়েছিলে, ঠিক সেইখানে একটা গর্ত্ত খুঁড়িছি, তার পর কেউ না দেখতে পায় এমন ভাবে হারছড়া পুঁতে রেখেছি।

অমর। কেন? এরূপ পুঁতে রাখবার উদ্দেশ্য ?

চন্দর। শোন, তাহলে সব কথাই বলি। চোখ বুঁজে "শিবোহং শিবোহং" মন্ত্র জপ করতে করতে একেবারে স্বর্গে চলে গেলাম।

বেটা নন্দী আর ভৃঙ্গী ভাঙ খেয়ে মাতলামো করছিল। আমি গিয়েই দু'জনার গালে দু' চড়। নেশা ছুটে গেল। তখন চোখ্ রাঙিয়ে বললাম—বল্ আমার মা কোথায়? ভয়ে ভয়ে তারা দেখিয়ে দিলে। দেখি কি সোনার পালঙ্কে জগদম্বা বসে আছেন—তারা ব্রহ্মময়ী মা—(ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন) তাঁর কোলে আমাদের সতী-লক্ষ্মী বৌমা! আমাকে দেখেই কোল থেকে নেবে এলেন—শ্বশুর বলে একটা প্রণামও করলেন।

অপূর্ব্ব। তারপর?

চন্দর। আরে পাগল! তার প্রণাম কি আমি গ্রহণ কর্ত্তে পারি? প্রতিপ্রণাম করে তার দেওয়া প্রণামটা আবার তাঁকেই ফিরিয়ে দিলাম।

অমর। কেন খুড়োমশাই! সে যে আপনার বৌমা! তাকে আপনি প্রণাম করলেন।

চন্দর। শ্বশুর হলেও যে আমি চোর! (কাঁদিলেন) উঃ! জ্বলে গেল, পুড়ে গেল! কৈ, কৈ! আমার দিদি কৈ—দাঁড়াও বাবাজিরা তাকে আগে খুন করে আসি—

অপূর্ব্ব। (হাত ধরিয়া) আগে বলুন তারপর কি হ'ল?

চন্দর। কেঁদে কেঁদে বললাম—মা তোমার মটর মালা পেয়েছি শ্মশানে তোমার চিতের ওপর পুঁতে রেখে এসেছি—অমাবস্যার রাত্রে তুমি নিজেই গিয়ে নিয়ে এসো।

অমর। (নিজের চোখ মুছিয়া) আপনি কেন হারছড়া তার হাতে—হাতেই দিয়ে এলেন না খুড়োমশাই?

চণ্ডর। ওরে পাগল, তাকি হয়? 'শিবোহং' মন্ত্রে শিবলোকে যাওয়া যায়। কিন্তু শিব হওয়া তো যায় না। স্বর্গের লোককে স্পর্শ করবো কেমন করে? শাস্তর তো পড়নি বাবাজি (হাসিলেন) তাতে আবার আমি চোর! (কাঁদিলেন)

অপূর্ব্ব। অজয়! খুড়োমশায়কে রেখে আয়।

অজয়। চলুন—

অপূর্ব্ব। তুই একাই পারবি, না আমিও সঙ্গে আসবো?

চন্দর। কি পারবে?

অপূর্ব্ব। বিশেষ কিছুই নয়—আপনার পায়ে শিকলটা আবার পরাতে। আপনার মাথাটা একটু খারাপ হয়ে গেছে কি না?

চন্দর। কি! আমার মাথা খারাপ?

অমর। না খুড়োমশাই, আপনি চট্‌বেন না। অপূর্ব্ব ভুল বলেছে—আসল কথা হচ্ছে—কার কথা যে খারাপ—তা ঠিক করবার নির্দ্দিষ্ট কোন উপায় নেই—

চন্দর। তবে আমার পায়ে শিকল পরাবে কেন?

অমর। ভোটের জোরে। যে হেতু এরা সংখ্যায় বেশী, আর আপনি মাত্র একজন!

চন্দর। হ্যাঁ একথাটা তুমি বল্‌তে পার, আমি স্বীকার করি।

অমর। নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। যে দেশের শাসন-তন্ত্র চলছে ভোটের জোরে, সে দেশে আপনি ভোট-জিনিষটাকে অস্বীকার করবেন কি করে?

চন্দর। তা বটে। তা হলে আর তোমাকে আসতে হবে না বাবাজি অজয় একাই পারবে। চলো— (উভয়ের প্রস্থান)

(শ্যামাঠাকরুণ এতক্ষণ মূর্চ্ছিত ছিলেন। সদাশিব অজয়কে পাঠাইয়া ওষুধ আনাইয়া ছিলেন। সেজবৌয়ের শুশ্রূষায় শ্যামাঠাকরুণের মূর্চ্ছা কিছু পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়াছিল, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন—সেজবৌ উঠিয়া তাঁহাকে ধরিয়া দাঁড়াইল।)

সেজবৌ। তুমি কি এখন সুস্থ বোধ করছ পিশিমা, বাড়ী পর্য্যন্ত একাই যেতে পারবে ?

শ্যামা। হ্যাঁ পারবো।

সদা। না, না, কপালের একটা বড় আর্টারি—কেটে গেছে। ঝাঁকি লাগলে—এখুনি আবার রক্ত ছুটতে পারে।—

সেজবৌ। তা'হলে চলো না পিষিমা, আমার ঘরে চলো, আমার বিছানায় শুয়ে, একটু ঘুমিয়ে নেবে এখন। আমি তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দেব—বাতাস করবো—চলো—

(শ্যামা ও সেজবৌ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল)

অপূর্ব্ব। বড়দা, মেজদা, তোমরা সবাই তো এখানে, বৌদি সম্বন্ধে এখন কি ব্যবস্থা করা যাবে ?

সদাশিব। দেখ্ অপূর্ব্ব! ঘটনাটা কিন্তু আমি এখনো কিছু বুঝতে পাচ্ছিনে। তুই বল্‌ছিস্ বৌমা নিজেই স্বীকার করেছেন—কিন্তু তবু যেন আমার মনে হচ্ছে—এর ভেতর কিছু রহস্য আছে। বৌমার মত ওরূপ নিষ্কলঙ্ক মুখচ্ছবি—এই ঘরেই আরো একটি—(দেওয়ালে একটা ছবি দেখাইয়া) আছে—ঐ আমাদের মা।

(সকলে ভক্তিভরে জননীর ফটোকে প্রণাম করিল)

অমর। কিন্তু দাদা, এ অনুভূতি আর উচ্ছাস নিয়ে তো সমাজ চলে না। শ্রীরামচন্দ্র সতী-শিরোমণি সীতাকেও পরিত্যাগ করেছিলেন—শুধু সমাজের দিকে চেয়ে—সামাজিক আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখতে।

অপূর্ব্ব। কিন্তু মেজদা! আমার কাছে—তোমার ঐ আদর্শদের চেয়েও আমার এই বৌদি অনেক বড়। এত সদ্‌গুণ তার ভেতর আমি দেখেছি—যা অস্বীকার করতে পারবো না, শুধু বৌদির একটা মুহূর্ত্তের ভুলের জন্যে।

অমর। অস্বীকার করবো না অপূর্ব্ব, সতীত্বের আদর্শের চেয়েও বাল্মিকী সীতাকে অনেক বড় ক'রে এঁকেছিলেন—রামায়ণ রচনা করেছিলেন—কুশী-লবের মুখে সেই রামায়ণ গান শুনে—রাম রাজত্বে না কেঁদেছিল এমন পাষাণ কেউ ছিল না। তবু তাঁকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল—আদর্শকে অক্ষুন্ন রাখতে হয়েছিল।

অপূর্ব্ব। তা'হলে তুমি কি বল্‌তে চাও? বৌদি সম্বন্ধে কি করা যাবে বল?

অমর। আমার মতে তাকে পরিত্যাগ করাই উচিত। সমাজে তাঁর স্থান হ'তে পারে না।

অপূর্ব্ব। আর—তোমার আমার স্থান হ'তে পারে?

অমর। কেন পারবেনা অপূর্ব্ব? আমাদের অপরাধ?

অপূর্ব্ব। অপরাধ? না কিছু না। তবে—তবে—তুমি—

(অস্থিরতা প্রকাশ করিল)

অমর। কি? কি অপূর্ব্ব?

অপূর্ব্ব। আমাদের এই লাঞ্ছনা আর অপমানের জন্য দায়ী কে মেজদা?

অমর। কি করে জান্‌বো ভাই? আমি তো জ্যোতিষশাস্ত্রও পড়িনি বা মুনিঋষিদের মত ত্রিকালজ্ঞও নই। আমি একটা ক্ষুদ্র মানুষ। যে মানুষকে তুই কুকুর-শেয়াল বলে ঘৃণা করিস—

অপূর্ব্ব। ছিঃ, আর ভণ্ডামি করনা।

অমর। তার মানে কি অপূর্ব্ব?

অপূর্ব্ব। তার মানে—তোমার মুখ দেখ্‌লেও মহাপাপ হয়। তুমি একটা শিক্ষিত শয়তান! তোমার গীতা পাঠ, তোমার ত্রিসন্ধ্যা—আর

তোমার ধর্ম্মোপদেশ—তোমার পৈশাচিক প্রবৃত্তির বাইরের আবরণ ছাড়া আর কিছুই নয়—

সদাশিব। ছিঃ অপূর্ব্ব! তুই এসব কি বল্‌ছিস্ নিজের অহঙ্কার আর ঔদ্ধত্যের জন্য একটা ভাইকে হারিয়েছিস্—আবার আর একটাকেও বুঝি—উঃ অমর! তুই কিছু মনে করিস্‌নে—অপূর্ব্বর মাথা খারাপ হয়েছে।

অমর। আমি যে একটা শিক্ষিত শয়তান—এ জ্ঞানটা কি তোর নিজের কল্পনা? না, আমার সম্বন্ধে তোকে কেউ কিছু বলেছে—

অপূর্ব্ব। হ্যাঁ বলেছে—

অমর। কে? কি বলেছে?

অপূর্ব্ব। যেই বলুক আমি শুনিছি, তুমি—তুমি একটা নরপিশাচ!

(প্রস্থান)

অমর। নর পিশাচ!—আমি—ওঃ দাদা! (কাঁদিলেন)

সদাশিব। না, না, মিথ্যা কথা। কেউ এমন কথা বলেনি—বলতে পারে না। হ্যাঁ অমর! বৌমাকে আজই—এখুনি কোথায়ও পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। কোথায় পাঠানো যায় বল্ তো! ওকি! চুপ করে রইলি কেন? অমর! অমর! কথা বল! বুঝেছি, বুঝেছি—তুইও বুঝি মনে মনে আত্মহত্যা করবার সঙ্কল্প করছিস্?—অজয়!—

(অজয়ের প্রবেশ)

অজয়। দাদা! ক্ষীরি ঝিটা তালপুকুরে ডুবে মরেছে—

সদা। মরুকগে, তুই এখন শীগ্‌গীর সেজবৌমাকে একবার ডেকে আন্‌তো—আজই তাকে—   (অজয়ের প্রস্থান।)

অমর। তুমি অত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন দাদা? কই আমিতো

একটুও ব্যস্ত হয়নি—আমি কেন আত্মহত্যা করবো ? নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে, আমি যে একটা ছোট দাগও দেখ্‌তে পাইনা—আমি কেন বাইরের বিভীষিকা দেখে চম্‌কে উঠ্‌বো ? তবে হ্যাঁ—একটা কাজ তোমাকে করতেই হবে—বৌমাকে এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। আজই—এখুনি, উঃ—কী ভীষণ ! কী ভীষণ !

(ভীত ও লজ্জিত ভাবে সেজবৌয়ের প্রবেশ)

অমর। (সেজবৌকে দেখিয়াই) বৌমা ! তুমি স্বেচ্ছাচারিণী, তুমি স্বৈরিণী ! সমাজের কল্যাণের জন্য—পারিবারিক মঙ্গলের জন্য আজই—এই মুহূর্ত্তে এ বাড়ী থেকে চলে যাও।

অজয়। সেকি ! বৌদি কোথায় যাবে মেজদা ?

অমর। যেখানে ইচ্ছে—এ বাড়ীতে ওঁর স্থান হবে না।

(এই কথোপকথনের সময় সদাশিব অনিচ্ছাসূচক অস্থিরতা প্রকাশ করিতেছিলেন।)

সদাশিব। ওরে অমর ! তুই ও যে অপূর্ব্বর মত ভুল করছিস্। না, না, হতে পাবে না। বৌমার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌ ও মুখ দেখলে—আমার মার মুখ খানাই মনে পড়ে—বৌমা ! তুমি বাড়ীর ভেতর যাও—

অমর। তা'হলে আমি আসি বড়দা—

(প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)

সদাশিব। অমর ! না, না, বৌমা ! তুমি এ বাড়ী থেকে যাও—এ বাড়ীতে তোমার স্থান হবে না। (অমরকে হাত ধরিয়া রাখিলেন) যা অজয় ! এঁকে সঙ্গে করে ষ্টেশনে নিয়ে যা ; উনি যেখানে যেতে চান, একখানা টিকিট কেটে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে আয়।

সেজবৌ। আমি কোথায় যাব ? (কাঁদিল)

সদাশিব। (রুদ্ধ আবেগ) কোথায় যাবে ? আমার অচিন্ত্য আর

মেজ বৌমা যেখানে গেছেন—সেখানেই যাও বৌমা ! আমি আর কি ব'লব ? উঃ ! বাহিরে ও কিসের শব্দ হচ্ছেরে অজয় ?

অজয়। (জানলা পথে উঁকি দিয়া) একখানা মটর এসে আমাদের দরজায় থাম্‌লো।

সদাশিব। কে এলো ?

অজয়। মধুবাবুকে ত দেখছি। কিন্তু—তাঁর সঙ্গে ও কে ? আমি দেখে আসি—আমি দেখে আসি—(অজয় ছুটিয়া গেল)

(ছুটিতে ছুটিতে বড় বৌয়ের প্রবেশ)

বড়বৌ। ওগো সেজ ঠাকুরপো এলো কোত্থেকে ? আমার যে বড্ড ভয় করছে—ভূত ঠুত নয় তো ?

সদাশিব। (বিস্মিতভাবে) কে এলো ?

[আনন্দে সেজবৌয়ের সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইতেছিল—দু'চোখে জল গড়াইতেছিল।]

বড়বৌ। সেজ ঠাকুরপো !

সদাশিব। তুমি পাগল—হয়েছ—কি বলছ ?

বড়বৌ। হাঁ গো আমি নিজে দেখে এসেছি—

(অচিন্ত্যের প্রবেশ)

অচিন্ত্য। বড়দা, মেজদা, ভাল আছ ?

অমর। অচিন্ত্য—অচিন্ত্য—! বৌমা ! আমায় ক্ষমা কর।

অচিন্ত্য। কেমন আছ বড় বৌদি ?

[সকলকে প্রণাম করিল কেহ কোন কথা বলিল না সকলেই চিত্রা-পিতের ন্যায় অবাক্ হইয়া রহিল।]

অচিন্ত্য। ওকি ! সেজবৌ কাঁদছে কেন ?

সদাশিব। তুই বেঁচে আছিস্—অচিন্ত্য—উঃ বৌমাকে যে আমরা গলাটিপে মেরে ফেল্‌ছিলাম, বৌমা কাঁদবেন না? বৌমা? অচিন্ত্য যে বেঁচে আছে—একথাটা অন্ততঃ আমাকেও বলতে হয়। বেঁচেই যদি আছিস্ অচিন্ত্য! আজ একটা বছর কেন এমন ভাবে লুকিয়ে ছিলি? বৌমার জন্য প্রাণ কেঁদেছে—তাব সঙ্গে দেখা করেছিস্। আর আমার কথাটা একবারও মনে পড়েনি? তোদের কিছু মন্দ হ'লে যে আমার বুকের পাঁজড়া খসে যায় তাকি জানিস্‌নে অচিন্ত্য—বৌমা! যাও, যাও—ওবেশে আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে থেক না—যাও, এতদিন যে বেশে আমার বুকটাকে জ্বালিয়েছ পুড়িয়েছ, আর সে বেশে তোমাকে দেখতে পারি না—তোমাকে অনেক লাঞ্ছনা দিয়েছি—ক্ষমা কর বৌমা!

অচিন্ত্য। দাদা, অপূর্ব্ব মেরে ফেলেছিল আর একটা রিক্সওয়ালাকে আমাকে নয়। কিন্তু আমার মৃত্যু কল্পনা করে—সে যে ভুলটা করে বসে ছিল, যে অনুতাপ নিয়ে মেজদাকে বাঁচিয়েছিল—আমাদের দেনা শোধ করতে ছুটে এসেছিল—তা দেখে আমি এত আনন্দ পেয়েছি দাদা—আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করেনি। রিক্স টানার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে—আত্ম-হত্যার সঙ্কল্প করেছিলাম সত্যি! কিন্তু বেঁচে থেকে যে মৃত্যুর আনন্দ পেয়েছি—শুধু তার জন্যে মরতেও পারিনি দাদা!

সদাশিব। এখন তুই কি করছিস অচিন্ত্য?

অচিন্ত্য। মধুবাবুর আপীষে ম্যানেজারি কচ্ছি, তার ব্যবসাতে এবার খুব লাভ হয়েছে—মূলধন অনেক বেড়ে গেছে—তাই মাইনে এখন আমার পাঁচশো টাকা।

সদাশিব। তোর মাইনে এখন পাঁচশো টাকা! মধুবাবু আজকাল কোথায় আছেন রে?

অচিন্ত্য। তিনি যে আমার সঙ্গেই এসেছেন দাদা—নীচেকার বৈঠক-

খানার ঘরে বসে আছেন—অজয়কে তার কাছে রেখে আমি ওপরে চলে এসেছি।

সদা। মধুবাবু এসেছেন? আয় অমর! আমরা মধুবাবুকে সঙ্গে করে ওপরে নিয়ে আসি। সকলের আগে তার কাছেই এ কৃতজ্ঞতাটা জানিয়ে আসি।

[অমর ও সদাশিব প্রস্থানোদ্যত, সহসা একদিক হইতে অজয়ের সঙ্গে মধুবাবুর প্রবেশ। অন্যদিক হইতে অপূর্ব্ব প্রবেশ করিল।]

(সেজবৌয়ের প্রস্থান)

অপূর্ব্ব। (কাঁদিয়া) সেজদা, তুমি বেঁচে আছ?

[অচিন্ত্য অপূর্ব্বকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।]

মধু বাবু। (হাসিয়া) না সাহেব বাবু আপনার সেজদা অনেক দিন মরে গেছেন—ও যে আমার ভাই অচিন্ত্য—আপনার তো কেউ নয়।

অপূর্ব্ব। মধুবাবু! আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি যে এত মহৎ তা' আমি বুঝ্তে পারিনি।

মধু। অপূর্ব্ব বাবু! না, না, আজ আর তোমাকে বাবু বলে অপমান ক'রবো না। তুমি আমার ছোট ভাই, আমি তোমার বড়দার চেয়েও দু'এক বছর বড়। কিন্তু শোন অপূর্ব্ব! মহৎ আমি নই, মহৎ তোমার এই দাদা ডাঃ সদাশিব বাবু। যার মহত্ত্বের কাছে—আমি চিরদিন শ্রদ্ধা দেখিয়েছি। যাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করিছি।

সদা। না, না, সেকি কথা মধু বাবু। আপনি অতি মহৎ। আজ আমার ভাঙা বুকটাকে আপনি এমন জুড়ে দিয়েছেন যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই।

মধু। কৃতজ্ঞতার কথা তুলবেন না ডাক্তারবাবু—আপনিও জানেন আমিও জানি। আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা যে কত বেশী, তা আপনি এ জীবনে কারো কাছে প্রকাশ করেননি—করবেন না তাও জানি—কারণ আপনি মহৎ!

সদাশিব। সে সব কথা কেন মনে করছেন মধুবাবু? ভুলে যান্—

মধু। ভুলে যাব? (হাসিয়া) আচ্ছা চেষ্টা করে দেখবো। কিন্তু এতদিনেও যে কথাটা ভুলতে পারিনি—তা এখন হঠাৎ ভুলবার উপায় কি? তবে আপাতত এটা নিন্?

[পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া সদাশিবের হাতে দিলেন]

সদাশিব। (বিস্মিতভাবে) একি?

মধু। অপূর্ব্বর দর্জ্জিপাড়ার যে বাড়ীখানা আমি গোপন নিলেমে কিনেছিলাম—তার দলিল। বাড়ীখানা আমি নিজ নামে কিনিনি সদাশিব বাবু! কিনিছি আপনারই নামে। এ দলিল আপনাকেই নিতে হবে—কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এ সুযোগটুকু আমাকে দিতে হবে।

অপূর্ব্ব। মধুবাবু! আপনাকে আমি চিন্‌তে পারিনি—তাই আপনার উদ্দেশ্যকে সন্দেহের চোখে দেখেছি এবং আপনার প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিছি—আমাকে ক্ষমা করুন। (নতজানু হইলেন।)

মধু। না, না, অপূর্ব্ব! তুমিও যে আমার ছোট ভাই—

(অপূর্ব্বকে জড়াইয়া ধরিলেন)

সদা। (দূরে সেজবৌকে দেখিয়া) আসুন মধুবাবু—আয় অমর—আয় অপূর্ব্ব, আমরা একটু বাইরে বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে বসি—যা অজয় মধুবাবুকে একটু মিষ্টি মুখ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করগে।

[সদাশিব প্রভৃতি যাইতেছিল, দূর হইতে সেজবৌ ইঙ্গিতে অচিন্ত্যকে ডাকিল—অচিন্ত্য ফিরিল।

অচিন্ত্য। বাঃ বাঃ! আজ যে আবার থান কাপড়ের বহুগুণ প্রতি-শোধ নিয়েছ লাল সাড়ী পরে। তোমার রাঙা রাখীর মান রাখতে পেরেছি সেজবৌ? একি তোমার চোখে জল কেন? তোমার রাঙা রাখীর মান রেখেছি তবু তুমি কাঁদছ সেজবৌ?

সেজবৌ। আজ আমি আর চোখের জল চেপে রাখতে পাচ্ছিনে—

অচিন্ত্য। না, না, সেজবৌ! তুমি আর কেঁদনা—এস তোমার চোখ মুছিয়ে দি—আর ও "রাঙারাখী" খুলে—

[অচিন্ত্য রাঙারাখী খুলিয়া ব্রস্‌লেট পরাইয়া দিলেন।]

যবনিকা।

উদ্বোধন রজনীর

সংগঠন।

মিনার্ভার সত্বাধিকারী শ্রীউপেন্দ্র কুমার মিত্র, বি, এ,

অধ্যক্ষ—শ্রীরামেন্দ্রনাথ ঘোষ ও শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী।

সঙ্গীতশিক্ষক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে।

হারমোনিয়াম বাদক—শ্রীবিদ্যাভূষণ পাল।

তবলা বাদক—শ্রীফুটবিহারী মিত্র।

বংশীবাদক—শ্রীলালবিহারী ঘোষ।

বেহালাবাদক—শ্রীললিত মোহন বসাক।

স্মারক—শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বসু।

সদাশিব—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী।

চন্দর খুড়ো—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে।

অমর—শ্রীরবীন্দ্র মোহন রায়।

অচিন্ত্য—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অপূর্ব্ব—শ্রীভূমেন রায়।

অজয়—শ্রীযুগল কিশোর দে।

নিধিরাম—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে, (অন্ধগায়ক)

মধুদত্ত—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সিংহ।

খোকা—শ্রীমতী তারকবালা।

বড়বৌ—শ্রীমতী বেদানাবালা।

মেজবৌ—শ্রীমতী আশমানতারা।

সেজবৌ—শ্রীমতী চারুশীলা।

নবৌ—শ্রীমতী নবতারা।

ক্ষীরি—শ্রীমতী আঙ্গুরবালা।

শ্যামাঠাকুরাণী—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।

উমা—শ্রীমতী দুনিয়াবালা।